কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি আপিল বিচার ক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি

এবং

বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০১৬ সালের মৃত্যু রেফারেন্স নং ২

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

... আপিলকারী

বনাম

সাইফুল আলি এবং অন্যান্যরা

...উত্তরদাতা

২০১৬ সালের সি. আর. এ. নং ১০৮

ভোলা নস্কর @ ভোলানাথ নস্কর

... আপিলকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

...উত্তরদাতা

এর সাথে

২০১৬ সালের সি. আর. এ. নং ১০৯

এস. কে. ইমামুল ইসলাম

... আপিলকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

...উত্তরদাতা

সহ

সি. আর. এ. ২০১৬ সালের ১১০ নং

আমিন আলি

... আপিলকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

...উত্তরদাতা

এর সাথে

সি. আর. এ. ২০১৬ সালের ১১১ নং

আনসার আলি ... আপিলকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ...উত্তরদাতা

এর সাথে

সি. আর. এ. ২০১৬ সালের ১৩৩ নং

এর সাথে

২০২৩-এর সি. আর. এ. এন. ১

এর সাথে

২০২৩-এর সি. আর. এ. এন. ২

এর সাথে

২০২৩-এর সি. আর. এ. এন. ৩

সাইফুল আলি

... আপিলকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

...উত্তরদাতা

এর সাথে

২০১৬ সালের সি. আর. এ. নং ২৪০

আমিনুর ইসলাম @ভুট্টো

... আপিলকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

...উত্তরদাতা

এর সাথে

২০১৪ সালের সি.আর.আর. নং ২৭৮৯

আনসার আলি ... আপিলকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ...উত্তরদাতা

এর সাথে

২০১৪ সালের সি. আর. আর. নং ৩৮২৮

এর সাথে

২০১৪ সালের সি. আর. এ. এন. নং ১ (২০১৪ সালের পুরনো সি. আর. এ. এন. নং ৪৫২১

আনসার আলি ... আপিলকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ...উত্তরদাতা

এর সাথে

২০১৬ সালের জি. এ. নং ১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ... আপিলকারী

বনাম

নূর আলি @ নুরো এবং আরেকজন ...উত্তরদাতা

আপিলকারী জন্য : শ্রী ওয়াই. জে. দাস্তুর, বরিষ্ঠ আইনজীবী

শ্রী ফিরোজ এডুলজি, আইনজীবী

শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস, আইনজীবী

[২০১৬ সালের সিআরএ ১০৮,
২০১৬ সালের সিআরএ ১০৯ এবং
২০১৬ সালের সিআরএ ১১১-এ]

শ্রী সব্যসাচী ব্যানার্জি, আইনজীবী
শ্রী অরিন্দম দে, আইনজীবী
শ্রীমতী শ্রেয়া রাস্তোগি, আইনজীবী
শ্রী স্মরাজিত বসু, আইনজীবী
শ্রী অমর্ত্য কাঞ্জিলাল, আইনজীবী
শ্রী অমিতায়ু কুণ্ডু, আইনজীবী
শ্রীমতী স্তুতি রাই, আইনজীবী

[২০১৬ সালের সিআরএ ১৩৩-এ]

শ্রী শতদ্রু লাহিড়ী , আইনজীবী

[২০১৬ সালের সিআরএ ১১০-এ]

শ্রী কৌশিক গুপ্ত, আইনজীবী

[২০১৬ সালের সিআরএ ২৪০-এ]

শ্রী জয়ন্ত নারায়ণ চ্যাটার্জী, আইনজীবী
শ্রী শীর্ষেন্দু সিনহা রায়, আইনজীবী
শ্রীমতী মৌমিতা পণ্ডিত, আইনজীবী
শ্রী সুপ্রিম নস্কর, আইনজীবী
শ্রীমতী জয়শ্রী পাত্র, আইনজীবী
শ্রীমতী ঋতুশ্রী ব্যানার্জি, আইনজীবী
শ্রীমতী পৃথা সিনহা, আইনজীবী

[প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর হয়ে]

রাজ্যের জন্য : শ্রী রণবীর রায় চৌধুরী, আইনজীবী
মহাম্মাদ সাবির আহম্মদ , আইনজীবী
শ্রী সঞ্জয় ব্যানার্জি, আইনজীবী
শ্রী ডি. আর. ঘোষ, আইনজীবী

শুনানি : ১৬.০১.২০২৩, ১৭.০১.২০২৩, ২৪.০১.২০২৩,
১০.০২.২০২৩, ২২.০২.২০২৩, ২০.০৩.২০২৩,
২১.০৩.২০২৩, ২৭.০৩.২০২৩, ২৯.০৩.২০২৩,
০৪.০৪.২০২৩, ১১.০৪.২০২৩, ১২.০৪.২০২৩,
১৩.০৪.২০২৩, ১৭.০৪.২০২৩, ১৮.০৪.২০২৩,
১৯.০৪.২০২৩, ২৬.০৪.২০২৩, ০২.০৫.২০২৩,
০৩.০৫.২০২৩, ১০.০৫.২০২৩, ১৮.০৫.২০২৩,
০৬.০৬.২০২৩, ০৮.০৬.২০২৩, ১২.০৭.২০২৩,
১৭.০৭.২০২৩, ১৯.০৭.২০২৩, ২৮.০৭.২০২৩

রায় : ০৬.১০.২০২৩

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
এ.	প্রসিকিউশন মামলা	৮ - ১৩
বি.	নথিভুক্ত প্রমাণ	১৪ – ২৭
	(ক) প্রসিকিউশন প্রমাণ	১৪ – ২৬
	i. সম্পর্কিত সাক্ষী	১৪ – ১৮
	ii. স্থানীয় সাক্ষী	১৮ – ১৯
	iii. ৮ বিঘা জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সাক্ষী	১৯ – ২০
	iv. ষড়যন্ত্রের সাক্ষী	২০ – ২১
	v. চিকিৎসা সংক্রান্ত সাক্ষী	২১ – ২২
	vi. ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ	২২ – ২৩
	vii. সৈফুল এবং ভোলার বিচারিক স্বীকারোক্তি	২৩
	viii. পুলিশ সাক্ষী	২৩ – ২৬
	(খ) আসামিপক্ষের সাক্ষী	২৬ – ২৭
সি.	ভুক্তভোগীর ধর্ষণ ও হত্যা	২৭-২৮
ডি.	ঘটনার স্থান	২৮-৩১
ই.	ঘটনার সময়	৩১-৩৩
এফ.	অপরাধের অপরাধীরা	৩৩-৬০
	(ক) অপরাধে সৈফুলের ভূমিকা	৩৩ – ৬০
	i. বিচারিক স্বীকারোক্তি	৩৩ – ৪১
	ii. স্বীকারোক্তি সত্যতা -দোষারোপকারী অংশ নিশ্চিত	৪১ – ৪৬

	iii. ডিএনএ প্রমাণ	৪৬
	(iii-ক) পিউবিক চুলের পরিচয় এবং চেইন এর হেফাজত	৪৭ – ৪৯

	(iii-খ) মালখানা সংরক্ষণের শর্ত	৪৯ – ৫০
	(iii-গ) ডি. এন. এ প্রোফাইলিং প্রতিবেদনের সম্ভাব্য মান	৫০ – ৬০
জি.	ধর্ষণ করার জন্য অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়েছে কি না	৬০ – ৬৬
	i) পি. ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫ নির্ভরযোগ্য কিনা	৬০ – ৬৬
	ii) আপিলকারীদের আচরণ	৬৬
এইচ.	অপরাধে আনসারের ভূমিকা	৬৭ – ৭৫
	i) ৮ বিঘা প্লট নিয়ন্ত্রণ	৬৭
	ii) ঘটনার জায়গায় উপস্থিতি	৬৮ – ৬৯
	iii) শরীরের উপর নখের আঁচড়	৬৯ – ৭০
	iv) ক্ষমাপ্রার্থী অংশ সৈফুলের স্বীকারোক্তি - সহজাতভাবে অসম্ভব	৭০ – ৭৪
আই.	ভুট্টো, ইমামুল, ভোলা এবং আমিন এর ভূমিকা	৭৫ – ৭৮
জে.	প্রমাণ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র	৭৯ – ৮০
কে.	রাষ্ট্রীয় আপিল-নূর এবং রফিকুলের খালাস ন্যায়সঙ্গত কিনা	৮০ – ৮১
এল.	উপসংহার	৮১ – ৯২

	i. দোষী সাব্যস্তকরণ	৮১ – ৮২
	ii. শাস্তি	৮২ – ৯২

বিচারপতি, জয়মাল্য বাগচি :-

১. আপিল এবং মৃত্যু রেফারেন্স ২৮.০১.২০১৬, ২৯.০১.২০১৬ এবং ৩০.০১.২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত, যা বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, বেঞ্চ - II, নগর-সেশন আদালত, বিচার ভবন, কলকাতা কর্তৃক ২০১৩ সালের ৮৮ নং দায়রা মামলা (২০১৩ সালের সেশন ট্রায়াল নং ১(০৯)) -এ আপিলকারী সাইফুল আলীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬A/৩৭৬D/৩০২/ ১২০B/২০১/১০৯/৩৪২ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে, আবেদনকারী আনসার আলী এবং আমিন আলীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা৩৭৬A/৩৭৬D/৩০২/১২০B/২০১ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে, আপিলকারী এস.কে. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬D/১২০B/২০১ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য এমামুল ইসলাম, ভোলা নস্কর, আমিনুর ইসলাম @ ভুট্টো, আপিলকারী সাইফুল আলী, আনসার আলী এবং আমিন আলীকে মৃত্যুদণ্ড এবং আপিলকারী এমামুল ইসলাম,

ভোলা নস্কর এবং আমিনুর ইসলাম @ ভুট্টোকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হবে যার অর্থ তাদের জীবনের বাকি সময় কারাদণ্ড।

ক. প্রসিকিউশন মামলা-

২. ৭ই জুন, ২০১৩ তারিখে, প্রায় ২০ বছর বয়সী, ডিরোজিও কলেজের ছাত্রী, সকাল ৭:৩০ টায় তার বাসা থেকে বের হয়েছিল, উক্ত কলেজে পরীক্ষার জন্য। তার সাথে তার ভাই (প্র.ডব্লিউ. ১) কামদুনি মোড়ে যান যেখানে তিনি কলেজে যাওয়ার জন্য বাসে উঠেন। ভুক্তভোগী দুপুরের মধ্যে ফিরে আসার কথা ছিল এবং প্র.ডব্লিউ. ১-এর কামদুনি মোড়ে তাকে রিসিভ করার কথা ছিল। বৃষ্টির কারণে, প্র.ডব্লিউ. ১ কামদুনি মোড়ে পৌঁছাতে দেরি করে। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে, তিনি ভিকটিমকে খুঁজে পাননি। জিজ্ঞাসাবাদের পর, তার কাকা বিমল ঘোষ (মৃত) তাকে জানান, বাস স্টপে একজন সাতু বিক্রেতা, দুপুর ২:০০ টার দিকে বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। এই কথা শুনে, প্র.ডব্লিউ. ১ বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি সম্পূর্ণ আতঙ্কিত হয়ে দেখতে পান যে ভিকটিম আর ফিরে আসেনি। তিনি আবার কামদুনি মোড়ের দিকে রওনা দেন। তিনি শিকারটিকে খুঁজে পাননি। বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় তিনি দেখতে পান যে আনসার আলী (৮ বিঘা জমির তত্ত্বাবধায়ক) উক্ত জমির গেট বন্ধ করে দিচ্ছেন। সাইফুল আনসারের পাশে ছিলেন এবং আনসারকে বলছিলেন যে তারা খুব মজা করছেন এবং তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। বাড়ি ফিরে তিনি এবং তার মা অন্যান্য আত্মীয়দের জানান যে শিকার নিখোঁজ। তল্লাশি শুরু হয় কিন্তু শিকারের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তল্লাশি চলাকালীন, অনুসন্ধান দলের কিছু সদস্য ৮ বিঘা জমির কাছে সাইফুল, আনসার, এমামুল, ভুট্টো, ভোলা এবং গোপালকে দেখতে পান। তারা সন্দেহজনক আচরণ করছিল এবং তাদের একজন দেখতে পান

৮ বিঘা জমির সীমানা প্রাচীরের আড়ালে তারা গোপালকে কিছু দেখাচ্ছিল।

৩. এটা রাষ্ট্রপক্ষের মামলা যে ৮ বিঘা প্লটটি একটি কুখ্যাত এলাকা ছিল এবং এলাকা অতিক্রম করার সময় এলাকার মহিলাদের উত্যক্ত করা হত। এই কারণেই ভুক্তভোগী সবসময় তার এক ভাইয়ের সাথে থাকত যখন সে এলাকা অতিক্রম করে কলেজে যেত। যেহেতু ভুক্তভোগীকে এলাকায় পাওয়া যায়নি, তাই অনুসন্ধানকারী দল ৮ বিঘা প্লটটি অনুসন্ধান করতে চেয়েছিল যা একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্লটের গেটটি তালাবদ্ধ ছিল। আনসার প্লটের তত্ত্বাবধায়ক ছিল এবং চাবি তার সাথে ছিল। প্লটের পাশে অবস্থিত 'আলাঘর' নামে একটি কুঁড়েঘর আনসার এবং তার সহযোগীরা দখল করত। যখন আনসারকে সম্পত্তিটি খুলতে বলা হয়, তখন প্রথমে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীকালে তিনি হাল ছেড়ে দেন।

৪. জমির ভিতরে তিনটি কক্ষের একটি কাঠামো ছিল। ভুক্তভোগীর আত্মীয়রা এবং অন্যরা জমিতে প্রবেশ করে এবং ঘরের মেঝেতে রক্ত দেখতে পায়। অনুসন্ধানের সময়, তাদের মধ্যে একজন, প্রতাপ ঘোষ (পি. ডব্লিউ. ৬) একটি উঁচু জমিতে পড়ে থাকা মেয়েটির মৃতদেহ খুঁজে পান যা জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত ৮ বিঘা জমির পাশে ছিল। তিনি চিৎকার করে ওঠেন। অন্যরা ঘটনাস্থলে এসে ভুক্তভোগীকে সনাক্ত করে। মেয়েটিকে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায়। এলাকায় হৈচৈ শুরু হয়। স্থানীয় লোকেরা এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে।

৫. বারাসত থানার আমিনপুর আইসি, অফিসার ইনচার্জ, পি.ডব্লিউ. ২৯, এসআই সৌমেন পাল, তথ্য পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। গোলমালের কারণে তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

একজন ফটোগ্রাফার (পি. ডব্লিউ. ১৭) মৃতদেহের ছবি তোলেন। জোরপূর্বক দেহটি বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তদন্ত করা হয়। পি. ডব্লিউ. ২৩ ও ২৪-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি মেডিকেল বোর্ড দ্বারা ময়নাতদন্ত করা হয়। তারা মতামত দেয় যে ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং শ্বাসরোধের প্রভাবে মারা গিয়েছিল যা প্রাক-ময়নাতদন্ত এবং নরহত্যার প্রকৃতির ছিল।

৬. তদন্ত চলাকালীন, পি. ডব্লিউ. ২৯ আমিন, আনসার এবং নূর @নুরুকে ০৮.০৬.২০১৩-এ গ্রেপ্তার করে। এরপরে, সৈফুল, ভোলা এবং গোপালকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে, তদন্তটি সিআইডিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এসআই আনন্দময় চট্টোপাধ্যায় (পিডব্লিউ ৩১) দ্বারা নেওয়া হয়। ১৪.০৬.২০১৩-এর তদন্তের সময়, সৈফুল পুলিশের সামনে তার অপরাধ স্বীকার করে। তাকে দেখানোর পরে, তার রক্তাক্ত লুঙ্গি জব্দ করা হয়। তাকে ১৮.০৬.২০১৩-এ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয় এবং প্রতিবিম্বের জন্য পাঠানো হয়। একইভাবে ১৯.০৬.২০১৩-এ তার বিচারিক স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা হয়। একইভাবে, ভোলা নস্করকে বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। ১৯.০৬.২০১৩-এ তিনি একটি ক্ষমাপ্রার্থনামূলক বিবৃতি দেন। গ্রেপ্তারের পর আবেদনকারীদের চিকিৎসাগতভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং আনসার আলীর নখের আঁচড়ের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং আমিন আলীর আঁচড়ের দাগ পাওয়া যায়। আবেদনকারীদের কাছ থেকে রক্তের নমুনা নেওয়া হয় এবং ঘটনাস্থলে সংগৃহীত নমুনা সহ এফএসএল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় এবং ময়নাতদন্তের ডাক্তার দ্বারা সংগৃহীত রক্ত যোনি সোয়াব এবং পিউবিক চুল সহ জৈবিক উপকরণ। ডিওক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে "ডিএনএ") প্রোফাইলিং রিপোর্ট (প্রদর্শনী-২৯এ) শায়ফুলের বীর্য দেখায় মৃতের পিউবিক চুল। আরও তদন্তের সময় ০৬.০৭.২০১৩,

পি.ডব্লিউ. ৩১ অপরাধ সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করে বিভিন্ন স্থানে নোটিশ টাঙায়। নোটিশের জবাবে, পি.ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫ জন ০৮.০৭.২০১৩ তারিখে থানায় আসেন এবং বলেন যে, ২ অথবা ৩ জুন, ২০১৩ তারিখে তারা আপিলকারীদের, নুরো, রফিকুল, সাইফুল, আনসার, এমামুল, আমিনুর, ভোলা এবং গোপালকে একটি চায়ের দোকানে বসে কামদুনির নারীদের সাথে আলোচনা করতে দেখেছেন। আনসার বলেন যে, ভুক্তভোগী তাদের কথা শোনেনি। সাইফুল উত্তর দেন যে, তাকে ৮ বিঘা জমির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাকে শিক্ষা দেওয়া হবে।

৭. সৈফুল, আনসার, ইমামুল, আমিনুর @ভুট্টো, গোপাল এবং ভোলার বিরুদ্ধে প্রাথমিক চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। মামলাটি বারাসাতের দায়রা আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল। এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে, মামলাটি বিচারের জন্য বেঞ্চ-২, নগর দায়রা আদালত, বিচার ভবন, কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছিল।

৮. পরবর্তীকালে, আমিন আলী, নুর @নূর আলী, রফিকুল ইসলাম (অন্যদের সাথে পলাতক হিসাবে)-এর বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট জমা দেওয়া হয়।

৯. নূর আলী @নুরো সহ আপিলকারীদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত শিরোনামে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিলঃ-

i) গণধর্ষণের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য;

ii) ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় ধর্ষণ ও হত্যা করার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র;

iii) ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য প্রমাণ অন্তর্ধানের ফৌজদারি ষড়যন্ত্র;

iv) আই. পি. সি-র ৩৭৬ডি ধারার অধীনে গণধর্ষণ শাস্তিযোগ্য;

v) আই. পি. সি-র ৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য খুন;

vi) এমন কাজের সময় ধর্ষণ এবং শারীরিক আঘাতের ঘটনা যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ক ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য ভুক্তভোগীর মৃত্যুর কারণ হয়;

vii) ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য প্রমাণের অন্তর্ধান;

viii) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১০৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য উপরোক্ত অপরাধের প্ররোচনা।

উপরন্তু সৈফুলের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি তৈরি করা হয়েছিলঃ-

i) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় ভিকটিমকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা;

ii) এই ধরনের কাজের সময় ধর্ষণ এবং শারীরিক আঘাত করা, ফলস্বরূপ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬ক-এর অধীনে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য মৃত্যু;

iii) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর অধীনে দণ্ডনীয় হত্যা এবং

iv) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১০৯-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য উপরোক্ত অপরাধের প্ররোচনা।

১০. বিচারের সময় গোপাল নস্কর মারা যান এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি বাতিল করা হয়। রফিকুল ইসলাম পলাতক ছিলেন এবং বিচারের মাঝখানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এবং অনুরূপ অভিযোগ গঠনের পরে তাকে বিচারের জন্য রাখা হয়।

১১. রাষ্ট্রপক্ষ ৩১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে এবং তার মামলা প্রমাণ করার জন্য বেশ কয়েকটি নথি প্রদর্শন করে। আপিলকারীদের প্রতিরক্ষা নির্দোষ এবং মিথ্যা জড়িত ছিল। সৈফুল ইসলাম এবং ভোলা নস্কর তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেন। আনসার, আমিনুর ইসলাম, ইমামুল ইসলাম, নূর আলী, রফিকুল এবং আমিন আলী আলিবির আবেদন গ্রহণ করেন। তাদের আলিবি প্রমাণ করার জন্য তারা প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের পরীক্ষা করেন। আমিন আলী ডি. ডব্লিউ. ১ পরীক্ষা করে দেখান যে তিনি ঘটনার সময় একটি মার্বেলের দোকানে কাজ করছিলেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে তাঁর পরীক্ষার সময় তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি

মার্বেলের দোকানে কাজ করার সময় আহত হয়েছিলেন। ইমামুল ইসলাম তাঁর ছেলে (ডি. ডব্লিউ. ৮) এবং তাঁর বাড়িতে কর্মরত একজন রাজমিস্ত্রি (ডি. ডব্লিউ. ৯)-কে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে তিনি ঘটনার সময় তাঁর বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন। আমিনুর ইসলাম @ভুট্টো তাঁর শ্যালিকা ডি. ডব্লিউ. ১০-কে পরীক্ষা করেছিলেন, যিনি দাবি করেছিলেন যে অভিযুক্ত তাঁর বাড়িতে দুপুরের খাবারের জন্য এসেছিলেন এবং সন্ধ্যায় চলে গিয়েছিলেন। ডি. ডব্লিউ. ১১, ১২ এবং ১৩-কে আনসার আলী তাঁর আলিবি প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা করেছিলেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ কারণে তিনি আহত হয়েছেন। একইভাবে, নূর আলী ডি. ডব্লিউ- ২, ৩, ৪ এবং ৫ কে পরীক্ষা করেছিলেন এটা দেখানোর জন্য যে সে তার কর্মস্থলে কাজ করছিল এবং তার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে তাকে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল (ডি. ডব্লিউ. ৫)। রফিকুল তার ছদ্মবেশ প্রমাণ করার জন্য ডি. ডব্লিউ. ৬ এবং ৭ পরীক্ষা করেছিল।

১২. রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে, বিচারক 'বিরুদ্ধ রায় ও আদেশ অনুসারে' আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেন, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছিল। একই রায় ও আদেশ অনুসারে, তিনি নূর আলী @ নুরো এবং রফিকুল ইসলাম গাজীকে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে খালাস দেন।

১৩. সাইফুল, আনসার এবং আমিনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তাই সাজা নিশ্চিত করার জন্য এই আদালতে রেফারেন্স পাঠানো হয়। দণ্ডিত সকল আপিলকারী আপিল করেছিলেন, যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ নূর আলী উর্দু নূরো এবং রফিকুল ইসলাম গাজীর খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৪. সমস্ত আপিল এবং মৃত্যুদণ্ডের রেফারেন্স একসাথে শুনানি করা হয়েছিল।

খ. <u>নথিভুক্ত প্রমাণঃ</u>-

খ. (এ) <u>বিচারের সাক্ষ্যঃ-</u>

<u>i) সংশ্লিষ্ট সাক্ষীঃ-</u>

১৫. পি. ডব্লিউ. এস. ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১২ এবং ১৩ হল মৃত ব্যক্তির আত্মীয়।

১৬. পি.ডব্লিউ. ১ হলো ভুক্তভোগীর ভাই। সে ভুক্তভোগী ডিরোজিও কলেজের ছাত্রী ছিল। সে জবানবন্দি দিয়েছে যে তার বোনকে কলেজে যাওয়ার সময় পথে একটি কুখ্যাত এলাকা পার হতে হয়েছিল। তাই, সে তার সাথে থাকত। আনসার, সাইফুল, গোপাল এবং অন্যান্যরা ঘটনাস্থলে মহিলাদের হয়রানি করত। অভিযুক্ত সেখানে বসে মদ্যপান করত, তাস খেলত এবং মেয়েদের উত্যক্ত করত। এসকর্ট ছাড়া মেয়েদের এলাকা পার হওয়া অনিরাপদ ছিল। ৭ই জুন, ২০১৩ সকালে সে তার বোনকে নিয়ে কামদুনি মোড়ে যায়। দুপুর ২:০০ টায় সে তাকে ফিরিয়ে আনতে তার বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। বৃষ্টি হচ্ছিল বলে সে দেরি করে। কামদুনি মোড়ে তার বোনকে খুঁজে পায়নি। সে তার কাকা কামদুনি মোড়ে বিক্রেতা বিমল ঘোষের কাছে তার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বিমল জানায় যে সে তার বাসার দিকে রওনা হয়েছিল। কামদুনি মোড়কে তাদের বাসার সাথে সংযুক্ত রাস্তার পাশে ৮ বিঘা জমি ছিল। সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে যে সে আর ফিরে আসেনি। সে আবার কামদুনি মোড়ে গেল এবং বাড়ির দিকে ফিরে যাওয়ার সময় সে দেখতে পেল যে আনসাররা ৮ বিঘা জমির গেট তালাবদ্ধ করে রেখেছে। সাইফুল আনসারদের সাথে কথা বলছিল এবং বলছিল যে তাদের খুব ভালো সময় কেটেছে এবং তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। আনসার ৮ বিঘা জমির মালিকের মোতায়েন করা নিরাপত্তারক্ষীদের তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করছিল। তার কাছে ওই জমির তালা এবং চাবি ছিল। বাড়ি ফিরে আসার পর, সে

তার বোনের অবস্থান সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তদনুসারে, সে তার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের ফোন করে তার অবস্থান খুঁজে পায়।

১৭. এলাকায় অনুসন্ধান শুরু হলেও ভুক্তভোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারা আনসারকে ৮ বিঘা জমির গেট খুলতে বলে। কিন্তু সে অস্বীকার করে। অন্যদিকে, সে বলে যে মেয়েটি পালিয়ে গেছে। চাপের মুখে সে গেট খুলেছিল। সীমানার ভিতরে তিনটি ঘর ছিল। আনসারকে ঘর খুলতে বাধ্য করা হয়েছিল। এদিকে, কিছু লোক সীমানা প্রাচীরের পিছন থেকে চিৎকার করে বলেছিল যে ভুক্তভোগীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ভুক্তভোগীকে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার ভিতরের পোশাকটি বুকে ছিল। তার গোপনীয় অঙ্গগুলি ছিঁড়ে যায় এবং রক্তক্ষরণ হয়। প্রথমে সে আদালতে আনসার, সৈফুল, গোপাল এবং ভোলাকে শনাক্ত করে। পরের দিন সে ইমামুল ইসলাম, নুরো, আমিন আলী এবং রফিকুলকে শনাক্ত করে।

১৮. পি.ডব্লিউ. ২ হলো ভিকটিমের বড় ভাই। তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন যে, তার ভাই পি.ডব্লিউ. ৩ ফোন করে জানিয়েছেন যে তাদের বোন বাড়ি ফিরে আসেনি। তিনিও পি.ডব্লিউ. ১ ফোন করে জানিয়েছেন। তিনি বাড়ি ফিরে তল্লাশিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন যে, আনসার গেট খুলতে অস্বীকৃতি জানালেও পরে তা করতে বাধ্য হয়েছেন। তারা ৮ বিঘা জমির ভেতরে ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ দেখতে পান। এরপর, ভিকটিমের লাশ অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায়। ৩/৪ ঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তিনি সন্দেহভাজন হিসেবে আনসার আলী, আমিন আলী, নুরো উরফ নূর আলী এবং রফিকুল ইসলাম গাজীর নামে লিখিত অভিযোগ (প্রদর্শনী ১) দায়ের করেছেন।

১৯. পি. ডব্লিউ. ৩ হল লিখিত অভিযোগের লেখক। তিনি তাঁর পৈতৃক চাচীকে (পি. ডব্লিউ. ১২) পদচ্যুত করেন, অর্থাৎ ভুক্তভোগীর মা জানিয়েছিলেন যে তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। খবর শুনে তিনি এসে অনুসন্ধানে যোগ দেন। ৮ বিঘা জমির সীমানা সংলগ্ন একটি রাস্তা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

২০. পি. ডব্লিউ. ৪ মৃত ব্যক্তির খুড়তুতো ভাই। সে জানতে পারে যে ভুক্তভোগী তার মায়ের কাছ থেকে নিখোঁজ হয়েছে, পি. ডব্লিউ. ১২। সে কামদুনি মোরের কাছে যায় এবং বিমল তাকে বলে যে ভুক্তভোগী তার বাসভবনের দিকে এগিয়ে গেছে। ভুক্তভোগীর দেহটি ৮ বিঘা জমির সীমানার পিছনে পাওয়া যায়। আনসার জমির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করত। জমির চাবি তার কাছে ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃত ব্যক্তির পোশাক এবং ব্যাগ সহ একটি ক্লিপবোর্ড সহ একটি পাসপোর্ট ছবি, আইডি কার্ড ইত্যাদি সহ নিয়ন্ত্রিত মাটি বাজেয়াপ্ত করে। সে বাজেয়াপ্ত তালিকায় স্বাক্ষর করে।

২১. পি. ডব্লিউ. ৭ হল ভুক্তভোগীর আরেক খুড়তুতো ভাই। সে অন্যান্য সাক্ষীদের সমর্থন করেছে। সে সাক্ষ্য দেয় যে প্রতাপ ঘোষ (পি. ডব্লিউ. ৬) দেহটি উদ্ধার করেছে। সে বাজেয়াপ্তির তালিকায় স্বাক্ষরকারী।

২২. পি. ডব্লিউ. ৮ মৃত ব্যক্তির কাকা। তিনি প্রথমে আনসারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন কিন্তু পরে গেট খুলতে অস্বীকার করেছিলেন। তারপরে, ভুক্তভোগীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তিনি আদালতে আনসারকে চিহ্নিত করেছিলেন।

২৩. পি.ডব্লিউ. ৯ মৃত ব্যক্তির চাচাতো ভাই। সে জবানবন্দি দিয়েছে যে সে জানতে পেরেছে যে ভুক্তভোগী পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল কিন্তু বাড়ি ফিরে আসেনি। সে তল্লাশি দলে যোগ দিয়েছে। বিকেল ৫:০০ টার দিকে সে দেখতে পেল

সৈফুল, আনসার, ইমামুল এবং ভুট্টো ৮ বিঘা সীমানা থেকে প্রধান রাস্তায় যাচ্ছিল। গোপাল আলা ঘর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। উপরোক্ত ব্যক্তিরা গোপালকে সীমানা প্রাচীরের পিছনে কিছু দেখাচ্ছিল। প্রথমে আনসার ৮ বিঘা জমির দরজা খুলতে অস্বীকার করে কিন্তু পরে তা করতে রাজি হয়। তারা জমিতে প্রবেশ করে এবং জমির ভিতরের কক্ষগুলিতে রক্তের দাগ দেখতে পায়। প্রতাপ সীমানা প্রাচীরের পিছনে গিয়ে ভুক্তভোগীর দেহটি আবিষ্কার করে। সে আদালতে ভুট্টো, গোপাল এবং সৈফুলকে চিহ্নিত করে। সে ভুলভাবে আমিন আলীকে আনসার হিসাবে চিহ্নিত করে।

২৪. পি. ডব্লিউ. এস. ১২ এবং ১৩ হলেন মৃত ব্যক্তির বাবা-মা।

২৫. পি.ডব্লিউ. ১২ হলো ভুক্তভোগীর মা। তিনি জবানবন্দিতে বলেন যে, আনসার আলী, আমিন আলী, নূর আলী, রফিক, ভোলা এবং গোপাল তাকে উত্যক্ত করত। পি.ডব্লিউ. ১ যখন সে কামদুনি মোড় দিয়ে যাচ্ছিল তখন তাকে পাহারা দিত। সেদিনের দুর্ভাগ্যজনক দিনে, পি.ডব্লিউ. ১ তার সাথে কামদুনি মোড়ে গিয়েছিল। বিকেলে যখন সে তাকে ফিরিয়ে আনতে যায়, তখন ভুক্তভোগীকে পাওয়া যায়নি। বিমল পি.ডব্লিউ. ১ কে বলে যে সে তার বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু ভুক্তভোগী আর ফিরে আসেনি। পি.ডব্লিউ. ১ আবার ভুক্তভোগীকে খুঁজতে কামদুনি মোরে যায় কিন্তু তাকে খুঁজে পায়নি। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের খবর দেওয়া হয়। পরবর্তীতে, তিনি জানতে পারেন যে তার মেয়ের মৃতদেহ ৮ বিঘা জমির আড়ালে পাওয়া গেছে। তিনি আদালতে অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন। তিনি বলেন যে, এক মাস আগে যখন তিনি তার মেয়ের সাথে যাচ্ছিলেন, তখন অভিযুক্তরা অশ্লীল মন্তব্য করেছিলেন। তিনি ঘটনাটি তার স্বামীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু পুলিশকে জানাননি।

২৬. পি. ডব্লিউ. ১৩ হলেন ভুক্তভোগীর বাবা। তিনি বলেছিলেন যে তিনি দুর্ভাগ্যজনক দিনে কাজে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে কাঁদতে দেখেন। জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানতে পারেন যে তাদের মেয়ে নিখোঁজ রয়েছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিশ্চিত করেন যে অভিযুক্তরা ভুক্তভোগীকে জ্বালাতন করত। অনুসন্ধানের সময় আনসারকে ৮ বিঘা জমির দরজা খুলতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারা ৮ বিঘা জমির ভিতরে রক্তের দাগ পেয়েছিল। হঠাৎ, প্রতাপ সীমানা প্রাচীরের পিছনে গিয়ে তার মেয়ের মৃতদেহটি আবিষ্কার করে।

ii) স্থানীয় সাক্ষীঃ-

২৭. পি. ডব্লিউ. ৫, ৬ এবং ১০ হলেন স্থানীয় গ্রামবাসী যারা অনুসন্ধানে যোগ দিয়েছিলেন।

২৮. ঘটনার কথা শুনে ৫ নম্বর মামলার তদন্তকারী লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ সাক্ষ্য দেন। তিনি ৮ বিঘা জমিতে এসেছিলেন। তিনি আনসার, গোপাল, ভোলাদের সাক্ষ্য দেন। তারা জমির কাছে বসে মদ্যপান করত। প্লটের সীমানার পিছনে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। তিনি পুলিশের জব্দকৃত জব্দের স্বাক্ষরকারী ছিলেন।

২৯. প্রতাপ ঘোষ কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে বলেন, পি.ডব্লিউ. ৬ তিনি শুনতে পান যে ভুক্তভোগী নিখোঁজ। তিনি তল্লাশিতে যোগ দেন। তিনি ৮ বিঘা জমির ভেতরে যান। সীমানা প্রাচীরের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পর, তিনি ভিকটিমটির অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় দেহ দেখতে পান। পুলিশকে অবহিত করা হয়। তিনি পুলিশের জব্দের স্বাক্ষরকারী ছিলেন। পুলিশ ভিকটিমকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি ভিকটিমকে সাথে নিয়ে যান এবং স্বাক্ষর করেন

তিনি গোপাল, আনসার, ভোলা এবং রফিককে পদচ্যুত করেন এবং ৮ বিঘা জমির আশেপাশে থাকতেন। তিনি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেন।

৩০. পি. ডব্লিউ. ১০ সোনা ঘোষ দুর্ভাগ্যজনক দিন বেলা ১টার দিকে ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি কামদুনি মোরে নেমে তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ৮ বিঘা সীমানার কাছে তিনি আনসারের আলা রুমের সামনে আনসার, সৈফুল, ইমামুল এবং ভুট্টোকে দেখতে পান। ভোলা এবং গোপালও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা মাতাল অবস্থায় ছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি জানতে পারেন যে ভুক্তভোগী নিখোঁজ। তিনি ৮ বিঘা জমিতে গিয়ে অনুসন্ধানে যোগ দেন। তিনি আনসার, সৈফুল, ইমামুল, ভুট্টোকে গোপাল এবং ভোলার সাথে দাঁড়িয়ে কিছু আলোচনা করতে দেখেন। তাকে দেখে তারা কথা বলা বন্ধ করে দেয়। তাদের জোরাজুরিতে আনসার গেট খুলে দেয়। সীমানা প্রাচীরের পিছনে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় মৃতদেহটি পাওয়া যায়। ঘটনার ২-৩ দিন পর তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থলে এসে তাঁর উপস্থিতিতে ভাঙা দরজা, ভাঙা কাঠের টুকরো বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি বাজেয়াপ্ত তালিকায় স্বাক্ষর করেন। তিনি ভাঙা দরজা এবং কাঠের টুকরোটি হ্যাচ বোল্ট দিয়ে চিহ্নিত করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিয়ন্ত্রিত মাটি এবং ঘাসও বাজেয়াপ্ত করে। তিনি বাজেয়াপ্ত তালিকায় স্বাক্ষর করেন।

৩১. পি. ডব্লিউ. ১১, ইয়াজউদ্দিন মোল্লা একজন স্থানীয় মুদি দোকানের মালিক। সে বলে যে ২০১৩ সালের ৭ই জুন আনসার তার দোকান থেকে মুদি জিনিস কিনেছিল।

iii) ৮ বিঘা জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাক্ষীরাঃ-

৩২. পি. ডব্লিউ. ১৮, নির্মল কুমার মণ্ডল ট্রাস্টের একজন কর্মচারী যা ৮ বিঘা জমির মালিক। তিনি পদচ্যুত করেন যে ট্রাস্টটি কিনেছিল

২০০৮ সালে প্লটটির চারপাশে একটি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। সীমানা প্রাচীরের উপর একটি প্রবেশদ্বার ছিল। প্লটের ভিতরে তিনটি কক্ষ ছিল। প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন রাহান আলী মল্লিক @ঝন্টু, (পি. ডব্লিউ. ২০)। নিরাপত্তা রক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় দুষ্কৃতীরা তাদের হুমকি দিয়েছিল এবং তাদের চলে যেতে বাধ্য করেছিল। গেটের চাবি ঝান্টুর কাছে ছিল। পরে তিনি জানান যে আনসার তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে গেছে। নিরাপত্তা রক্ষীদের হুমকির বিষয়ে ২০১০ সালের নভেম্বরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

৩৩. পি. ডব্লিউ. ২০, রাহান আলী মল্লিক @ঝন্টু পি. ডব্লিউ. ১৮-কে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন যে আনসার প্লটের গেটের চাবি নিয়েছিলেন তার থেকে। তিনি এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে ট্রাস্টিদের অবহিত করেছিলেন।

iv) ষড়যন্ত্রের সাক্ষীরাঃ-

৩৪. ২০১৩ সালের জুন মাসে পিডব্লিউ ১৪ ও ১৫-কে পদচ্যুত করা হয়, তারা লাঙ্গলপোটার কাছে একটি চায়ের দোকানে গিয়েছিল। তারা শুনেছিল যে অভিযুক্তরা কথা বলছে যে কামদুনির মহিলারা তাদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। আনসার বলেছিল যে পিডব্লিউ ১৩-এর মেয়ে তাদের উপহাস করেছে। সৈফুল বলেছিল যে তাকে ৮ বিঘা জমির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সঠিক সময়ে একটি শিক্ষা দেওয়া হবে।

৩৫. পি. ডব্লিউ. ১৪ বলে যে সে পি. ডব্লিউ. ১৩-এর একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সে আরও বলে যে সে কাজের জন্য বাইরে গিয়েছিল এবং ২০১৩ সালের ৮ শতাংশ জুলাই পুলিশের সঙ্গে দেখা করেছিল। সে স্বীকার করে যে তাকে একটি ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার করা আগে হয়েছিল।

৩৬. পি. ডব্লিউ. ১৫ এও স্বীকার করেছে যে তাকে এবং পি. ডব্লিউ. ১৪-কে এর আগে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা টেলিভিশনে খবর দেখেছিল এবং পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছিল।

v) মেডিকেল সাক্ষীঃ-

৩৭. পি. ডব্লিউ. ২৩, সেই মেডিকেল বোর্ডের সদস্য যিনি ০৮.০৬.২০১৩-এ ভিকটিমের ময়নাতদন্ত করেছিলেন। ডান নাসারন্ধ্র থেকে ফেনা বেরিয়ে আসছিল। তিনি চারটি অঙ্গ এবং শরীরের অন্যান্য অংশে বালি এবং মাটির দাগের প্রমাণ পেয়েছিলেন। মাথার ত্বকের চুল এবং বাম উরুর উপরের অংশের মধ্যবর্তী দিক থেকে কিছু ঘাসের টুকরো পাওয়া গেছে, উদ্ধার করা হয়েছে এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে। মাথার ত্বকের চুলে কাদা উপস্থিত রয়েছে এছাড়াও উদ্ধার এবং সংরক্ষিত ছিল। তিনি নিম্নলিখিত আঘাতগুলি খুঁজে পেয়েছেনঃ-

"সমস্ত প্রান্তের ঠোঁট, জিহ্বা, নখে নীলচে বিবর্ণতা পাওয়া গেছে। চারটি অঙ্গের বিভিন্ন অংশে প্রাণবন্ত প্রতিক্রিয়ার কোনও লক্ষণ ছাড়াই পিঁপড়ের কামড়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে (১/৪ "X ১/৪") থেকে (১/২ "X ১/৪") এবং তাই প্রকৃতিতে পোস্টমর্টেম।

আঘাতঃ ১) উপরের ঠোঁটের ভিতরের দিকে ১/২" X ১/৪" ব্রুজ ১/২" অগ্রবর্তী মিডলাইনের ডানদিকে।

২) সামনের মধ্যরেখার ডানদিকে নিচের ঠোঁটের ভিতরের দিকে ১/২ "X ১/৪" ব্রুইজ করুন।

৩) ৫ টায় যোনি টিস্যুতে ১/২ "X ১/৪" এবং পোস্টেরিয়র যোনি প্রাচীরের ৬ টায় পোস্টেরিয়র ফোচেটের টিয়ার প্রমাণ সহ সংক্রামিত ক্ষত।

৪) যোনিপথের বাম দিকের উপরের অংশে ভল্ট পর্যন্ত প্রসারিত যোনি টিস্যুতে দূষিত ক্ষত ২ "X ১/২"।

বিকৃতির ক্ষেত্রেঃ ১) মাথার ত্বকের ডান দিক থেকে প্যারিয়েটো-টেম্পোরাল অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ৫" X ৩" রক্তের এক্সট্রাভেশন।

২) মাথার ত্বকের ডান প্যারিয়েটো-অক্সিপিটাল অঞ্চলে ২" X ১" রক্তের নিঃসরণ।

৩) মাথার ত্বকের বাম দিক থেকে অক্সিপিটাল অঞ্চলে ২" X ১" রক্তের নিঃসরণ।"

৩৮. তিনি মতামত দিয়েছিলেন যে মৃত্যু শ্বাসরোধ, পূর্ব-ময়নাতদন্ত এবং নরহত্যার প্রকৃতির কারণে হয়েছিল। যৌন নিপীড়নের বৈশিষ্ট্যও ছিল। তিনি আরও মতামত দেওয়া হয়েছে যে অঙ্গগুলির সংকোচন গুরুতর এর কারণে হতে পারে

শ্বাসকষ্ট। মুখের উপরের এবং নীচের ঠোঁটের উপরের অংশে ঘা হতে পারে বলপ্রয়োগের কারণে। তিনি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রমাণ করেছেন (প্রদর্শনী ১৫)। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ভুক্তভোগীর পিউবিক চুলগুলি ফোর্সপস দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। তিনি অভিযুক্ত আনসার আলী এবং রফিকুল ইসলাম গাজিকেও পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি বাম সামনের বুকের দেয়ালে পেরেকের আঁচড়ের ঘর্ষণ, কাঁধের জয়েন্টের নীচে বাম হাতে এবং ডান কনুইয়ের জয়েন্টের উপরে আনসার আলীর ডান বাহুতে ক্রমাগত পেরেকের আঁচড়ের ঘর্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন। সমস্ত আঘাতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিল। তিনি রিপোর্টটি প্রমাণ করেছিলেন (প্রদর্শনী ১৪)।

৩৯. পি.ডব্লিউ. ২৪, ডাঃ সুপ্রীতি ঘোরইও বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ময়নাতদন্ত করেছিলেন। তিনি অন্য অভিযুক্তকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি আমিন আলীর বাম হাতে আঁচড়ের চিহ্ন দেখতে পান।

vi) ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাঃ-

৪০. পি. ডব্লিউ. ২৬, রায়, সহকারী পরিচালক, জীববিজ্ঞান বিভাগ, এফএসএল জব্দকৃত জিনিসগুলির ফরেনসিক পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি এ৩ (পিউবিক চুল), এএল২ (জাঙ্গিয়া), এএল৩ (সালোয়ার)-এ বীর্যের চিহ্ন সনাক্ত করেছেন। তিনি সনাক্ত করেছেন নিম্নলিখিত জিনিসগুলিতে রক্তঃ-

"আলা (কাগজে গাঢ় বাদামী দাগ), অ্যালব (মাথার ত্বকের চুল), অ্যালক (পেরেক কাটা),এ২(বহিরাগত দেহ/কাদা, চুল, ঘাস), এএস (পিউবিক চুল), এ৪ (কাচের বোতলে গাঢ় বাদামী তরল), এ৫ (শুকনো ঘাস), এ৬ (কামিজ, গাঞ্জি-টেপ, কাপড়ের টুকরো, গামচা), এ৭ (মাটি এবং মৃত গ্যাস), এ৮ (মাটি এবং শুকনো ঘাস), এ৯ (টি-শার্ট, লুঙ্গি), এ১০ (গাঞ্জি, লাংট, জাঙ্গিয়া), এ১ (টি-শার্ট, এ১২ (জাঙ্গিয়া), এ১৩ (সালোয়ার), এ১৪ (হ্যাচ-বোল্ট এবং কাঠের প্যানেল), এ৫ (কাঠের প্যানেল), শাটার/কাঠের প্যানেল।"

তিনি প্রমাণ করেছেন যে এফ. এস. এল রিপোর্টটি প্রদর্শনী ৩০ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪১. পি. ডব্লিউ. ২৭, গোপেশ্বর মুখার্জি থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছেন সি. এফ. এস. এল. পরীক্ষার জন্য সৈফুল সহ আবেদনকারীরা।

৪২. পি. ডব্লিউ. ২৫, কলকাতার জীববিজ্ঞান ও সি. এফ. এস. এল-এর উপ-অধিকর্তা ডাঃ অনিল কুমার শর্মা এফ. এস. এল পরীক্ষা ও ডি. এন. এ বিশ্লেষণের জন্য নমুনা পেয়েছেন বলে অভিযোগ করেন। তিনি সৈফুলের পরিহিত লুঙ্গিতে মানুষের রক্ত এবং ঘটনার স্থান থেকে জব্দ করা কাঠের প্যানেলে এবং মৃতের মাথার ত্বকের চুলে আনুগত্যের উপাদান সনাক্ত করেন। মৃতের পিউবিক চুলে মানব বীর্য সনাক্ত করা হয়। লুঙ্গিতে পাওয়া রক্তের নমুনার ডি. এন. এ প্রোফাইল এবং পিউবিক চুলে পাওয়া বীর্য সৈফুলের ডি. এন. এ প্রোফাইলের সাথে মিলে যায়।

৪৩. পি. ডব্লিউ. ৩০, ডাঃ চিত্রক্ষ্যা সরকার, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, স্টেট ফরেনসিক ল্যাবরেটরি, ফিজিক্যাল ডিভিশন মাটির কণা সম্বলিত নমুনা বিশ্লেষণ করেছেন এবং মৃত ব্যক্তির মাথার ত্বকের চুল থেকে সংগৃহীত শুকনো ঘাসের সাথে শুকনো মাটির মতামত দিয়েছেন যা 'এ২' এর সাথে মিলেছে 'এ১৭৭' ঘটার জায়গায় সংগ্রহ করা শুকনো ঘাস সহ শুকনো মাটি।

vii) সৈফুল এবং ভোলার বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তিঃ-

৪৪. পি. ডব্লিউ. ১৯ হলেন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮.০৬.২০১৩-এ, তিনি সৈফুলকে পৃথকীকরণ এবং প্রতিবিম্বের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে প্রেরণ করেন। ১৯.০৬.২০১৩-এ, তাকে আবার তার সামনে হাজির করা হয়। সে তার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করে (প্রদর্শনী-৭)। একই দিনে, সে বিবৃতি রেকর্ড করে ভোলা নস্করের (প্রদর্শনী-৮)।

viii) পুলিশ সাক্ষীঃ-

৪৫. পি. ডব্লিউ. ২১, এএসআই বিশ্বনাথ কর বারাসাত থানাতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পি. ডব্লিউ. ২-এর কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আনুষ্ঠানিক এফআইআর দায়ের করা হয়।

৪৬. পি.ডব্লিউ. ২২, এসআই রাকেশ চ্যাটার্জী বারাসত পুলিশ স্টেশনে নিযুক্ত ছিলেন। ০৮.০৬.২০১৩ তারিখে তিনি বারাসত জেলা হাসপাতালে (প্রদর্শনী ৪/২) মৃত ব্যক্তির দেহের তদন্ত করেন। ময়নাতদন্তের পর ডাক্তার তাকে সিল করা প্যাকেট এবং জার হস্তান্তর করেন। তিনি উক্ত জিনিসপত্র প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সৌমেন পালের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি জব্দ তালিকায় (প্রদর্শনী ১১) তার স্বাক্ষর প্রমাণ করেন।

৪৭. পি. ডব্লিউ. ২৯, এসআই সৌমেন পাল একটি ফোন কল পেয়েছিলেন যে কামদুনি মোরে একটি অজানা মহিলার দেহ পাওয়া গেছে। কামদুনি মোরে পৌঁছে তাকে একটি অনিয়ন্ত্রিত জনতা বাধা দিয়েছিল। তিনি তার ঊর্ধ্বতনকে অবহিত করেছিলেন এবং আরও শক্তি চেয়েছিলেন। তিনি ৮ বিঘা সীমানা জমির মধ্যে শুকনো ঘাস এবং জলাভূমিতে আবৃত দেহটি দেখতে পেয়েছিলেন। দেহটি অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ছিল। একজন ফটোগ্রাফারকে (পি. ডব্লিউ. ১৭) ডাকা হয়েছিল। তিনি মৃতদেহের ছবি তুলেছিলেন। তারপরে, মৃতদেহটি পি. ডব্লিউ. ২৮ দ্বারা চালিত অ্যাম্বুলেন্সে করে বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পি. ডব্লিউ. ২৯ ৮ বিঘা জমিতে প্রবেশ করে। তিনি প্লটের ভিতরে তিনটি কক্ষ খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি ঘটনাস্থল থেকে মৃত ব্যক্তির আসল প্রবেশপত্র, একটি কালো রঙের স্কুল ব্যাগের ভিতরে রাখা ছাত্র পরিচয়পত্র সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি ঘটনাস্থল থেকে ঘাস, সালোয়ার এবং একটি মহিলার অন্তর্বাস সহ রক্তমাখা মাটিও বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি আনসার, আমিন আলী এবং নুরোকে গ্রেপ্তার করে বারাসাত থানায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে, তিনি সৈফুল, ভোলা এবং গোপালকে গ্রেপ্তার করেন কারণ তদন্ত চলাকালীন তাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল। তিনি দ্বারা হস্তান্তরিত জৈবিক নমুনাগুলি বাজেয়াপ্ত করেন পি. ডব্লিউ. ২২-এর পোস্টমর্টেম ডাক্তার। তদন্তের পরে

গোয়েন্দা বিভাগে স্থানান্তরিত হয়, এটি পি. ডব্লিউ. ৩১, আনন্দময় চট্টোপাধ্যায়, ডি. ডি. আই বারাসাতের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

৪৮. পি.ডব্লিউ. ৩১ ০৯.০৬.২০১৩ তারিখে তদন্ত শুরু করেন। এরপর তিনি এমামুল এবং আমিনুর ইসলামকে গ্রেফতার করেন। ১৪.০৬.২০১৩ তারিখে সাইফুল তার অপরাধ স্বীকার করেন। তার উপস্থিতিতে তার রক্তমাখা লুঙ্গি জব্দ করা হয়। ১৮.০৬.২০১৩ তারিখে সাইফুল এবং ভোলাকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ডব্লিউ. ১৯) তাদের পৃথকীকরণ এবং প্রতিফলনের জন্য রিমান্ডে দেন। পরের দিন, পি.ডব্লিউ. ১৯ সাইফুলের বিচারিক জবানবন্দি রেকর্ড করেন (প্রদর্শনী ৭)। ভোলা একটি দোষমুক্তির জবানবন্দি দেন (প্রদর্শনী ৮)। ইতিমধ্যে, এফএসএল বিশেষজ্ঞ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পি.ডব্লিউ. ২৬, এফএসএল বিশেষজ্ঞ (ডাঃ শিপ্রা রায়) মাঝের ঘরের কাঠের শাটারে কিছু রক্তের দাগ লক্ষ্য করেন। শাটারের কিছু অংশ এবং নিয়ন্ত্রিত মাটি এফএসএল পরীক্ষার জন্য জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা নমুনাগুলি কলকাতার এফএসএলে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আপিলকারীদের ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য রক্তের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছিল। তিনি রক্তের নমুনা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা এবং ডিএনএ বিশ্লেষণের জন্য সিএফএসএল-এ পাঠিয়েছিলেন। তিনি সাক্ষীদের পরীক্ষা করেন এবং আনসার, সাইফুল, এমামুল, আমিনুর ইসলাম, গোপাল এবং ভোলার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেন। ০৬.০৭.২০১৩ তারিখে তিনি কামদুনি এলাকায় নোটিশ লাগিয়ে দেন যাতে ঘটনা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য লোকেদের অনুরোধ করা হয়। ০৭.০৭.২০১৩ তারিখে সংবাদপত্রে নোটিশ প্রকাশিত হয়। ০৮.০৭.২০১৩ তারিখে তিনি সোমনাথ ঘোষ (পি.ডব্লিউ. ১৪) এবং মো. সরিফুল ইসলাম (পি.ডব্লিউ. ১৫) কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমিন আলী, নূর আলী, রফিকুল গাজী তাদের বক্তব্য থেকে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তিনি ১০.০৭.২০১৩ তারিখে তাদের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট জমা দেন। জেরা করার পর

তিনি স্পষ্ট করেন যে এসআই অপূর্বা মণ্ডল তারিখে আদালতে গিয়েছিলেন। ১৯.০৬.২০১৩ শুধুমাত্র স্বীকারোক্তিমূলক অভিযুক্তকে শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে।

বি. (বি) আসামিপক্ষের সাক্ষীঃ-

৪৯. কিছু আবেদনকারী আলিবির আবেদন গ্রহণ করেন। আমিন আলী দাবি করেন যে ঘটনার দিন তিনি মার্বেলের দোকানে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তিনি ডি. ডব্লিউ. ১ হিসাবে সহকর্মী মহাম্মাদ সামসুল্লা মোরোলকে তার প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করেছিলেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৩ এর অধীনে তার পরীক্ষার সময় তিনি দাবি করেছিলেন যে মার্বেলের দোকানে কাজ করার সময় তার শরীরে আঘাতগুলি ঘটেছিল।

৫০. ইমামুল ইসলাম তার ছেলে এস. কে. আলিমুল (ডি. ডব্লিউ. ৮) এবং একজন রাজমিস্ত্রি আব্দুল হাই (ডি. ডব্লিউ. ৯)-কে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে ২০১৩ সালের ৬ ও ৭ জুন তার বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলছিল।

৫১. আমিনুর ইসলাম @ভুট্টো তাঁর শ্যালিকা সাইদা বিবিকে (ডি. ডব্লিউ. ১০) পরীক্ষা করেছিলেন, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে ০৭.০৬.২০১৩-এ সকাল ১টার দিকে এসেছিলেন। এরপর তাঁরা তাঁর সন্তানের জন্য গয়না কিনতে বের হন এবং প্রায় ১২:৩০-এ ফিরে আসেন। আমিনুর তাঁর বাড়িতে দুপুরের খাবার খান এবং সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

৫২. আনসার আলী তার ভাই আশাদ আলী মোল্লাকে (ডি. ডব্লিউ. ১৩) তার আলিবি প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি তার মামলার সমর্থনে "এই সময় সংবাদপত্র"-এর রিপোর্টার এবং স্টাফ ফটোগ্রাফার ডি. ডব্লিউ. এস ১১ এবং ১২কেও পরীক্ষা করেছিলেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৩-এর অধীনে তার পরীক্ষার সময় তিনি বলেছিলেন যে পুলিশ হেফাজতে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল, তিনি জানতেন না কিভাবে আঘাত ঘটেছে।

৫৩. খালাসপ্রাপ্ত আসামি, নূর আলী এবং রফিকুল, তাদের দোষ প্রমাণের জন্য সাক্ষীদেরও জেরা করেছিলেন।

৫৪. নূর আলী ডি. ডব্লিউ. ২,৩,৪ ও ৫-কে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে তিনি ঘটনার দিন একটি মাংসের দোকানে কর্মরত ছিলেন। তিনি মাংসের দোকানের মালিক এবং কর্মচারী আতিয়ার রহমানকে ডি. ডব্লিউ. ২ ও ৩ হিসাবে পরীক্ষা করেন। তাঁর আবেদনের সমর্থনে তাঁর স্ত্রী আজমিরা বিবি (ডি. ডব্লিউ. ৪) রাত ৪৫ টার দিকে সাক্ষ্য দেন। তাঁদের মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের দ্বারা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (ডি. ডব্লিউ. ৫)। ডাঃ সুবীর হালদার (ডি. ডব্লিউ. ৫) বলেন যে তিনি সকালের অধিবেশনে একজন এম সুলতানাকে পরীক্ষা করেছিলেন।

৫৫. রফিকুল ইসলাম ওহিদুল শাহ (ডি.ডব্লিউ. ৭) নামে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, যিনি দাবি করেন যে, রফিকুল সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনে তার বাড়িতে রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। ডি.ডব্লিউ. ৬, মেকাইল মল্লিক তার বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

<u>সি. ধর্ষিতাকে ধর্ষণ ও হত্যাঃ-</u>

৫৬. প্রসিকিউশন মামলাটি হল যে, রাত ২.৩০-এর মধ্যে ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। পি. ডব্লিউ. ২৩, ডাঃ অভিজিৎ ঘোষাল মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন, যিনি ভুক্তভোগীর দেহের ময়নাতদন্ত করেছিলেন। তিনি ভুক্তভোগীর নাসারন্ধ্র থেকে ফেনা পেয়েছিলেন। তিনি বালি, কাদা দাগ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঘাসের টুকরো, মাথার ত্বকের চুল এবং শরীরের অন্যান্য অংশের চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত আঘাতগুলি লক্ষ্য করেছিলেনঃ-

"ঠোঁট, জিহ্বা, পেরেকের সমস্ত প্রান্তের নীল রঙের বিবর্ণতা পাওয়া গেছে। পিঁপড়ার কামড়ের চিহ্নগুলি (১/৪ "X ১/৪") থেকে (১/২ "X ১/৪") পর্যন্ত চারটি অঙ্গের বিভিন্ন অংশে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার কোনও লক্ষণ ছাড়াই পাওয়া যায় এবং তাই প্রকৃতিতে ময়নাতদন্তের চিহ্ন পাওয়া যায়।

আঘাতঃ ১) উপরের ঠোঁটের ভিতরের দিকে ১/২ "X ১/৪" ব্রুজ ১/২ "অগ্রবর্তী মধ্যরেখার ডানদিকে।

২) সামনের মধ্যরেখার ডানদিকে নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশে ১/২ "X ১/৪" ব্রুইজ। ৩) ৫টায় যোনি টিস্যুতে ১/২ "X ১/৪" এবং পিছনের যোনি দেওয়ালে ৬টার অবস্থানে পিছনের ফোউচেটের ছিঁড়ে যাওয়ার প্রমাণ সহ সংক্রামিত ক্ষত। ৪) যোনিপথের উপরের অংশের উপরের অংশের যোনি টিস্যুতে ২ "X ১/২" ছিদ্রযুক্ত ক্ষত যা ভল্ট পর্যন্ত প্রসারিত।

ডিসসেকশনেঃ ১) মাথার ত্বকের ডান দিক থেকে প্যারিয়েটো-টেম্পোরাল অঞ্চলে ৫"X ৩" রক্তের এক্সট্রাভেশন।

২) ডান দিকের যোনিপথের স্কাল্পে ২ "X ১/২" রক্তের এক্সট্রাভেশন।

৩) মাথার ত্বকের বাম দিক থেকে অক্সিপিটাল অঞ্চলে ২ "এক্স ১" রক্তের নিঃসরণ।"

তিনি বলেছিলেন যে গুরুতর শ্বাসকষ্টের কারণে ঘন অঙ্গগুলি হতে পারে। উপরের এবং নীচের ঠোঁটে ক্ষত মুখের বলপ্রয়োগের কারণে হতে পারে। তিনি মতামত দিয়েছিলেন যে মৃত্যু শ্বাসরোধ, প্রাক-ময়নাতদন্ত এবং নরহত্যার প্রকৃতির কারণে হয়েছিল। তিনি আরও মতামত দিয়েছিলেন যে ভুক্তভোগীকে যৌন নির্যাতনের শিকার করা হয়েছিল। উপরোক্ত প্রমাণ একজনের মনে কোনও সন্দেহ রাখে না যে ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল।

<u>ডি. ঘটনার স্থানঃ</u>

৫৭. সৈফুল আলীর স্বীকারোক্তি এবং রেকর্ডের অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রসিকিউশন ঘটনার স্থান নির্ধারণ করতে চেয়েছিল। পি. ডব্লিউ. ৬, প্রতাপ ঘোষ অনুসন্ধান দলের সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন যে তারা ভুক্তভোগীকে খোঁজার জন্য ৮ বিঘা জমিতে প্রবেশ করেছে। ভুক্তভোগীকে জমির ভিতরে পাওয়া যায়নি। তারপর সে সীমানা প্রাচীরের পিছনের মাটি অনুসন্ধান করতে শুরু করে। যখন সে সীমানা প্রাচীরের পিছনে পৌঁছায়, তখন সে সীমানা প্রাচীরের শেষে ভুক্তভোগীর অর্ধ উলঙ্গ দেহটি লক্ষ্য করে। সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে। ভুক্তভোগীর বাবা, পি. ডব্লিউ. ১৩ সহ অন্যরা ঘটনাস্থলে এসে সীমানা প্রাচীরের শেষে ভুক্তভোগীকে সনাক্ত করে। পি. ডব্লিউ. ১,২,৪,৫,৭,৯,১০ এবং ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন এবং পি. ডব্লিউ. ৬ কে সমর্থন করেছেন

মৃতদেহ উদ্ধারের বিষয়ে পুলিশকে জানানো হয় এবং তারা ঘটনাস্থলে আসে। পি. ডব্লিউ. ২৯, এসআই সৌমেন পাল ছিলেন প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা, যিনি ঘটনাস্থলে এসে দেহটি খুঁজে পান। পি. ডব্লিউ. ১৭, মহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম, একজন ফটোগ্রাফার ভুক্তভোগীর দেহের ছবি তোলেন। এরপরে, পি. ডব্লিউ. ২৮, বাবলা মিত্র দ্বারা চালিত অ্যাম্বুলেন্সে দেহটি সরানো হয়। পি. ডব্লিউ. ২২, রাকেশ চ্যাটার্জি বারাসাত হাসপাতালে মৃতদেহটি নিয়ে তদন্ত করেন।

৫৮. তদন্তের সময়, পি.ডব্লিউ. ২৯ ঘটনাস্থলের, অর্থাৎ ৮ বিঘা জমির এবং মৃতদেহ পাওয়া সীমানার পিছনের শুষ্ক জমির একটি মোটামুটি স্কেচ-ম্যাপ তৈরি করে। স্কেচ-ম্যাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মৃতদেহ উদ্ধার করা শুষ্ক জমিটি সীমানা প্রাচীরের পিছনে অবস্থিত এবং চারপাশ থেকে জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সীমানা প্রাচীরের পিছনের দিকে একটি ছোট গর্ত রয়েছে। জলাশয়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে সীমানা প্রাচীরের গর্ত দিয়ে উক্ত শুষ্ক জমিতে প্রবেশ করা যেতে পারে, অন্যথায় নয়।

৫৯. শ্রী দস্তুর যুক্তি দিয়েছিলেন যে দেহ উদ্ধারের স্থানটি প্রমাণিত হয়নি। তিনি পি. ডব্লিউ. ১০-এর জবানবন্দিতে একটি বিপথগামী পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে তাঁর জমা দেওয়ার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ৮ বিঘা প্লট থেকে অর্ধ কিলোমিটারেরও কম দূরে মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পি. ডব্লিউ. ২৯ বলেছিলেন যে দেহটি ৮ বিঘা প্লটের গেট থেকে ৫০ মিটার দূরে পড়ে ছিল। তিনি একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, যার দূরত্ব সম্পর্কে অনুমান অবশ্যই স্থানীয় এর অস্পষ্ট অনুমানের উপর বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে গ্রামবাসী, অর্থাৎ সোনা ঘোষ (পি. ডব্লিউ. ১০)। উপরন্তু, সম্পর্কিত অনুমান

পি. ডব্লিউ. ২৯-এর দূরত্ব এবং তাঁর স্কেচ ম্যাপ পি. ডব্লিউ. ৬-এর জবানবন্দিকে সমর্থন করে, যিনি দেহটি আবিষ্কার করেছিলেন। পি. ডব্লিউ. ২৯-এর তৈরি স্কেচ ম্যাপ সহ এলাকার ভূসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে পাইপ কারখানা এবং নির্মাণ কারখানাটি ৮ বিঘা প্লট থেকে রাস্তার বিপরীত দিকে অবস্থিত। নর্থ পয়েন্ট স্কুলও যথেষ্ট দূরত্বে অবস্থিত। ভূসংস্থান স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ৮ বিঘা জমির সীমানা প্রাচীরের পিছনের শুকনো জমিতে ভুক্তভোগীর দেহ রাখার সম্ভাবনা খুব কম বা ছিল না, কেবল সীমানা প্রাচীরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গর্তের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা এবং সংলগ্ন জলাশয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া।

৬০. রেকর্ডের প্রমাণ আরও দেখায় যে ৮ বিঘা জমির ভিতরে তিনটি কক্ষ ছিল। দ্বিতীয় তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি. ডব্লিউ. ৩১) অপদস্থ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং একটি কক্ষের দরজার শাটারে রক্তের দাগ চিহ্নিত করেন। পি. ডব্লিউ. ৩১ শাটারের একটি অংশ সরিয়ে ফেলেন। তিনি যে জায়গা থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়েছিল সেখান থেকে ঘাস এবং কাদাও সংগ্রহ করেন। সি. এফ. এস. এল বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিল কুমার শর্মা (পি. ডব্লিউ. ২৫) (প্রদর্শনী-২৯এ)-এর রিপোর্টে শাটারে মানুষের রক্তের উপস্থিতি দেখা যায় (এ ১৬)। পি. ডব্লিউ. ২৩, ডাঃ অভিজিৎ ঘোষাল, ময়নাতদন্ত ডাক্তার ভুক্তভোগীর মাথার ত্বকে কাদা এবং ঘাস খুঁজে পান। তিনি এ২ হিসাবে চিহ্নিত নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। পি. ডব্লিউ. ৩০, রাজ্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরির প্রবীণ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ চিত্রক্ষ্যা সরকার ঘটনার স্থান (এ১৭) থেকে পাওয়া কাদা ও ঘাসের সঙ্গে মাথার ত্বকের চুলে পাওয়া ঘাসের মিল খুঁজে বের করেন ভুক্তভোগী। এই প্রমাণগুলি রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সমর্থন করে যে

৮ বিঘা জমির ভিতরের ঘরে ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং সীমানা প্রাচীরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের গর্ত দিয়ে তার দেহটি সরিয়ে সীমানা প্রাচীরের পিছনের উঁচু জমিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সৈফুল আলীর স্বীকারোক্তি উপরোক্ত পরিস্থিতিকে সমর্থন করে এবং সন্দেহাতীতভাবে ঘটনার স্থান প্রমাণ করে।

ই. ঘটনার সময়ঃ –

৬১. পি. ডব্লিউ. এস. ১ এবং ১২ জানিয়েছে যে ভুক্তভোগী তার বাড়ি থেকে বের হয়ে ডেরোজিও কলেজে যাওয়ার জন্য বাসে ওঠার জন্য কামদুনি মোরের দিকে গিয়েছিল। তার কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। পি. ডব্লিউ. ১ সকালে ভিকটিমকে কামদুনি মোরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে বিকেলে কামদুনি মোর থেকে ভিকটিমকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। দুপুর ২ টার দিকে সে কামদুনি মোরের দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু বৃষ্টির কারণে দেরি হয়। যখন সে কামদুনি মোরে পৌঁছায়, তখন তার কাকা বিমল ঘোষ, যিনি সত্তু বিক্রেতা ছিলেন, বলেন যে ভুক্তভোগী তার বাসভবনের দিকে এগিয়ে গেছে। পি. ডব্লিউ. ১ বাড়ি ফিরে এসে দেখে যে ভুক্তভোগী ফিরে আসেনি। তিনি আবার কামদুনি মোরের দিকে অগ্রসর হন কিন্তু ভুক্তভোগীর সন্ধান পাননি। ভুক্তভোগী ফিরে না আসায় তারা আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের জানায়। অনুসন্ধান শুরু হয়। অবশেষে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ডাব্লু. ডব্লিউ. ৮ বিঘা জমির সীমানা প্রাচীরের পিছনে শুকনো মাটিতে শুয়ে থাকা ভুক্তভোগীর অর্ধ উলঙ্গ দেহটি পাওয়া যায়।

৬২. পি.ডব্লিউ. ১ এবং ১২ এর প্রমাণ দেখায় যে ভুক্তভোগীকে ০৭.০৬.২০১৩ তারিখে সকালে কামদুনি মোড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তার কলেজে চলে গিয়েছিল। আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে কলেজ থেকে কাউকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি যে

ভুক্তভোগী আসলে একটি পরীক্ষা দিয়েছিল। আমি এই ধরনের জমা দেওয়ার মধ্যে খুব কমই উপাদান খুঁজে পাই। পি. ডব্লিউ. ১ পদচ্যুত করে যে সে ভুক্তভোগীকে কামদুনিতে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে থেকে সে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এটি একটি সাধারণ প্রথা ছিল কারণ ভুক্তভোগী এবং অন্যান্য মহিলারা নিয়মিতভাবে ৮ বিঘা জমি অতিক্রম করার সময় আপিলকারীদের দ্বারা উত্যক্ত করা হত। তার বক্তব্যটি ভুক্তভোগীর মা, পি. ডব্লিউ. ১২ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। ব্যাপক জেরা সত্ত্বেও তাদের জবানবন্দি অচল ছিল। তারপরে, ভুক্তভোগী নিখোঁজ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় ৮ বিঘা জমির পিছন থেকে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

৬৩. মৃতদেহ উদ্ধারের পর, P.W. 29, প্রথমে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র জব্দ করেন, যথা, একটি কালো রঙের স্কুল ব্যাগ যার উপর ADIDAS লেখা ছিল, পিছনে বহন করার জন্য বেল্ট সহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ২০১৩ সালের পার্ট-II পরীক্ষার রোল নম্বর 213211712903 লেখা ভুক্তভোগীর একটি আসল প্রবেশপত্র, ভুক্তভোগীর নামে ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজের একটি আসল ছাত্র পরিচয়পত্র, যার ছাত্র পরিচয়পত্র নং 10012011723, ভুক্তভোগীর নামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 2011 থেকে 2012 সেশনের একটি পরিচয়পত্র, ভুক্তভোগীর নামে নর্থ ইস্টার্ন বাস সিন্ডিকেট কর্তৃক রুট নং 211/211A এর জন্য একটি ছাত্র ছাড়পত্র, ভুক্তভোগীর নামে ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত একটি ছেঁড়া ছাত্র ফি কার্ড, একটি অতিরিক্ত বাংলা পরিক্রমা বই, অধ্যাপক এম. চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় পত্র এবং একটি কাঠের ক্লিপ বোর্ড। এই প্রবন্ধগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে

ভুক্তভোগী পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলেজে গিয়েছিলেন এবং পি. ডব্লিউ. এস. ১ এবং ১২-এর সংস্করণকে সমর্থন করেছিলেন।

৬৪. অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দিতে দেখা যায় যে সেদিন কামদুনি এলাকায় মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিগুলি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে, সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনে, ০৭.০৬.২০১৩ তে পি. ডব্লিউ. ১-এর পাহারায় থাকা ভুক্তভোগী কামদুনি মোরে গিয়েছিলেন এবং পরীক্ষা দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এরপরে, তিনি নিখোঁজ হন এবং অবশেষে ৮ বিঘা জমির পিছনের জায়গা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর জিনিসপত্র উদ্ধার করা রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সমর্থন করে যে তিনি পরীক্ষা দিতে কলেজে গিয়েছিলেন।

৬৫. এই প্রেক্ষাপটে, কলেজ থেকে কোনও সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা প্রসিকিউশন মামলার প্রকাশকে প্রভাবিত করে না। অন্যদিকে, সৈফুল আলীর স্বীকারোক্তি দ্বারা এই পরিস্থিতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যখন ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল। অতএব, ঘটনার সময় প্রতিষ্ঠিত হয় সন্দেহাতীত।

<u>এফ. অপরাধের অপরাধীরাঃ-</u>

<u>এফ. (এ) অপরাধে সৈফুলের ভূমিকাঃ-</u>

(i) বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তিঃ-

৬৬. প্রসিকিউশন প্রাথমিকভাবে তার অপরাধ প্রমাণের জন্য সৈফুল আলীর বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করেছে। পি. ডব্লিউ. ২৯, প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের সময় সৈফুলের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাকে ০৮.০৬.২০১৩-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে ১৮.০৬.২০১৩ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। ১৪.০৬.২০১৩ সে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।

১৮.০৬.২০১৩-এ তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়, যিনি তাকে পৃথকীকরণ এবং প্রতিবিম্বের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে প্রেরণ করেন। ১৯.০৬.২০১৩-এ তাকে আবার উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, পি. ডব্লিউ. ১৯-এর সামনে হাজির করা হয়। তার বক্তব্যের স্বেচ্ছাচারিতা পরীক্ষা করার জন্য সে তাকে প্রশ্ন করে। সন্তুষ্ট হয়ে সে তার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করে। সৈফুল নিম্নরূপ বলেঃ-

"সকাল ৮:০০ টার দিকে আমি আমার বাসা থেকে বের হয়ে 'কামদুনি মোড়'-এ চাকরির খোঁজে গেলাম। যেহেতু কেউ সেখানে (চাকরির জন্য) আসেনি, তাই আমি আনসারদের 'আলা' (sic) বাড়িতে গেলাম। আমি ইতিমধ্যেই আনসারদের সাথে পরিচিত ছিলাম কারণ তিনি তার মৎস্য খামারে কাজ দিতেন। 'আনসার ভাই' আমাকে বলেছিলেন যে আমার জন্য একটি কাজ আছে, কিন্তু তিনি তার জন্য টাকা দিতেন না, বরং তিনি আমাকে সেদিনের জন্য খাবার দিতেন। আমি গোপাল, এমামুল, আনসার, ভুট্টো এবং ভোলার সাথে সেখানে ছিলাম। ভোলা পরে (আমাদের সাথে) যোগ দেয়। আমি যখন কামদুনি মোড়ে গিয়েছিলাম তখন সকাল থেকেই অন্যরা আমার সাথে ছিল।

আনসার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি মদ খাব কি খাব না। আমি বলেছিলাম যে আমি অল্প পরিমাণে পান করব কি না, তারা আগে (এটি) আনতে দিন। এমামুল গোপালকে ১১০ টাকা (একশো দশ টাকা) দিল এবং সকাল সাড়ে ১১টার দিকে গোপাল 'বাংলার মাল' (দেশীয় আত্মা) নিয়ে এলো। রাজারহাট। আমি, গোপাল এবং এমামুল একসাথে মদ পান করলাম। আমি ১ গ্লাস মদ পান করলাম, তারা আরও বেশি পান করল। পরে ভুট্টো এসে পান করল (মদ)। তারপর আমি এবং গোপাল আনসারদের 'ভেড়ি' (বৃহৎ জলাশয়) থেকে কচুরিপানা পরিষ্কার করছিলাম। পরে আমি এবং গোপাল 'আলাঘের' গেলাম। তখন আনসার বলল যে গোপাল কচুরিপানা বাঁধবে এবং আমাকে 'বাসনা' (কলা এবং অন্যান্য গাছের শুকনো ছাল বা স্প্যাথ) 'ভেড়ি' (একটি বাঁধযুক্ত নিচু জমি যা মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়) রাখতে বলল। কাজ শেষ হওয়ার পর, আমরা সবাই আনসারদের তৈরি মাংস এবং ভাত খেয়েছিলাম। 'আলাঘর'-এ খাবার খেয়ে, দুপুর আড়াইটার দিকে, গোপাল এবং ভোলা বাড়ি ফিরে গেল এবং ৫ মিনিট পরে ভুট্টো, আনসার এবং এনারুলও আনসারদের বাইক চালিয়ে চলে গেল। তারপর আমি একা সেই 'আলাঘর'-এ শুয়ে পড়লাম। ১০-১৫ মিনিট পর আমার বমি বমি ভাব শুরু হল। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে মেয়েটি রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম। তারপর, কী উদ্দেশ্যে আমি জানি না আমি সীমানার চাবি নিয়ে মেয়েটির পিছনে গেলাম এবং গেটের প্রবেশপথ থেকে প্রায় ৫ ফুট দূরে আমি তার হাত ধরে গেটের সামনে টেনে নিয়ে গেলাম। যখন সে চিৎকার করতে শুরু করল তখন আমি তাকে ধাক্কা দিলাম এবং সে পড়ে যাওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর আমি তাকে আমার কোলে তুলে গেটের ভিতরে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিলাম। তারপর আমি দরজা বন্ধ করতে গেলাম এবং সে জ্ঞান ফিরে পেল এবং চিৎকার করতে লাগল। আমি তার মুখ চেপে ধরলাম এবং তার শরীরের নীচের অংশ থেকে তার পায়জামা খুলে ফেললাম এবং তারপর তার বিনয়কে ক্ষুব্ধ করলাম। যেহেতু সে কোনও কথা বলছিল না। তাই আমি গেটের দিকে গেলাম এবং ২০ মিনিট ধরে গেটের পাশে অপেক্ষা করলাম। যখন আমি আবার তার দিকে গেলাম, সে চিৎকার করতে লাগল। তাই আমি তার গাল টিপে দিলাম। তারপর সে প্রাণহীন হয়ে গেল। তাই আমি বুঝতে পারি যে আমার দ্বারা তার মুখ এবং নাক টিপে দেওয়ার কারণে সে মারা গেছে। অভিযুক্ত তার গাল এবং নাকে হাত একসাথে চেপে দেখায়, বোঝাতে যে সে কীভাবে ভুক্তভোগী মেয়েটিকে ধরেছিল)।

তারপর আমি তাকে কোলে তুলে বাইরের দিকে গেলাম। কিন্তু আমি সীমানার ভেতরে পড়ে গেলাম। তারপর দেখলাম তার কপাল থেকে রক্ত বের হচ্ছে। পরে, সীমানার কোণে অবস্থিত একটি ফাঁক থেকে আমি তাকে হাত ধরে জলের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গেলাম এবং একটি 'ডাঙ্গা' (উচ্চ জমি) এর উপর রাখলাম এবং কোমর গভীর জল ভেদ করে রাস্তার কাছে এসে পৌঁছালাম। সেখানে কাউকে না দেখে আমি গেটের দিকে দৌড়ে গেলাম এবং সেখানে প্রবেশ করলাম। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলাম। তারপর আমি তাড়াহুড়ো করে আমার 'লুঙ্গি' (পুরুষদের দ্বারা পরিধান করা একটি কোমরবন্ধনী) পরেছিলাম। পরে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে 'আলাঘোর'-এ পৌঁছালাম। তারপর আমি (সেখানে) শুয়ে পড়লাম। বিকাল প্রায় ০৪:৩০ টায় আনসার এসে আমাকে জাগিয়ে তুলল। সে আমাকে চা আনতে বলল। আমি চা খেতে 'কামদুনি মোড়ে' গিয়েছিলাম এবং তারপর আমরা দুজনে চা খেয়েছিলাম। তারপর আমি সেই চায়ের দোকানে গেলাম। ১০ মিনিট পরে আমি দেখতে পেলাম যে এমামুল এবং ভুট্টো বাইক চালিয়ে আসছে। তাই আমি আবার 'আলাঘোর'-এর দিকে গেলাম। এমামুল আর ভুট্টো রাস্তার পাশের ফাঁকা জায়গায় বসে পড়লেন। ভুট্টো যখন প্রস্রাব করতে গেলেন, আমি এমামুলকে সবকিছু খুলে বললাম। আমি তাকে বললাম যে আমার ভুল হয়েছে এবং (এর ফলে) মেয়েটি মারা গেছে এবং আমি মৃতদেহটি সীমানার বাইরে ফেলে দিয়েছি। এমামুল আমাকে বলল যে আনসারের সাথে কথা বলার পর সে আমাকে জানাবে। এমামুল আনসারের সাথে আলোচনা করতে গেল এবং ২০ মিনিট পর সে ফিরে এসে বলল যে আমার চিন্তার কিছু নেই এবং সন্ধ্যার পর মৃতদেহের ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে। প্রায় ০৬:৩০ মিনিটে মেয়ের পরিবারের সদস্যরা তার (মৃত) লাশটি দেখতে পান। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এবং আনসার আমাকে বাড়ি যেতে বলেন। তাই আমি বাড়িতে চলে গেলাম।"

৬১. এরপরে, সৈফুলকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। তিনি তার বিবৃতি প্রত্যাহার করে দাবি করেন যে বিবৃতিটি নির্যাতনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল। জ্ঞাত প্রতিরক্ষা আইনজীবী বিভিন্ন ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তিকে আক্রমণ করেছেন। প্রথমত, দাবি করা হয়েছিল যে সৈফুল স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার সময় কোনও আইনজীবীর সহায়তা পাননি। পরবর্তীকালে, তাকে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরে, তিনি অবিলম্বে ১২.০৭.২০১৩-এ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেন।

৬২. দ্বিতীয়ত, পৃথকীকরণের সময়ও সৈফুল পুলিশের প্রভাবে ছিল বলে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। পি. ডব্লিউ. ৩১, দ্বিতীয় তদন্তকারী অফিসারকে রাত ৩টায় ১৮.০৬.২০১৩-এ ভর্তি করা হয়েছিল। সৈফুল এবং অন্যান্যদের বারাসাত হাসপাতালে রক্তের নমুনা তোলার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পি. ডব্লিউ. ১৯, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা বলেছেন যে সাইফুলকে এসআই অপূর্ব মণ্ডল দ্বারা হাজির করা হয়েছিল।

এসআই অপূর্ব মণ্ডল তদন্তের সময় রক্তের নমুনা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন জিনিস বাজেয়াপ্ত করার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার আগে তাঁর উপস্থিতি এর স্বেচ্ছাসেবকতার বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ সৃষ্টি করে।

৬৩. তৃতীয়ত, ম্যাজিস্ট্রেট যান্ত্রিকভাবে সৈফুলকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং কেন তিনি স্বীকারোক্তি দিতে চেয়েছিলেন বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা খুঁজে বের করার কোনও প্রকৃত প্রচেষ্টা করা হয়নি।

৬৪. চতুর্থত, সৈফুলের লুঙ্গি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ফরেনসিক রিপোর্টে লুঙ্গিতে রক্তের উপস্থিতি দেখা গেছে। এটি পুলিশ হেফাজতের সময় সৈফুলের উপর শারীরিক হামলার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে।

৬৫. অবশেষে, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে স্বীকারোক্তিটি সত্য নয় এবং গণধর্ষণের প্রসিকিউশন মামলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি অন্যান্য পরিস্থিতি দ্বারা সমর্থিত নয়।

৬৬. স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির সময় সৈফুলের আইনি প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতির বিষয়ে **মহম্মদ আজমল মহম্মদ আমির কাসাব ওরফে আবু মুজাহিদ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যে** [১] অনুপাত উল্লেখ করা লাভজনক হতে পারে। উক্ত প্রতিবেদনে, শীর্ষ আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেছিল যে, যদিও নিজের পছন্দের আইনজীবীর অধিকার সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি মৌলিক অধিকার, তবে আইনী প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতি স্বীকারোক্তিকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলবে না। এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অনুপাত ফৌজদারি কোডের স্কিম থেকে নেওয়া হয়েছিল পদ্ধতি যা একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব অর্পণ করে

---

[১] (২০১২) ৯ এসসিসি ১

অভিযুক্তের কাছে প্রশ্ন রেখে এবং রেকর্ড করার আগে স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে নিজেই। বিচার বিভাগীয় অফিসারের সন্তুষ্টি হল যে অভিযুক্ত স্বীকারোক্তি দেয় তার উপর অনিচ্ছাকৃততা এবং বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে একটি অনাক্রম্যতা। এই সুরক্ষাটি একটি উচ্চ ক্রমের এবং অভিযুক্তের কাছ থেকে আসা স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছাচারিতার নিশ্চয়তা দেয় যার সময়ের বস্তুগত সময়ে আইনি প্রতিনিধিত্ব নাও থাকতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে কসাব (উপরে) শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ-

> "৪৬৭. ফৌজদারি আইন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল সত্য খুঁজে বের করা এবং অভিযুক্তকে তার অন্যায় কাজের পরিণতি থেকে রক্ষা করা নয়। একজন প্রতিরক্ষা আইনজীবীকে তদন্ত চলাকালীন আইনত সংগৃহীত উপকরণের ভিত্তিতে বিচার পরিচালনা করতে হয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে রেকর্ড করা স্বীকারোক্তির সাংবিধানিক ও আইনি গ্রহণযোগ্যতা বিচার করার জন্য পরীক্ষাটি স্বীকারোক্তির পরিণতি সম্পর্কে আইনজীবী দ্বারা যথেষ্ট ভয় পেলে অভিযুক্ত বিবৃতি দিত কিনা তা নয়। স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছামূলক কিনা তা আসল পরীক্ষা। যদি স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ তৈরি করা হয়, তবে ধারা ১৬৪-এ নির্ধারিত সুরক্ষা সত্ত্বেও এটি বাতিল করতে হবে; তবে যদি একটি স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এটি কেবল সাংবিধানিক এবং আইনত নয়, নৈতিকভাবেও বিবেচনায় নিতে হবে।"

৬৭. এই ধরনের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর কোনও সন্দেহ নেই যে একটি ভারী দায়িত্ব রয়েছে। অভিযুক্তকে প্রশ্ন করা এবং স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করা তার কর্তব্য। এই আদালত সতর্কতার সাথে পি. ডব্লিউ. ১৯, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যিনি স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেছেন তার প্রমাণ দেখেছে। ১৮.০৬.২০১৩-এ, সৈফুলকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল। তিনি তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পৃথকীকরণের জন্য রিমান্ডে নিয়েছিলেন। পরের দিন সে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য সৈফুলকে প্রশ্ন করেছিল যে সে টিউটরিংয়ের শিকার হয়েছে কিনা, স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য ভয় দেখানো বা প্ররোচনা দেওয়া। এছাড়াও তিনি জানিয়েছিলেন

অভিযুক্তকে জানান যে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য নন। এবং যদি তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন, তাহলে তার বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি অভিযুক্তকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে যদি তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি না দেন, তাহলে তাকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হবে না। পি.ডব্লিউ. ১৯-এর তদন্তের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে দেখায় যে তিনি অভিযুক্তকে আলাদা করে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার জন্য তাকে জোর, প্ররোচনা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। তিনি অভিযুক্তকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাকে জবানবন্দি দিতে হবে না, যা যদি করা হয় তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এবং যদি তিনি বিবৃতি দেন তবে তাকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হবে না। এটি দেখায় যে ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং তারপরে, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির স্বেচ্ছাসেবকতার বিষয়ে তার সন্তুষ্টি রেকর্ড করেছিলেন।

৬৮. এটাও যুক্তি দেওয়া হয় যে ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুলকে জিজ্ঞাসা করেননি কেন সে বিবৃতি দিচ্ছে। অতএব, বিবৃতিটিকে স্বেচ্ছাকৃত বলা যায় না। পি.ডব্লিউ. ১৯ সাইফুলের স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছাচারিতা পরীক্ষা করার জন্য তাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিল। একজন অভিযুক্ত কেন বিবৃতি দিচ্ছেন তা তদন্তের উদ্দেশ্য হল তার স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি কেবল ম্যাজিস্ট্রেটের করা প্রশ্ন থেকেই নয়, স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতির একটি সুষ্ঠু পাঠ থেকেই বোঝা যায়। স্বীকারোক্তির বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে ঘটনার দিন সাইফুল এবং অন্যান্য আপিলকারীরা আলাঘরে আনন্দ করছিলেন। এরপর, তার মতে, অন্যরা চলে গেল। সেই সময়, তিনি ভিকটিমকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেন। তিনি বলেন, 'তার মনে কিছু একটা ঘটেছে' এবং তিনি অনুসরণ করেন

ভুক্তভোগী, তাকে ৮ বিঘা চক্রান্তের ভিতরে টেনে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে এবং তাকে হত্যা করে। স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের মাত্রা এবং অবিলম্বে একটি বেপরোয়া কাজের উল্লেখ অনুশোচনার অপ্রতিরোধ্য অনুমানের দিকে পরিচালিত করে যা তাকে বিবৃতি দিতে প্ররোচিত করেছিল। যে পদ্ধতিতে এবং পরিস্থিতিতে সৈফুল অপরাধটি করেছে তা তার পক্ষ থেকে বিচক্ষণতা এবং আবেগপ্রবণতার আকস্মিক ব্যর্থতা দেখায় যা সম্ভবত তার মনের উপর ভারী চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং তাকে স্বীকার করতে প্ররোচিত করেছিল।

৬৯. সাইফুলকে পৃথকীকরণের সময় পুলিশি নজরদারি থাকার কারণে স্বীকারোক্তির উপরও গুরুতর আক্রমণ করা হয়েছে। ১৮.০৬.২০১৩ তারিখে সাইফুলকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয় এবং তাকে পৃথকীকরণের জন্য রিমান্ডে পাঠানো হয়। পি.ডব্লিউ. ৩১ অনুসারে, সেদিন বিকেল ৩:০০ টায় তাকে রক্তের নমুনা সংগ্রহের জন্য বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছিল। এই অনুশীলনটি নিজেই এই যুক্তি হতে পারে না যে ১৮.০৬.২০১৩ তারিখ বিকেল ৩:০০ টা থেকে পরের দিন স্বীকারোক্তি দেওয়ার আগে পর্যন্ত সাইফুল পৃথকীকরণে ছিলেন না। এই যুক্তি খণ্ডন করার জন্য, যুক্তি দেওয়া হয় যে এসআই অপূর্ব মণ্ডল স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার সময় সাইফুলকে হাজির করেছিলেন। তদন্তের সময় তিনি জিনিসপত্র জব্দ এবং জৈবিক নমুনা সংগ্রহে ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তার উপস্থিতি স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছাসেবকতার উপর প্রভাব ফেলেছিল। আমি এই তত্ত্বের সাথে একমত হতে পারছি না। তদন্ত কর্মকর্তা, পি.ডব্লিউ. ৩১ এসআই অপূর্ব মণ্ডলের ভূমিকা স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন যে অভিযুক্তকে বিচার বিভাগীয় হেফাজত থেকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। এসআই অপূর্ব মণ্ডলকে হাজির করার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন। একজনের সনাক্তকরন

একজন পুলিশ অফিসার কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারিক স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার আগে অভিযুক্ত করা একটি নিয়মিত কাজ। এর ফলে অভিযুক্তের উপর কোনও প্ররোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে রাজি যে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই জবানবন্দির সময় সংক্ষেপে বলেছিলেন যে তিনি পুলিশের কাছ থেকে আসা কোনও হুমকি বা প্ররোচনার বিষয়ে অভিযুক্তকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে বিবৃতি রেকর্ড করার সময় কোনও পুলিশ অফিসার উপস্থিত ছিলেন না। এটিও লক্ষণীয় যে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে যদি সে স্বীকারোক্তি না দেয় তবে তাকে পুলিশের হেফাজতে রাখা হবে না। ম্যাজিস্ট্রেটের এই সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং আশ্বাসগুলি স্পষ্টভাবে পৃথকীকরণের সময় বা স্বীকারোক্তি দেওয়ার সময় অভিযুক্তের উপর প্রভাবের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়।

৭০. পরিশেষে স্বীকারোক্তির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদিও সৈফুল দাবি করেন যে তিনি নিজেই অপরাধটি করেছেন, রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি গণধর্ষণের একটি। সৈফুলকে যদি রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বীকারোক্তি দিতে শেখানো হত তবে তিনি সম্ভবত এমন কোনও বিবৃতি প্রকাশ করতেন না যা সম্পূর্ণরূপে আত্ম-প্ররোচনামূলক এবং অন্যান্যদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হত। স্বীকারোক্তির সারমর্ম এবং সারমর্ম স্পষ্টভাবে একজন দর্জি কর্তৃক শিক্ষাদান, বলপ্রয়োগ বা প্ররোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বীকারোক্তির প্রতিরক্ষা সংস্করণের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

৭১. ১২.০৭.২০১৩-এ সৈফুল তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়। এই বিলম্বিত প্রত্যাহারটি আইনি পরামর্শের মাধ্যমে প্ররোচিত একটি পরবর্তী চিন্তা বলে মনে হয়। তার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার আগে বা সময় কোন তারিখেই সৈফুল কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে তাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে

পুলিশ হেফাজতে হামলা। তিনি স্পষ্টভাবে জবাব দিয়েছিলেন যে তাকে স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য পুলিশ দ্বারা বাধ্য বা প্ররোচিত করা হয়নি। এমনকি ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে তার পরীক্ষার সময়ও যান্ত্রিকভাবে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার সময়, সৈফুল পুলিশ হেফাজতে তার উপর শারীরিক হামলার বিষয়ে নীরব ছিলেন। এই পরিস্থিতিগুলি বিলম্বিত প্রত্যাহারকে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব করে তোলে। এটি পুলিশ হেফাজতে সৈফুলের উপর শারীরিক হামলার সম্ভাবনাকেও বাতিল করে দেয় যা তার পরিহিত পোশাকে রক্তের উপস্থিতিকে ন্যায়সঙ্গত করবে। এর স্বেচ্ছাসেবকতা স্বীকারোক্তি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত।

(ii) স্বীকারোক্তির সত্যতা-প্ররোচনামূলক অংশটি নিশ্চিত করা হয়েছেঃ-

৭২. তার স্বীকারোক্তির প্ররোচনামূলক অংশটি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে পরিস্থিতিগত প্রমাণ। পি. ডব্লিউ. ২৩, ময়নাতদন্তের ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে ভিকটিমের পূর্ববর্তী ময়নাতদন্তের শ্বাসরোধের কারণে মৃত্যু হয়েছে। তিনি ভিকটিমের নাক এবং ঠোঁটে ক্ষত খুঁজে পেয়েছিলেন যা বলপ্রয়োগের কারণে হয়েছিল। মেডিকেল অফিসারের এই অনুসন্ধানগুলি স্বীকারোক্তি অনুসারে ধর্ষণের পরে ভিকটিমের হত্যার পদ্ধতি এবং পরিস্থিতিকে সমর্থন করে। ফরেনসিক রিপোর্টে ভিকটিমের চুলের উপর ঘটনাস্থল থেকে ঘাস এবং কাদা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে দেখা যায়। এটি ৮ বিঘা প্লটের পিছনের উঁচু জমিতে দেহটি রাখার পদ্ধতির সাথেও মিলে যায়।

৭৩. পি. ডব্লিউ. ১০ সাইফুল ও অন্যান্য আবেদনকারীদের মদ্যপ অবস্থায় আলাঘরের সামনে রাত ১টার দিকে দেখতে পায়। ঘটনার পর পি. ডব্লিউ. ১ সাইফুলকে আনসারের সঙ্গে দেখতে পায় যখন সাইফুল ৮ বিঘা প্লট, এর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল। সৈফুল আনসারকে বলছিল যে তারা খুব ভালো সময় কাটিয়েছে এবং তাদের যাওয়া উচিত

বাড়ি। তল্লাশির সময় পি. ডব্লিউ. ৯-এ দেখা যায়, আপিলকারীরা ও সৈফুল একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন এবং গোপালের দিকে সীমানা প্রাচীরের পিছনের একটি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করছেন। পি. ডব্লিউ. ১০-এ দেখেছেন যে তাঁরা কথা বলছেন এবং তিনি তাঁদের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নীরব হয়ে গেছেন। এই সাক্ষীদের সংস্করণগুলি স্বীকারোক্তি থেকে বেরিয়ে আসা ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতিগুলিকেও সমর্থন করে। সৈফুলের স্বীকারোক্তির প্ররোচনামূলক দিকগুলি পূর্বোক্ত পরিস্থিতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত এবং স্পষ্টভাবে এর সত্যতার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করে।

৭৪. **রবীন্দ্র কুমার পাল ওরফে দারা সিং বনাম ভারত প্রজাতন্ত্র** [২] মামলায় আদালত এর অধীনে স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করতে অস্বীকার করেছে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিঃ-

> *"৬৭. রবি সোরেনের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা পিডব্লিউ ২৯-এর প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, প্রাসঙ্গিক সময়ে অভিযুক্ত সিবিআই-এর হেফাজতে ছিল এবং সেই হেফাজত থেকে তাকে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল। যদিও পিডব্লিউ ২৯ অভিযুক্তকে স্বেচ্ছাসেবকত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল, তার পুরো প্রমাণ বিশ্লেষণ করে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় একটি নিয়মিত বিধিবদ্ধ শংসাপত্র তার দ্বারা দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট আরও উল্লেখ করেছিল যে সে সতর্ক করেনি যে অভিযুক্ত রব্ত সোরেন যদি কোনও স্বীকারোক্তি দিতে অস্বীকার করে তবে তাকে সিবিআই বা পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হবে না। তাঁকে জানানো হয়নি যে, তিনি যদি স্বীকারোক্তি দেন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে এই ধরনের স্বীকারোক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেই ভিত্তিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সম্ভাবনা রয়েছে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছিল কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য তাঁর দেহ পরীক্ষা করা হয়নি। হাইকোর্টের তরফে আরও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তিনি যে সময়ের মধ্যে তাঁর চেম্বারে বেঞ্চ ক্লার্কের হেফাজতে ছিলেন, তা প্রতিফলিত করার জন্য পাঁচ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। পিডব্লিউ ২৯, রবি সোরেনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নথিভুক্ত করার পর, তাঁকে আবার পুলিশের হেফাজতে পাঠানো হয় পিডব্লিউ ৫৫ (আইও)-এর প্রমাণ থেকে এটি স্পষ্ট।"*

---

[২] (২০১১) ২ এস. সি. সি ৪৯০

বর্তমান মামলাটি স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায়। আপিলকারীকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল এবং এটি প্রতীয়মান হয় যে পরের দিন স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত তিনি রাত ৩টা থেকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন। অভিযুক্তকে বিচার বিভাগীয় হেফাজত থেকে হাজির করা হয়েছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে যদি সে স্বীকারোক্তি না দেয় তবে তাকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হবে না। স্বীকারোক্তির বিষয়বস্তু এবং সময়কাল টিউটরিংয়ের মামলাটিও বাতিল করে দেয়।

৭৯. **পরমানন্দ পেগু বনাম অসম রাজ্য** [৩] মামলায় বলা হয়েছিল যে আদালতকে অবশ্যই একটি প্রত্যাহারকৃত -এর উপর নির্ভর করার আগে প্রমাণের স্বীকারোক্তি সন্ধান করতে হবে। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

> *"১৯. স্বীকারোক্তির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য, এই আদালত একাধিক সিদ্ধান্তে বিচক্ষণতার একটি নিয়ম তৈরি করেছে যে আদালতকে অন্যান্য প্রমাণ থেকে প্রমাণের দিকে নজর দেওয়া উচিত। তবে, প্রতিটি এবং প্রতিটি উপাদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রমাণের প্রয়োজন নেই। মোটামুটিভাবে, সমর্থন করা উচিত যাতে স্বীকারোক্তিটি সামগ্রিকভাবে অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত তথ্যের সাথে খাপ খায়। বস্তুনিষ্ঠভাবে, আদালতের সমস্ত কোণ থেকে আশ্বাস থাকা উচিত যে প্রত্যাহার করা স্বীকারোক্তি আসলে স্বেচ্ছাসেবী ছিল এবং এটি অবশ্যই সত্য ছিল।"*

বর্তমান ক্ষেত্রে, চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ এবং অন্যান্য পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রত্যাহার করা স্বীকারোক্তির সত্যতা নিশ্চিত করে যেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ স্বীকারোক্তির বিরোধিতা করে।

৭৬. **সারওয়ান সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য** [৪] মামলায় শীর্ষ আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেছিল যে কোনও অভিযুক্তকে স্বীকারোক্তি দেওয়া উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা সময় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। **বাবুভাই উদেসিংহ পারমার বনাম গুজরাট রাজ্য মামলায়** [৫] -কে মাত্র ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল

---

[৩] (২০০৪) ৭ এস. সি. সি. ৭৭৯

[৪] এ.আই.আর. ১৯৫৭ এস. সি. আর. ৯৫৩

[৫] (২০০৬) ১২ এস. সি. সি. ২৬৮

স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার আগে অভিযুক্ত। বর্তমান মামলায় ১৮.০৬.২০১৩ তারিখে অভিযুক্তকে পৃথকীকরণের জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং পরের দিন তার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা হয়েছিল। ১৮.০৬.২০১৩ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অভিযুক্তকে রক্ত নেওয়ার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এই তথ্যটি এই যুক্তি হতে পারে না যে তাকে প্রতিফলনের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি। এমনকি যদি পৃথকীকরণের সময়কাল গণনা করা হয় যখন আপিলকারীকে রক্ত সংগ্রহের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবুও স্বীকারোক্তিটি পরের দিন দুপুর ২:৩০ টায় রেকর্ড করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘন্টা প্রতিফলনের জন্য পর্যাপ্ত সময় শেষ হওয়ার পরে।

৭৭. **দেবেন্দ্র প্রসাদ তিওয়ারি বনাম ইউ. পি. রাজ্য** [৬] তথ্যের দিক থেকে আলাদা। বর্তমান মামলায়, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি যদি স্বীকারোক্তি না করেন তবে তাকে পুলিশ লকআপে পাঠানো হবে না। আবেদনকারীর স্বীকারোক্তির কারণও তার স্বীকারোক্তির মাত্রা থেকে স্পষ্ট। স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছিলেন যে 'তার মধ্যে কিছু ছিল' এবং তিনি অপরাধটি করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি অনুশোচনা বোধ করেছিলেন এবং স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। নথিতে থাকা উপকরণগুলি দেখায় যে আবেদনকারীকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল এবং পরের দিন পর্যন্ত প্রতিফলনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার আগে একজন পুলিশ অফিসারের দ্বারা শুধুমাত্র সনাক্তকরণ এই ধারণার ভিত্তি হতে পারে না যে বাস্তবে বিচার বিভাগীয় রিমান্ড অনুসরণ করা হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সৈফুলকে চিহ্নিত করা এসআই অপূর্বা মন্ডলের জিজ্ঞাসাবাদ না করাও প্রসিকিউশন মামলাটিকে প্রভাবিত করে না। পি. ডব্লিউ. ৩১ জেরা চলাকালীন স্পষ্ট করা হয়েছে উক্ত পুলিশ অফিসারের ভূমিকা এর জন্য তার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

---

[৬] (১৯৭৮) ৪ এস. সি. সি ৪৭৪

প্রসিকিউশন মামলার উদ্ভব। তবে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১১ ধারার অধীনে উক্ত পুলিশ অফিসারকে তলব করার জন্য ট্রায়াল কোর্টের সামনে আবেদন করার জন্য প্রতিরক্ষা পক্ষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। যদি এটি উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে হয়। প্রতিরক্ষা এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি। এই পরিস্থিতিতে, এটি যুক্তি দেওয়া যায় না যে উক্ত পুলিশ অফিসারকে পরীক্ষা না করা প্রসিকিউশন মামলার বিরুদ্ধে প্রতিকূল সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করবে।

৭৮. **'আলোকনাথ দত্ত এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** [৭] মামলায় সন্দেহজনক পরিস্থিতির কারণে প্রত্যাহার করা স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করা হয়নি। যদিও কারাগার প্রাঙ্গণটি আদালত সংলগ্ন ছিল, অভিযুক্তকে আড়াই ঘন্টা আগে কারাগার থেকে বের করে আনা হয়েছিল। এটি তার নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ছিল যে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তিনি রেকর্ডগুলি উপস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যা অনুমোদিত ছিল না। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে তার পরীক্ষার সময় কোনও আবেদন করা হয়নি। পৃথকীকরণের সময় তাকে এসআই অপূর্ব মণ্ডল বা অন্য কোনও পুলিশ কর্মকর্তা হুমকি দিয়েছিলেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১১ ধারার অধীনে উক্ত এসআই অপূর্ব মণ্ডলকে তলব করার জন্য কোনও অনুরোধও করা হয়নি। বিচার আদালতের সামনে উক্ত পুলিশ অফিসারের ভূমিকা পি. ডব্লিউ. ৩১ দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কেবল অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছিলেন। এটি একটি নিয়মিত অনুশীলন। পি. ডব্লিউ. ১৯, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট স্পষ্ট করেছেন যে তিনি স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার সময় কোনও পুলিশ অফিসার উপস্থিত ছিলেন না। স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার আগে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক আসামীকে প্রশ্ন করেছিলেন যিনি করেননি পৃথকীকরণের সময় হুমকি বা বলপ্রয়োগের যে কোনও আবেদন নিয়ে আসুন বা

---

[৭] (২০০৭) ১২ এস. সি. সি ২৩০

এর আগে। এই তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে বর্তমান মামলাটিকে আলোক নাথ দত্ত (উপরে)-এর খারাপ পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে।

(iii) ডিএনএ প্রমাণঃ-

৭৯. প্রসিকিউশন ডিএনএ প্রোফাইলিং রিপোর্টের উপর নির্ভর করে (২৯এ প্রদর্শন করে) বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তি এবং সৈফুলের বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রমাণকে সমর্থন করে।

৮০. পি. ডব্লিউ. ২৫, ডাঃ অনিল কুমার শর্মা উপ-পরিচালক। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সেরোলজিকাল এবং ডিএনএ পরীক্ষা করেছিলেনঃ-

প্রথম ব্যাচে নমুনাগুলি ছিল: মৃত ব্যক্তির যোনি এবং মূত্রনালী সোয়াব (প্রদর্শনী A1), যোনি স্মিয়ার (প্রদর্শনী A2), মৃত ব্যক্তির রক্তের নমুনা (প্রদর্শনী B), লুঙ্গি (প্রদর্শনী S), সাইফুলের রক্তের নমুনা (প্রদর্শনী T)।

দ্বিতীয় ব্যাচে নমুনাগুলি গৃহীত হয়েছে: মৃত ব্যক্তির রক্তের নমুনা (প্রদর্শনী A1a), মৃতের মাথার ত্বকের চুল (প্রদর্শনী A1b), মৃতের নখ কাটা (প্রদর্শনী A1c), পিউবিক লোম (প্রদর্শনী A3), মৃতের জাঙ্গিয়া (প্রদর্শনী A12), মৃতের সালোয়ার (প্রদর্শনী A13) এবং অপরাধস্থল থেকে কাঠের প্যানেল (প্রদর্শনী A14, A15 এবং A16)।

৮১. তার রিপোর্ট অনুসারে, যৌনাঙ্গের চুলে পাওয়া বীর্যের দাগ, লুঙ্গিতে রক্তের দাগ (এক্সিবিট এস) এবং সাইফুলের রক্তের প্রোফাইলে (এক্সিবিট টি) ডিএনএ একই ব্যক্তির। রিপোর্টের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তি দেয় যে সাইফুল ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ করেছিলেন। অন্যদিকে, ডিএনএ রিপোর্টকে বিভিন্ন দিক থেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

(iii-এ) যৌনাঙ্গের চুল এবং হেফাজতের শৃঙ্খলের পরিচয়:-

৮২. যৌনাঙ্গের লোমের পরিচয় সন্দেহজনক। যেসব যৌনাঙ্গের লোমে বীর্যের দাগ পাওয়া গেছে, সেগুলো ভুক্তভোগীর কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কোনও ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়নি। ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার (পি.ডব্লিউ. ২৩) জবানবন্দি দিয়েছেন যে তিনি ফোর্সেপ ব্যবহার করে চুল সংগ্রহ করেছিলেন যা নিশ্চিত করবে যে মূলের লোম অক্ষত আছে। তবে, এফএসএল-এ প্রাপ্ত যৌনাঙ্গের লোম মূলের কাটা অংশ ছিল। ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারও বলেননি যে তিনি যৌনাঙ্গের লোমে বীর্যের দাগ পেয়েছেন। অতএব, সিএফএসএল বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করা চুলের পরিচয় সন্দেহজনক।

৮৩. এটিও দাবি করা হয়েছে যে, পিউবিক লোম সম্বলিত খামটি সিল করা হয়নি। জব্দ তালিকা প্রদর্শনী - ১১/১ অনুসারে, প্যাকেজটিকে "মৃত ব্যক্তির পিউবিক লোম সম্বলিত একটি খাম" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য বেশিরভাগ জিনিসপত্রে বলা হয়েছে যে সেগুলি সিল করা হয়েছে অথবা প্যাক করা হয়েছে। FSL আরও উল্লেখ করেছে যে পিউবিক লোমগুলি একটি সিল করা খামের ভিতরে একটি সিলবিহীন খামে ছিল যেখানে 'বারাসাত জেলা হাসপাতাল'-এর সিল ছিল। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এবং সিলবিকৃত জিনিসপত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে সিলবিহীন "ময়নাতদন্ত সার্জন, উত্তর-২৪ পৃষ্ঠা জেলা হাসপাতাল, বারাসাত" লেখা আছে। অন্যান্য জিনিসপত্রের সিলবিহীন "বারাসাত জেলা হাসপাতাল" লেখা আছে।

৮৪. ময়নাতদন্তের ডাক্তার (পি. ডব্লিউ. ২৩) পি. ডব্লিউ. ২২-এর কাছে পিউবিক চুল সহ নমুনাগুলি হস্তান্তর করেন। কোনও বাজেয়াপ্তির তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি এবং পাঁচ ঘন্টা পরে পি. ডব্লিউ. ২২ তদন্তকারী কর্মকর্তা পি. ডব্লিউ. ২৯-এর কাছে নিবন্ধগুলি হস্তান্তর করেন। আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে পি. ডব্লিউ. ২৯-এ ৬ দিন বিলম্ব হয়েছিল এফ. এস. এল এবং সি. এফ. এস. এল-এ জিনিসপত্র পাঠানো।

৮৫. উপরোক্ত আপত্তিগুলির ক্ষেত্রে, এটি লক্ষণীয় যে ময়নাতদন্তের সময় ময়নাতদন্তের ডাক্তার (পি.ডব্লিউ. ২৩) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ময়নাতদন্তের সময় ফোর্সেপ দিয়ে পিউবিক লোম উপড়ে ফেলেছিলেন। প্রতিরক্ষা পক্ষ যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদি পিউবিক লোম এভাবে উপড়ে ফেলা হত তবে এর মূল প্রান্তটি এর সাথে সংযুক্ত থাকত। কিন্তু সিএফএসএল বিভাগে পরীক্ষা করা চুলটি মূল প্রান্তটি কাটা ছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা গেছে যে রিগর মর্টিস প্রবেশ করেছে। রিগর মর্টিসের কারণে শরীর থেকে উপড়ে ফেলার সময় চুল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে, ক্লিনিকাল পরীক্ষায় ময়নাতদন্তের ডাক্তারের বীর্যের দাগ লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ চুলে অল্প পরিমাণে বীর্যের দাগ থাকতে পারে। স্টেট ল্যাবরেটরি এবং সিএফএসএল উভয় ক্ষেত্রেই মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষার সময় এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে যা ময়নাতদন্তের ডাক্তারের ক্লিনিকাল ফলাফলকে অগ্রাহ্য করবে।

৮৬. পোস্টমর্টেম পরীক্ষা বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে এবং তারপরে, পিউবিক চুল সহ জিনিসগুলি পি. ডব্লিউ. ২২-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়, যিনি পালাক্রমে এটি পি. ডব্লিউ. ২৯-এর কাছে হস্তান্তর করেন। এটা সাধারণ জ্ঞান যে আমাদের দেশে তদন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। পিউবিক চুল সংগ্রহ করতে এবং তদন্তকারী অফিসার, পি. ডব্লিউ. ২৯-এর কাছে জিনিসগুলি হস্তান্তর করতে কিছুটা সময় নষ্ট হতে পারে। সময়ের ব্যবধান এতটা তীব্র নয় যে হেফাজতের শৃঙ্খলা ভেঙে যায়।

৮৭. নমুনাগুলি ০৮.০৬.২০১৩-এ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তদন্তটি সিআইডি, কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পরে ০৯.০৬.২০১৩ দ্বিতীয় তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি. ডব্লিউ. ৩১) -এ পিউবিক চুল সহ নমুনাগুলি হেফাজতে নিয়েছিলেন। ১৩.০৬.২০১৩ এরপরে, নিবন্ধগুলি অবিলম্বে ১৪.০৬.২০১৩ এ পাঠানো হয়েছিল

এফ. এস. এল এবং সি. এফ. এস. এল-কে। ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা এবং প্রেরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ফরেনসিক রিপোর্টে বিরূপ প্রভাব ফেলবে এমন কোনও অযৌক্তিক বিলম্ব নেই।

৮৮. এটি কঠোরভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে পিউবিক চুল একটি খোলা খামে রাখা হয়েছিল যা প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে না। নথিতে থাকা প্রমাণের পাশাপাশি সিএফএসএল রিপোর্ট (প্রদর্শনী ২৯এ) দেখায় যে পিউবিক চুল এবং অন্যান্য ফরেনসিক নিবন্ধযুক্ত খামটি একটি বড় খামের ভিতরে রাখা হয়েছিল যা যথাযথভাবে হাসপাতালের স্ট্যাম্প দিয়ে সিল করা হয়েছিল। অন্যান্য জিনিসগুলিতেও একই সিল ছিল, যেমন, "বারাসাত জেলা হাসপাতাল"। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে একটি ভিন্ন সিল লাগানো হয়েছিল, যেমন, 'ময়নাতদন্ত সার্জন, উত্তর-২৪ পি. জি. এস. জেলা হাসপাতাল, বারাসাত' যেহেতু নথিতে তাঁর স্বাক্ষর ছিল। এই পরিস্থিতিগুলি রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে আরও জোরদার করে যে বড় খামটি 'বারাসাত জেলা হাসপাতাল'-এর সিল দিয়ে সিল করা হয়েছিল এবং তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা প্রতিস্থাপনের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই হেফাজতের শৃঙ্খলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

(iii-বি) মালখানা সংরক্ষণের শর্তঃ-

৮৯. যুক্তি দেওয়া হয় যে মালখানার সংরক্ষণের অবস্থা খুব একটা অনুকূল ছিল না। বেশিরভাগ নমুনাই ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য উপযুক্ত ছিল না কারণ এগুলি "খুব কম পরিমাণে এবং অত্যন্ত অবনমিত" ছিল। পি.ডব্লিউ. ২৫ স্বীকৃত, সময় অতিবাহিত হওয়া, নমুনাগুলি যে পরিবেশে রাখা হয়, প্যাকেজ করা এবং সংরক্ষণ করা হয় তার ফলে অবনতি ঘটে। অতএব, এটা সম্ভব যে নমুনাগুলি দূষিত এবং অবনমিত ছিল। অতএব, ফরেনসিক মতামত অত্যন্ত অবিশ্বাস্য।

৯০. পি. ডব্লিউ. ২৫-এ বলা হয়নি যে পিউবিক চুলের বীর্যের দাগ থেকে বের করা ডি. এন. এ. নমুনাটি অবনমিত হয়েছে। এটি বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত পিউবিক চুলের ডি. এন. এ নমুনার গুণমান সম্পর্কে কোনও সন্দেহ দূর করে।

(iii-সি) ডি. এন. এ. প্রোফাইলিং প্রতিবেদনের সম্ভাব্য মূল্যঃ-

৯১. প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিগত ক্ষতির বিষয়েও সি. এফ. এস. এল প্রতিবেদনের ফলাফলগুলিকে আক্রমণ করে। এটি প্রতিবেদনের অন্তর্নিহিত ভিত্তিতে যুক্তি দেওয়া হয় ১ এল. নিষ্কাশন, পরিমাণ, পরিবর্ধন, প্রদর্শনীর জিনোটাইপিং, ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামের অনুলিপি এবং সরঞ্জাম লগগুলির জন্য ওয়ার্কশিটগুলি স্থাপন করা হয়নি। ডি. এন. এ জিনোটাইপিংয়ের ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি দেখানো পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণও রেকর্ডে আনা হয়নি।

৯২. আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন সৈফুল তথ্য অধিকার আইনের ('আর. টি. আই') অধীনে একটি আবেদন করেছিলেন (সংক্ষেপে 'আর. টি. আই') কর্তৃপক্ষকে সমস্ত রেকর্ড সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছিল অর্থাৎ নিষ্কাশন, পরিমাণ, সম্প্রসারণ, জিনোটাইপিং, ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম, লগ এবং হেফাজতের শৃঙ্খলার জন্য ওয়ার্কশিটের অনুলিপি। আবেদন অনুসারে, আবেদনকারীকে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম সহ প্রাসঙ্গিক নথি সরবরাহ করা হয়েছিল। উক্ত নথির আলোকে, আবেদনকারী সি. এফ. এস. এল প্রতিবেদনের সঠিকতা সম্পর্কে একজন গবেষকের মতামত নিয়েছিলেন। ২০২৩ সালের সি. আর. এ. এন ১ নামে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল যাতে সি. এফ. এস. এল প্রতিবেদনের সঠিকতা বিবেচনা করার সময় উক্ত নথি এবং গবেষকের প্রতিবেদনটি রেকর্ডে নেওয়া হয়।

৯৩. রাষ্ট্রপক্ষ এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। পাবলিক প্রসিকিউটর এবং কার্যত অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন

আদালতে সি. এফ. এস. এল বিশেষজ্ঞকে (পি. ডব্লিউ. ২৫) পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাকে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করা হয়েছিল। বিচারের সময় বিশেষজ্ঞের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামের অনুলিপি সহ ওয়ার্কশিটগুলি উপস্থাপন করার জন্য কোনও অনুরোধ করা হয়নি। আপিলের সময় আর. টি. আই আইনের অধীনে একটি প্রশ্ন অনুসারে নথি পাওয়া গেছে। এই নথিগুলির উপর নির্ভর করা যায় না। গবেষকের মতামতকে প্রমাণ হিসাবে পড়া যায় না কারণ তাকে আদালতে পরীক্ষা করা হয়নি। ২০২৩ সালের সি. আর. এ. এন. ১-এ প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের পরীক্ষা করে অতিরিক্ত প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কোনও অনুরোধ করা হয়নি।

৯৪. এটা সত্য যে আপিলকারী বিচার আদালতের সামনে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামের অনুলিপি সহ ওয়ার্কশিটগুলি উপস্থাপনের জন্য আবেদন করেননি। যাইহোক, পি. ডব্লিউ. ২৫ ক্রস বিবৃত রিপোর্টের সময় সিকোয়েন্সার চার্ট ছাড়া প্রস্তুত করা যেত না। তিনি স্বীকার করেছেন যে ওয়ার্কশিট ছাড়া একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রতিবেদনের সঠিকতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্কশিট, ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম এবং অন্যান্য নথির পটভূমিতে ডিএনএ রিপোর্টের ভিত্তি পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৯৫. নিঃসন্দেহে এই নথিগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণিত হয়নি তবে এটি বিতর্কিত নয় যে এগুলি এমন একটি কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল যা সাধারণভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাধ্য ছিল এবং আইন দ্বারা স্বীকৃত প্রক্রিয়া অনুসারে প্রাপ্ত হয়েছিল। রাষ্ট্র বা অভিযোগকারীর দ্বারা এটি বিতর্কিত নয়। এই নথিগুলিকে 'রেকর্ডে থাকা বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা নির্ধারণ করতে বিবেচনা করা যেতে পারে বিষয়বস্তু অর্থাৎ ডিএনএ রিপোর্টের ফলাফল প্রমাণিত হয়েছে কিনা। এই ক্ষেত্রে, 'প্রমাণিত' এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা উপযুক্ত হতে পারে

সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী। আইনের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি আদালত রেকর্ডে থাকা বিষয়গুলো বিবেচনা করার পর বিশ্বাস করে যে, এর অস্তিত্ব আছে বা এটি সম্ভাব্য বলে মনে করে, তাহলেই প্রমাণিত বলে গণ্য হবে। ধারাটিতে "এর আগে বিষয়গুলো" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে এমন বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা প্রমাণ নয়, যেমন স্থানীয় পরিদর্শনের প্রতিবেদন বা ৩১৩ সিআরপিসি৮ ধারার অধীনে প্রশ্নের উত্তর। একইভাবে, গবেষকের মতামত, যদিও মতামত প্রমাণ নয়, তা 'রেকর্ডে থাকা বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে পরীক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষা পক্ষ কর্তৃক প্ররোচনামূলক যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৯৬. আদালতের সামনে বিষয়গুলির আলোকে ডিএনএ রিপোর্টে (২৯এ প্রদর্শন করুন) ফলাফলের সঠিকতা বিবেচনা করি।

৯৭. ডি. এন. এ অণু একটি ব্যক্তির জিনোম নিয়ে গঠিত এবং এটি মানব কোষের নিউক্লিয়াস এবং মাইটোকন্ড্রিয়ায় পাওয়া যায়। প্রতিটি ব্যক্তির ডি. এন. এ অনন্য। এটি ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের সমন্বয়ে গঠিত একটি সুতোর মতো কাঠামো, প্রতিটি একটি রৈখিক ক্রমে সাজানো। প্রতিটি জুটির একটি ক্রোমোজোম পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। তারা পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিনগত তথ্য বহন করে। ক্রোমোজোমের প্রতিটি জোড়া একটি বিন্যাসে বেস জোড়ার (হাইড্রোজেন বন্ড) মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত একটি বাঁকানো মইয়ের মতো কাঠামো। বাঁকানো মইয়ের মতো কাঠামোকে ডাবল হেলিক্স বলা হয়। ক্রোমোজোমগুলিকে সংযুক্ত করা বেস জোড়া হল অ্যাডেনিন (এ), সাইটোসিন (সি), গুয়ানিন (জি) বা থাইমিন (টি)। প্রতিটি বেস জোড়া অন্য বেসের সাথে সংযুক্ত হয় অর্থাৎ এ-টি এবং জি-সি। প্রত্যেক ব্যক্তির জিনোমে ভিত্তিগুলির একটি অনন্য ক্রম রয়েছে। তাকে শুধুমাত্র - এর উপর চিহ্নিত করা যেতে পারে তার জিনোমের ক্রম।

---

[৮] এস. পি. সেন গুপ্ত, 'সেন গুপ্ত অন এভিডেন্স' (১৯৮৮ সংস্করণ, কমল আইন হাউস ১৯৮৮)

৯৮. বিজ্ঞানীরা সংক্ষিপ্ত ট্যান্ডেম পুনরাবৃত্তি (সংক্ষেপে 'STR') এর মতো পদ্ধতি তৈরি করেছেন যেখানে ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট ভৌত অবস্থানের উপর ভিত্তি জোড়ার অল্প সংখ্যক পুনরাবৃত্তি ক্রম বিশ্লেষণ করা হয় যা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ক্রোমোজোমের এই ভৌত অবস্থানগুলি স্থির এবং লোকি (একবচনের জন্য 'লোকাস') নামে পরিচিত।

৯৯. জিন হলো এক জোড়া ক্রোমোজোমের উপর একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত জিনগত তথ্য। একজন ব্যক্তির একটি স্থানে দুটি জোড়া জিন থাকে, একটি মাতৃত্বের দিক থেকে এবং অন্যটি পিতার দিক থেকে। একটি অ্যালিল হল একটি নির্দিষ্ট স্থানে এক জোড়া জিনের একটি। একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট স্থানে এক জোড়া অ্যালিলকে জিনোটাইপ বলা হয়। যদি একই অ্যালিল প্রতিটি পিতামাতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় তবে এক জোড়া অ্যালিল অভিন্ন হতে পারে। দুই বা ততোধিক স্থানে জিনোটাইপের একটি সেট ব্যক্তির ডিএনএ প্রোফাইল গঠন করে।

১০০. একজন ব্যক্তির জিনোমে প্রায় ৬,৬০০,০০০,০০০ বেস জোড়া ডিএনএ থাকে। STR এর মাধ্যমে ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য, বেস জোড়ার একটি ছোট সেটের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা, যেমন নির্দিষ্ট লোকাস/লোকিতে ৪/৫ সংখ্যা পরিমাপ করা হয়। এটি করার জন্য, লোকাসে বেস জোড়ার ক্রমটি পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (সংক্ষেপে 'PCR') নামক একটি কৌশলের মাধ্যমে ইন ভিট্রোতে অনুলিপি করা হয় এবং প্রশস্ত করা হয়। একটি লোকাসে বেস জোড়ার প্রতিটি ক্রমকে ইলেক্ট্রোফোরেসিস নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আকার (পুনরাবৃত্তির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে) দ্বারা পৃথক করা হয়। প্রতিটি অ্যালিলে সিকোয়েন্স সেটের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট লোকাসের প্রতিনিধিত্বকারী একটি অনুভূমিক বেস লাইনের বিপরীতে একটি শীর্ষ হিসাবে ম্যাপ করা হয়। চার্টটিকে একটি ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি লোকাসে প্রতিটি অ্যালিলের শীর্ষকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ধারণ করা হয়

সংখ্যাটি সেই স্থানে পুনরাবৃত্তির সংখ্যার সমতুল্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি স্থানে প্রতিটি অ্যালিলের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৫ এবং ১০ হয় তবে জিনোটাইপ হবে ৫ঃ ১০। যদি উভয় অ্যালিলের পুনরাবৃত্তি একই হয় তবে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম একটি একক শিখর দেখাবে এবং প্রতিটি অ্যালিলের [৯] শিখরগুলির সাধারণ সংখ্যার সমতুল্য একটি সংখ্যা বরাদ্দ করা হবে।

১০১. একটি ডি. এন. এ প্রোফাইল হল সংখ্যার একটি সিরিজ যা একটি নির্দিষ্ট সিরিজে প্রতিটি লোকাসের জন্য সনাক্ত করা সমস্ত জিনোটাইপের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি নির্দিষ্ট লোকাসে প্রতিটি অ্যালিলের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা একজন ব্যক্তির জন্য অনন্য। সুতরাং যদি দুটি নমুনায় বিভিন্ন লোকিতে জিনোটাইপগুলি মেলে তবে এটি বলা যেতে পারে যে উভয় নমুনার ডি. এন. এ উপাদান একই এবং এটি একটি মিল বা অন্তর্ভুক্তি বলে বলা হয়। যদি তারা মেলে না তবে এটি একটি বর্জন বলা হয় যা প্রমাণ করে যে দুটি নমুনার ডি. এন. এ উপাদান একই নয়। তবে একটি মিল বা অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে না যে নমুনার ডি. এন. এ উপাদান একই ব্যক্তির অন্তর্গত। এটি একটি সম্ভাব্যতা তৈরি করে যা বিশ্লেষণ করা লোকির সংখ্যার সাথে বৃদ্ধি পায়। ২০১৪ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে, ১৬টি লোকাই পরীক্ষা করা হয় এবং স্কটল্যান্ডে, ২৩টি লোকাই পরীক্ষা করা হয় একটি মিল স্থাপনের জন্য [১০]। তারপর ফলাফলটি পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে জনসংখ্যায় একই জিনোটাইপের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে যা 'এলোমেলো ঘটনার অনুপাত' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যাতে -এর সাথে একটি উপসংহারে আসতে পারে ডিএনএ উপাদানের উৎসের পরিচয়ের ক্ষেত্রে।

---

[৯] স্যান্ডিল বোকোলো বনাম এস, (৪৮৩/১২) [২০১৩] জেডএএসসিএ ১১৫ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

[১০] দ্য রয়্যাল সোসাইটি অফ এডিনবার্গ, ফরেনসিক ডিএনএ বিশ্লেষণ-আদালতের জন্য একটি প্রাইমার, [২০১৭] পিএল ১০

১০২. বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রদর্শনী ২৯এ দেখায় যে ২১টি লোকাই সম্পর্কে এস. টি. আর. বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং নমুনাগুলি, যেমন, সৈফুলের লুঙ্গি (প্রদর্শনী এস), পিউবিক চুল (প্রদর্শনী এ৩) এবং সৈফুলের (প্রদর্শনী টি) রক্তের নমুনায় ২১টি লোকাইয়ের মধ্যে ২০টিতে অ্যালেলিক মিল দেখা গেছে। একটি লোকাসে ফলাফল অমীমাংসিত ছিল।

১০৩. ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামের অনুলিপি আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত অনুলিপিগুলি পরীক্ষা করার সময় দেখা যায় যে প্রতিটি নমুনার ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামে চিহ্নিত অ্যালেলিক শিখর সংখ্যাগুলি এস. টি. আর-এ সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব, এস. টি. আর রিপোর্টে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি সাইফুলের রক্তের নমুনা (প্রদর্শনী টি), লুঙ্গি (প্রদর্শনী এস) এবং পিউবিক চুলের (প্রদর্শনী এ৩) রক্তের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামের অ্যালিল শিখরগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২১ টি লোকির মধ্যে ১টিতে অনিবার্য ফলাফলের প্রভাব পি. ডব্লিউ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। ২৯। ক্রস করার সময়, পি. ডব্লিউ. ২৯৫ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে যদি এস. টি. আর. রিপোর্ট ২১ টি লোকির মধ্যে ১টিতে অনিবার্য হয় তবে উপসংহারটি হ্রাসের সম্ভাবনা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে তবে ভুলভাবে চিকিৎসা করা যাবে না।

১০৪. প্রতিরক্ষা পক্ষের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে উপসংহারটি আক্রমণ করা হয়ঃ-

*i. **জিনোটাইপিং-এর জন্য অনুপযুক্ত অ্যালেলিক সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়ঃ** যেহেতু জিনোটাইপিং সফ্টওয়্যার সেটিংস প্রতিটি রান-এর জন্য নমুনা প্রকার এবং নমুনা রান-এর উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা হয়, সঠিক জিনোটাইপিং-এর জন্য, নমুনার সাথে কমপক্ষে একটি অ্যালেলিক মই চালাতে হবে। তবে, অ্যালেলিক মইয়ের শীর্ষ কাঠামো ইপিজির উভয় সেটে একই রকম দেখায়, যা ইঙ্গিত করে যে নমুনার পাশে না চললেও সমস্ত নমুনাকে জিনোটাইপিং করার জন্য একই অ্যালেলিক মই ব্যবহার করা হয়েছিল। এছাড়াও, ল্যাবরেটরি ডকুমেন্টেশনগুলি দেখায় যে এই ক্ষেত্রে প্রমাণ এবং রেফারেন্স নমুনাগুলি -এ একাধিক দিন চালানো হয়েছিল দুটি ব্যাচ কিন্তু একটি অ্যালেলিক মই ছিল কিনা তা নির্দিষ্ট করে না*

প্রতিটি দৌড়ে অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, অ্যালেলিক মইয়ের ২১ টি লোকির মধ্যে ১৭ টি পেন্টা ই (সমস্ত ওএল শিখর সহ লোকাস) সহ ওএল শিখর দেখায়। উপরের অনুসন্ধানগুলি প্রকাশ করে যে এই ক্ষেত্রে নমুনার ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত অ্যালেলিক মইটি অনুপযুক্ত, তাই ডিএনএ ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

ii. ***সৈফুল আলীর অনুপযুক্ত রেফারেন্স নমুনাঃ*** *প্রদর্শনী টিঃ রক্ত নমুনা (উৎসঃ সৈফুল আলী) ৬টি স্থানে অচিহ্নিত শিখর দেখায় যা মিশ্রণের উপস্থিতি বা দূষণের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। রেফারেন্স প্রোফাইলগুলি পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাই এটি একটি একক অবদানকারী নমুনা যার প্রতিটি স্থানে সর্বাধিক দুটি অ্যালিল থাকা উচিত। যেহেতু নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণটি নমুনার পাশাপাশি চালানো হয়নি, তাই মান নিয়ন্ত্রণ/বৈধতার অভাবকে তুলে ধরে অসঙ্গতির কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আরও, ডিএনএ প্রোফাইল দেখায় যে প্রদর্শনী টি-তে লোকাস ডি৭এস৮২০: রক্তের নমুনা (উৎসঃ সৈফুল আলী) সঠিকভাবে প্রশস্ত করা হয়নি। তুলনার উদ্দেশ্যে আংশিক প্রোফাইল ব্যবহার করার ফলে অন্য ব্যক্তির সাথে কাকতালীয়ভাবে মেলানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং ফলস্বরূপ মিথ্যা ধনাত্মক শনাক্তকরণ।*

iii. প্রদর্শনীতে অচিহ্নিত শৃঙ্গঃ চুল এবং প্রদর্শনী এসঃ লুঙ্গঃ ই. পি. জি-র ব্যাখ্যার সময়, বিশ্লেষককে অবশ্যই নমুনার জিনোটাইপ নির্ধারণের জন্য ই. পি. জি-র সমস্ত শিখর বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রদর্শনী এ৩-তে ৮টি লক্টে একাধিক অচিহ্নিত শিখর লক্ষ্য করা গেছেঃ প্রদর্শনী এসঃ লুঙ্গিতে চুল এবং প্রদর্শনী এসঃ লুঙ্গিতে ৬টি লক্টে ডি. এন. এ মিশ্রণ বা দূষণের উপস্থিতি নির্দেশ করে। যাইহোক, সি. এফ. এস. এল-এর প্রতিবেদনে এই দুটি নমুনাকে একক-উৎস ডি. এন. এ প্রোফাইল হিসাবে উপসংহারে বলা হয়েছে যার উৎস হল প্রদর্শনী টিঃ ব্লাড স্যাম্পেল (সৈফুল আলী)। মনে হয় যে প্রোফাইলের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় অচিহ্নিত শিখরগুলি বিবেচনা করা হয়নি।

iv. ***পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ রিপোর্ট করতে ব্যর্থঃ*** *ল্যাবরেটরি ডকুমেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে, প্রদর্শনী এ৩: চুল এবং প্রদর্শনী এসঃ লুঙ্গি পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। একটি এর পরিসংখ্যানগত প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করার জন্য*

সঠিকভাবে মেলে, সমস্ত লোকাই যেখানে জিনোটাইপগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল তা অবশ্যই ব্যাখ্যার পাশাপাশি পরিসংখ্যানগত গণনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবে, গণনায় ২১ টি লোকাইয়ের মধ্যে ৬ টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এছাড়াও, সিএফএসএল প্রতিবেদনে ডিএনএ মিলনের ফলাফলের অংশ হিসাবে গণনা করা পরিসংখ্যানগুলি রিপোর্ট করা হয়নি। অতএব, প্রাসঙ্গিক ডিএনএ প্রোফাইল, এর পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ছাড়া প্রদর্শনী এএস এবং প্রদর্শনী এস-এর প্রমাণমূলক মান মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ম্যাচের ওজন নির্ধারণ করা যায় না।

১০৫. প্রথম সংখ্যার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ,

- <u>একই অ্যালেলিক ধাপ ব্যবহার করা হচ্ছেঃ-</u>

এটি প্রদর্শনী এস, টি এবং এ৩ সম্পর্কিত এস টি আর রিপোর্টকে পক্ষপাতদুষ্ট করে না। এই নমুনাগুলির ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামের অ্যালিল টেবিলটি ধাপের চূড়া দেখায় না।

অতএব, ব্যবহৃত অ্যালিল মই অপর্যাপ্ত ছিল না। পি. ডব্লিউ. ২৫-কে কোনও প্রশ্ন করা হয়নি যে একই অ্যালিল মই বিভিন্ন তারিখে ব্যবহার করা হয়েছিল। তদনুসারে, অনুমানটি অনুমানমূলক এবং এস. টি. আর. রিপোর্টে প্রভাব ফেলে না।

১০৬. দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ,

- <u>রেফারেন্স উপাদান, অর্থাৎ রক্তের নমুনা, লুঙ্গি এবং চুলের অতিরিক্ত শিখর রয়েছেঃ-</u>

"স্টাটার্স","এ পিকস" "এবং" "পুল-আপস" "-এর মতো দূষণ বা শব্দ শিল্পকর্মের কারণে লোকাসে অতিরিক্ত শিখর হতে পারে। ডিএনএ-কে অনুলিপি এবং প্রশস্ত করতে ব্যবহৃত এনজাইম ডিএনএ পলিমারেজের পিছলে যাওয়ার কারণে স্টাটারগুলি নিম্ন শিখর। এগুলি ইলেক্ট্রকোফেরোগ্রামের প্রধান অ্যালিল পিক থেকে ছোট এক বা একাধিক পুনরাবৃত্তি ইউনিট হিসাবে উপস্থিত হয় এবং সেই অবস্থানে জিনোটাইপ অনুমান করার জন্য বিবেচনা করা হয় না।

একইভাবে, একটি শিখর হল একটি 'কাঁধ' শিখর যেখানে প্রধান শিখরের বাম দিকের একটি বেস ছোট এবং 'পুল-আপ' সনাক্তকরণের সময় প্রদর্শিত একই আকারের ছোট শিখর [১১]। প্রমাণের নমুনা এবং পরিচিত নমুনার তুলনায় এই জাতীয় সমস্ত নিদর্শন বাদ দিতে হবে। এটি সম্ভব যে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামে বিশ্লেষণ করা এবং প্রদর্শিত অতিরিক্ত শিখরগুলি 'স্টাটার' বা অন্যান্য নিদর্শনগুলির কারণে ছিল এবং এটি দূষণ এবং এস. টি. আর. রিপোর্ট প্রত্যাখ্যানের অনুমানের দিকে পরিচালিত করবে না।

১০৭. চতুর্থ সংখ্যার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ,

- কোনও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ নেই -

রিপোর্ট নিজেই দেখায় যে একটি পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ছিল কিন্তু ২১ টি লোকির মধ্যে ৫ টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখায় যে 'এলোমেলো ঘটনার অনুপাত' সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ২১ টি লোকির মধ্যে ১৫ টিতে করা হয়েছিল। এটি প্রায় যুক্তরাজ্যের মানের সমতুল্য যেখানে ২১ টি লোকির মধ্যে ১৬ টির তুলনা যথেষ্ট বলে মনে করা হয় [১২]। অতএব, এই স্কোরের উপর সরাসরি প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।

১০৮. বর্তমান ক্ষেত্রে, ডিএনএ প্রোফাইল রিপোর্ট দোষী সাব্যস্ত হওয়ার একমাত্র ভিত্তি নয়। সৈফুলের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন মামলা প্রাথমিকভাবে বিচারিক স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে যা অন্যান্য পরিস্থিতি দ্বারা সমর্থিত। ডিএনএ প্রোফাইল রিপোর্ট আরেকটি সংশ্লেষমূলক প্রমাণ যা বিচারিক স্বীকারোক্তি এবং রেকর্ডের অন্যান্য প্রমাণকে আশ্বাস দেয়।

১০৯. **রাহুল বনাম দিল্লি রাজ্যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আরেকজন** [১৩], শীর্ষ আদালতের ফলাফলের অন্তর্নিহিত ভিত্তি রায়

---

[১১] দ্য রয়্যাল সোসাইটি অফ এডিনবার্গ, ফরেন্সিক ডিএনএ বিশ্লেষণ-আদালতের জন্য একটি প্রাইমার, [২০১৭] পিএল ২৯,৩০

[১২] দ্য রয়্যাল সোসাইটি অফ এডিনবার্গ (এন ৩), ৫

[১৩] (২০২৩) ১ এস. সি. সি. ৮৩

সি. এফ. এস. এল পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠাতে বিলম্ব হওয়ায় এটি প্রতিবেদনটি বাতিল করে দেয়। ২৯এ-তে স্পষ্টভাবে জৈব নিষ্কাশন পদ্ধতির মাধ্যমে ডি. এন. এ পৃথকীকরণের মাধ্যমে ডি. এন. এ প্রোফাইলিংয়ের প্রক্রিয়াটি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শর্ট ট্যান্ডেম রিপোর্ট (এস. টি. আর) এবং অ্যামেলোজেনিন লোকির জন্য মাল্টিপ্লেক্স পি. সি. আর পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্ধন করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ সহ পরিবর্ধিত পণ্যগুলি স্বয়ংক্রিয় সিকোয়েন্সারে চালানো হয়েছিল এবং স্ট্যান্ডার্ড ল্যাডার সম্পর্কিত জিনম্যাপার আইডি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এস. টি. আর রিপোর্টের ফলাফলগুলি প্রাসঙ্গিক নমুনার জন্য ইলেক্ট্রোফেরোগ্রামগুলিতে সংশ্লিষ্ট লোকির বিরুদ্ধে অ্যালেলিক শিখরের সাথে মেলে। উত্থাপিত আপত্তিগুলি দ্ব্যর্থহীন এবং ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তারা সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে তবে সেগুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য করে তোলে না। উপরন্তু, চুল এবং অন্যান্য জিনিসগুলি একটি বড় প্যাকেটের ভিতরে রাখা হয়েছিল যার উপর হাসপাতালের ইম্প্রোবেবিলাইজিং প্রতিস্থাপনের সীলমোহর ছিল।

১১০. **মনোজ এবং অন্যান্য বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য** [১৪] মামলায় শীর্ষ আদালত ডি. এন. এ. প্রমাণের রায় দেয়, মতামত প্রমাণের প্রকৃতির কারণে, এর সম্ভাব্য মূল্য একটি মামলার ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে। এটি প্রসিকিউশন মামলাটিকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উদ্‌ধৃত মামলার তথ্যে, ডি. এন. এ. বিশ্লেষণের সাপেক্ষে বেশিরভাগ নমুনা বাজেয়াপ্ত করা সন্দেহজনক ছিল বলে এটি প্রমাণ বাতিল করে দেয়।

১১১. **প্রেমজিভাই বাচুভাই খাসিয়া বনাম গুজরাট রাজ্য** 'মামলায় গুজরাট হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে একটি ইতিবাচক ডিএনএ রিপোর্ট ব্যবহার করা যেতে পারে রেকর্ডে সমর্থনকারী প্রমাণকে সমর্থন করুন।

---

[১৪] ২০২২ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৬৭৭

[১৫] ২০০৯ এস. সি. সি অনলাইন গুজ. ১২০৭৬

১১২. আইনের প্রমাণের ধারণাটি নিশ্চিততার ধারণা নয় - বরং যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনার ধারণা যা একজন সাধারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশ্বাস করবেন। অন্যান্য প্রমাণের মতো, বিশেষজ্ঞের মতামতের সম্ভাব্য মূল্য ত্রুটির সীমানার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনার দিকে পরীক্ষা করা উচিত। বিজ্ঞানের বিকাশ এবং পরীক্ষার প্রোটোকলের প্রতি বিশ্বস্ততা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষজ্ঞের মতামতের নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য পরামিতি। আদালতের সন্তুষ্টির সীমা অনেক বেশি হয় যখন মতামতের প্রমাণ - প্রসিকিউশন মামলার প্রধান ভিত্তি। যাইহোক, যখন রেকর্ডে অন্যান্য প্রমাণ যেমন বিচারিক স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক পরিস্থিতি - প্রসিকিউশন মামলা প্রতিষ্ঠা করে, তখন PW 25 এবং Exhibit 29a (যা উপরে লিপিবদ্ধ কারণে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বস্ত নয়) এর মতামত প্রমাণ এই ধরনের প্রমাণকে সমর্থন করতে এবং সাইফুলের বিরুদ্ধে অপরাধের সন্ধানে আশ্বাস দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১১৩. অতএব, রেকর্ডের প্রমাণগুলি সন্দেহাতীতভাবে ভুক্তভোগীর ধর্ষণ ও হত্যার ক্ষেত্রে সৈফুলের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে।

জি. <u>ধর্ষণ করার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র-প্রমাণিত হোক না কেনঃ-</u>

(i) **<u>পি. ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫ নির্ভরযোগ্য হোক না কেনঃ-</u>**

১১৪. প্রসিকিউশন পিডব্লিউ ১৪ এবং ১৫-এর উপর নির্ভর করে প্রমাণ করে যে ধর্ষণ ও হত্যা করার জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে পূর্বের কনসার্ট ছিল। পিডব্লিউ ১৪ একজন দিনমজুর। তিনি বলেছিলেন যে তিনি বারাসাতের কালিকাপুরে থাকতেন। তিনি পিডব্লিউ ১৩-এর দূরবর্তী আত্মীয়। তিনি পিডব্লিউ ১৫-কে চিনতেন যিনি তাঁর নিজের গ্রাম 'বাহিরা' থেকে এসেছিলেন। দুজনেই একজন রহিমকে চিনতেন যিনি 'পার খরিবর্ত'-এ থাকতেন। তারা দুজনেই '২/৩' জুন, ২০১৩ -এ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তারা পি. ডব্লিউ. ১৫-এর মোটরসাইকেলে করে জনৈক রহিমের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল

পথে তাঁরা লাঙ্গলপোতার একটি চায়ের দোকানে থামেন। সেখানে তাঁরা আবেদনকারীদের বসে থাকতে এবং চা খেতে দেখেন। আবেদনকারীরা বলছেন কামদুনির মহিলারা তাঁদের দিকে মনোযোগ দেন না। আনসার বলেন পি. ডব্লিউ-এর ১৩ বছরের মেয়ে তাঁকে ঠাট্টা করে। তারপর সৈফুল বলেন যে তাঁকে ৮ বিঘা জমিতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং একটি শিক্ষা দেওয়া হবে।

১১৫. এরপর তারা সেখান থেকে চলে যায়। পি. ডব্লিউ. ১৪-এর জেরা চলাকালীন বলা হয় যে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে সে হুগলিতে কাজের জন্য গিয়েছিল। ডি. ডি. আই. অফিসে গিয়ে বিবৃতি দেয়। তাকে ব্যাপকভাবে জেরা করা হয়। আরও জেরা করার সময় সে ভিন্ন বক্তব্য দেয় যে, সে জুন মাসে হুগলিতে গিয়েছিল। পি. ডব্লিউ. ১৫ ২০১৩ সালের ২ "/৩" জুন পদচ্যুত হয়ে পি. ডব্লিউ. ১৪-এর সাথে রহিমের বাড়িতে যাচ্ছিল। তারা লাঙ্গলপোতার একটি চায়ের দোকানে থামল এবং ভুক্তভোগীর বিষয়ে আবেদনকারীদের মধ্যে আলোচনা শুনল পি. ডব্লিউ. ১৪ বলেছিল যে সে কামদুনি মোরের সত্তু বিক্রেতা বিমল ঘোষের কাকাকে জানাবে কিন্তু তারা তাকে খুঁজে পায়নি। তারা জায়গা ছেড়ে চলে যায়। জেরা করার সময় পি. ডব্লিউ. ১৫ স্বীকার করে যে সে কখনও পি. ডব্লিউ. ১৪-এর বাড়িতে যায়নি, যদিও সে দাবি করে যে সে নিয়মিত রহিমের বাড়িতে যেত। সে স্বীকার করে যে ঘটনার পর সে তার বাড়িতে যায়নি। সে আরও বলে যে সে টেলিভিশনে দেখেছিল যে সিআইডি এই ঘটনা সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নোটিশ প্রকাশ করেছে। সে ৫, ৬, ৭ জুলাই, ২০১৩ তারিখে টেলিভিশনে এটি দেখেছিল। পি. ডব্লিউ. ১৪ তাকে ফোন করে উক্ত খবরটি জানায় টেলিভিশন এবং সে এটা দেখেছে। তা ছাড়া সে এটা দেখেনি যে কোনও জায়গায় তথ্য। অতএব, তারা থানায় গিয়ে বিবৃতি দেয় ।

১১৬. তিনি বলেছিলেন যে তিনি এক মাস আগে তাঁর মোটরসাইকেল বিক্রি করেছিলেন কিন্তু কোনও নথি দেখাতে পারেননি। উভয় সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১১৭. আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী একাধিক পয়েন্টে উপরোক্ত সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সমালোচনা করেছেন। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত সাক্ষীরা আকস্মিক সাক্ষী এবং তাদের দেরিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সাক্ষীদের ব্যাখ্যা যে তারা তাদের বন্ধু রহিমের বাড়িতে যাওয়ার সময় চায়ের দোকানে উপস্থিত ছিলেন রহিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তা প্রমাণিত হয়নি। পি.ডব্লিউ. ১৫ স্বীকার করেছেন যে পুলিশ তাদের শনাক্তকরণের জন্য চায়ের দোকানে নিয়ে যায়নি তবে পি.ডব্লিউ. ৩১ দাবি করেছেন যে তদন্তের সময় তথাকথিত চা দোকানের মালিক, সগবত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তবে, আদালতে সগবত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। আপিলকারীদের মধ্যে আলোচনার পদ্ধতি এবং পরিস্থিতি এবং তাদের পরবর্তী আচরণ সম্পর্কে সাক্ষীদের জবানবন্দিতে গুরুতর অসঙ্গতি রয়েছে। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে তাদের বিলম্বিত পরীক্ষার ব্যাখ্যা প্রমাণিত হয়নি। পি.ডব্লিউ. ৩১ জন দাবি করেছেন যে, ঐ এলাকায় নোটিশ টাঙানো হয়েছে যাতে ঘটনা সম্পর্কে তথ্য ভাগাভাগি করার জন্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু তিনি নোটিশটি উপস্থাপন করেননি বা তিনি বলেননি যে নোটিশ সম্পর্কিত তথ্য সম্প্রচার করা হয়েছে। অন্যদিকে, পি.ডব্লিউ. ১৫ দাবি করেছেন যে তিনি নোটিশ সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন

টেলিভিশন বুলেটিনের মাধ্যমে। তাকে পি. ডব্লিউ. ১৪ দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। পি. ডব্লিউ. ১৪ এই বিষয়ে তাকে সমর্থন করে না।

১১৮. আমি পি.ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫-এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী দাখিলগুলি উদ্বেগের সাথে বিবেচনা করেছি। স্বীকার করতেই হবে, পি.ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫ হল আকস্মিক সাক্ষী। তাদের মধ্যে একজন বারাসতে থাকেন আর অন্যজন বাগুইহাটিতে থাকেন। যদিও তারা দাবি করেছেন যে তারা 'বাহিরা' গ্রামের বাসিন্দা, পি.ডব্লিউ. ১৫ স্বীকার করেছেন যে তিনি কখনও পি.ডব্লিউ. ১৪-এর বাড়িতে যাননি। রহিমের বাড়িতে যাওয়ার জন্য তারা কীভাবে এবং কোথায় একে অপরের সাথে দেখা করেছিলেন তাও স্পষ্ট নয়। তারা দাবি করেছেন যে তারা পি.ডব্লিউ. ১৫-এর মোটরসাইকেলে ভ্রমণ করেছিলেন কিন্তু জেরা করার সময় পি.ডব্লিউ. রেজিস্ট্রেশন চিহ্ন বা মোটরসাইকেল বিক্রির সাথে সম্পর্কিত কাগজপত্রও দিতে পারেননি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কথিত সাধারণ বন্ধু রহিমকে তাদের বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করা হয়নি। যখন প্রসিকিউশন আকস্মিক সাক্ষীদের উপর নির্ভর করে, তখন প্রাসঙ্গিক স্থানে তাদের উপস্থিতির কারণ কী তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। রহিমকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা এই ক্ষেত্রে প্রসিকিউশন মামলার উন্মোচনকে প্রভাবিত করে।

১১৯. এটিও লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে, চায়ের দোকানের মালিক সাগবত মোল্লাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলেও আদালতে হাজির করা হয়নি। এর ফলে ঘটনা সম্পর্কে উক্ত সাক্ষীদের জবানবন্দি সম্পর্কে একটি বিরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উক্ত সাক্ষীদের বিলম্বিত পরীক্ষার ফলে এটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক চার্জশিটে তাদের সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। পি. ডব্লিউ. ৩১ আরও তদন্তের সময় পদচ্যুত হয়ে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে নোটিশ দিয়েছিলেন

ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য ব্যক্তিদের। এই নোটিশগুলি কামদুনি এলাকায় এবং তার আশেপাশে লাগানো হয়েছিল। তিনি উল্লেখিত নোটিশগুলি সম্প্রচারিত হওয়ার বিষয়ে নীরব ছিলেন। পি.ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫ কামদুনি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন না। পি.ডব্লিউ. ১৫ দাবি করেছেন যে তিনি পি.ডব্লিউ. ১৪ থেকে ফোন পেয়েছিলেন যে মামলা সম্পর্কিত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার খবর টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে। পি.ডব্লিউ. ১৫ও এই ধরনের তথ্য দেখেছিলেন এবং তারপর তারা পুলিশের কাছে বিবৃতি দিতে এগিয়ে যান। পি.ডব্লিউ. ১৫-এর সংস্করণ যে পি.ডব্লিউ. ১৪ তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন তা পরবর্তী দ্বারা সমর্থন করা হয়নি। এমনকি পি.ডব্লিউ. ৩১ও উপরোক্ত নোটিশ সম্পর্কিত কোনও সংবাদ প্রচারিত হওয়ার বিষয়ে নীরব। তথ্য শোনার পর সাক্ষীদের আচরণও পরস্পরবিরোধী। পি.ডব্লিউ. ১৪ যিনি ভুক্তভোগীর বাবার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, পি.ডব্লিউ. ১৩ কেবল দাবি করেছেন যে তিনি স্থানটি ছেড়ে গেছেন, পি.ডব্লিউ. ১৫ জন জানিয়েছে যে তারা কামদুনি মোড়ে মৃতের কাকা বিমল ঘোষকে ঘটনাটি জানাতে গিয়েছিল। পি.ডব্লিউ. ১৪, ভুক্তভোগীর মৃত্যুর পরেও ঘটনার বিষয়ে তার আত্মীয়দের না জানানোর তার অস্বাভাবিক আচরণকে ঢাকতে চেষ্টা করেছিলেন, দাবি করে যে তিনি কাজের জন্য হুগলি গিয়েছিলেন কিন্তু এই বিষয়ে তার জবানবন্দি পরস্পরবিরোধী। জেরা করে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি ১ থেকে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে জুলাই মাসে হুগলিতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, আরও জেরা করার সময় তিনি বলেছিলেন যে তিনি ০৭.০৬.২০১৩ সালের আগে বা তার ঠিক পরেই কাজে চলে গিয়েছিলেন। এই অপ্রচলিত অবস্থান আত্মবিশ্বাস জাগায় না এবং পি.ডব্লিউ. ১৪-এর মৃত্যুর পরে অন্তত ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের ঘটনাটি না জানানোর অস্বাভাবিক আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য এতটাই দুর্বল যে, পি.ডব্লিউ. ১৪, ভুক্তভোগীর বাবার কাছে পরিচিত ছিল

এটি অস্বাভাবিক যে তিনি টেলিভিশনের মাধ্যমে নোটিশ প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করবেন বা অন্যথায় ভুক্তভোগী সম্পর্কে তাঁর শোনা অশুভ আলোচনা সম্পর্কিত এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করবেন।

১২০. অবশেষে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পি.ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫ জনকে আগে ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পি.ডব্লিউ. ১৫ জেরা করার সময় এই তথ্য স্বীকার করেছেন। প্রতিরক্ষা পক্ষ চার্জশিট দাখিল করে দাবি করেছে যে পি.ডব্লিউ. ১৪-কে আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযুক্তের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে এবং জেরা করার জন্য পি.ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয়েছে। বিচার আদালত এটি খারিজ করে দিয়েছে এবং সিআরআর. নং ২৭৮৯/২০১৪-এর মাধ্যমে ফৌজদারি সংশোধনের বিষয়বস্তু। যাই হোক না কেন, সাক্ষীরা স্বীকার করেছেন যে তাদের আগে ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শুধুমাত্র এই কারণেই অন্য ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত (বর্তমান মামলার সাথে সম্পর্কিত নয়) একজন সাক্ষীর সত্য জবানবন্দি বাতিল করা যাবে না, তবে সাক্ষী অন্য ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কারণে তার উপর পুলিশের প্রভাবের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে, আদালতের কর্তব্য হলো সতর্কতার সাথে তার সাক্ষ্য পরীক্ষা করা এবং সমর্থন খোঁজা। চা দোকানের মালিক, সগবত মোল্লা বা বন্ধু রহিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ না করা, যার বাড়িতে সাক্ষীরা যাচ্ছিলেন বলে দাবি করেছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। এই পটভূমিতে, আমি পি .ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫-এর সংস্করণের উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি না, যা বিভিন্ন দ্বন্দ্ব এবং অসম্ভাব্যতায় পরিপূর্ণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যে প্রসিকিউশন মামলাটি আলোচনার বিষয়ে

২০১৩ সালের ২/৩ জুন, ২০১৩ লাঙ্গলপোটায় একটি চায়ের দোকানে ভুক্তভোগী সম্পর্কে আপিলকারীদের মধ্যে সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে।

(iii) <u>আপিলকারীদের আচরণঃ-</u>

১২১. প্রসিকিউশন ভুক্তভোগীর সম্পর্কের প্রমাণের উপরও নির্ভর করেছে অর্থাৎ পি. ডব্লিউ. ১, ২, ৭, ১২ এবং ১৩ যা দেখায় যে আপিলকারীরা এলাকায় মেয়েদের মদ্যপান করত এবং বিদ্রূপ করত। পি. ডব্লিউ. ১২, মা বলেন যে ভুক্তভোগী তাকে বলেছিলেন যে আপিলকারীরা তাকে বিদ্রূপ করত এবং সে তার স্বামীকে এই সত্যটি বর্ণনা করেছিল। পি. ডব্লিউ. ১৩ তাকে সমর্থন করেছে। উপরোক্ত প্রমাণগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করা হলেও আবেদনকারীরা ভুক্তভোগী সহ এলাকার মেয়েদের সাথে মদ্যপান ও দুর্ব্যবহার করত। এটি মহিলাদের হয়রানির প্রবণতা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণার জন্ম দিতে পারে তবে কোনও ধারণার দ্বারা এটিকে ভুক্তভোগীর ধর্ষণ করার জন্য মনের বৈঠকের প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

১২২. প্রমাণের এই ধরনের প্রশংসার সমর্থনে কেউ লাভজনকভাবে সাক্ষ্য আইনের ১৪ ধারার দৃষ্টান্ত (পি) উল্লেখ করতে পারে।

১২৩. ষড়যন্ত্রের কোণটি প্রমাণিত না হলেও, একজনকে রেকর্ডে প্রমাণগুলি পরীক্ষা করতে হবে যে সৈফুল ছাড়া অন্য আপিলকারীরা ধর্ষণ করার জন্য পরেরটির সাথে সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নিয়েছে কিনা এবং ভুক্তভোগীর হত্যা।

---

[১৬] ইলাস্ট্রেশন (পি): এ অপরাধের জন্য বিচার করা হয়।

তিনি যে নির্দিষ্ট অপরাধ করার অভিপ্রায় নির্দেশ করে এমন কিছু বলেছেন তা প্রাসঙ্গিক।

তিনি যে এমন কিছু বলেছিলেন যা সেই শ্রেণীর অপরাধ করার জন্য একটি সাধারণ মনোভাব নির্দেশ করে তা অপ্রাসঙ্গিক।

এইচ. <u>অপরাধে আনসারের ভূমিকাঃ-</u>

(i) <u>৮ বিঘা জমির নিয়ন্ত্রণঃ-</u>

১২৪. আনসার ছিলেন দলের নেতা। তিনি এলাকায় ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করতেন। তাঁর প্রভাব এতটাই ছিল যে, ৮ বিঘা জমির ট্রাস্টের মালিকদেরও তাঁর কঠোর কৌশলের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল।

১২৫. ট্রাস্টের ম্যানেজার পিডব্লিউএস ১৮ এবং ২০ এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ঠিকাদার সংক্ষেপে পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। পিডব্লিউ ২০ পিডব্লিউ ১৮-কে নিশ্চিত করেছে যে ট্রাস্টের দ্বারা নিযুক্ত নিরাপত্তা রক্ষীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে আনসারের কাছে চাবি হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এরপরে, আনসার সম্পত্তির দায়িত্বে ছিলেন। এই পটভূমিতে, স্থানীয় লোকেরা আনসার এবং তার সহযোগীদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনও প্রতিবাদ জানাতে বা পুলিশের কাছে যেতে অভিভূত এবং ভয় পেয়েছিল। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের বা অন্য কোনও মহিলার অক্ষমতার জন্য এলাকায় বিরাজমান ভয়কে দায়ী করা যেতে পারে এবং এটি কোনও ভিত্তি হতে পারে না, যেমন আদালতে তাদের বক্তব্যকে অসামঞ্জস্য করার জন্য প্রতিরক্ষা পক্ষের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র ভুক্তভোগীর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পরে লোকেরা সাহস জুটিয়ে এলাকায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সুতরাং, আনসারকে দলের নেতা বলে মনে হয়। তিনি নিয়ন্ত্রণে ছিলেন ৮ বিঘা প্লটের এবং প্লটের চাবিও তাঁর কাছে রাখা হয়েছিল।

(ii) <u>ঘটনার জায়গায় উপস্থিতিঃ-</u>

১২৬. ঘটনার আগে দুপুর ১:০০ টার দিকে আনসার, সাইফুল এবং অন্যান্য আপিলকারীদের আলাঘরের সামনে মাতাল অবস্থায় দেখতে পান। ঘটনার পরপরই, পি.ডব্লিউ. ১ কামদুনি মোড় থেকে ফেরার পথে আনসারকে ৮ বিঘা জমির গেট তালাবদ্ধ করতে দেখেন। সাইফুল তার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন যে তারা ভালো সময় কাটিয়েছেন এবং বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এই তথ্যটি এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়নি। সাইফুলের নামও সেখানে নেই। আমার মতে এই বাদ পড়ার কোনও গুরুত্ব নেই। পি.ডব্লিউ. ১ এফআইআরের লেখক ছিলেন না। এটি পি.ডব্লিউ. ২ দায়ের করেছিলেন এবং পি.ডব্লিউ. ৩ লিখেছিলেন। তারা ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্য। তাদের বোনের আধা-নগ্ন বিকৃত দেহ আবিষ্কার করার পর তারা হতবাক হয়ে পড়েন। এই বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে, পি.ডব্লিউ. ২৯, প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা যিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন, তিনি জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তিনি অতিরিক্ত বাহিনী ডেকে মৃতদেহটি হাসপাতালে নিয়ে যান যেখানে তদন্ত করা হয়। এইরকম চাপপূর্ণ পরিস্থিতিতে P.W. 2 এফআইআর দায়ের করতে বাধ্য হন। কামদুনি মোড় থেকে ফেরার সময় তার ভাই (P.W. 1) আনসার এবং সাইফুলকে একসাথে দেখেছিলেন, এই তথ্য রেকর্ড করতে না পারা P.W. 1 এর বিশ্বাসযোগ্যতা বা সত্যতাকে প্রভাবিত করে না। সাইফুলের স্বীকারোক্তি অনুসারে, তিনি ঘটনাটি এমামুলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং পরবর্তীটি আনসার সহ অন্যদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলেন। এরপর, আনসার তাকে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যেতে বলেন। অতএব, সাইফুল ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে P.W. 2 এফআইআরে সাইফুলের নাম প্রকাশ করেননি।

বাদ দেওয়া স্পষ্টভাবে উপস্থিত পরিস্থিতি থেকে দূরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং প্রসিকিউশন মামলার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে না।

(iii) <u>শরীরে নখের আঁচড়ঃ-</u>

১২৭. আনসারকে ০৮.০৬.২০১৩-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বারাসাত জেলা হাসপাতালে পি. ডব্লিউ. ২৩ দ্বারা চিকিৎসাগতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পি. ডব্লিউ. ২৩ আনসারের শরীরে নিম্নলিখিত আঘাতগুলি খুঁজে পেয়েছেঃ-

"১. বাম বুকের সামনের দিকের দেয়ালে নখের আঁচড়ের দাগ ১" বাম স্তনবৃন্তে চিকিৎসাগতভাবে;

২. বাম বাহুতে কাঁটাযুক্ত জয়েন্টের নীচে এক জোড়া নখের আঁচড়ের দাগ;

৩. রাতের বাহুতে ডান কনুইয়ের জয়েন্টের উপরে নখের আঁচড়ের দাগ। সমস্ত আঘাতেই প্রাণবন্ত প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেছে। আঘাতগুলি খোঁচা দেওয়া হয়নি। নখের কাটা অংশ এবং পিউবিক লোম রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।"

১২৮. প্রসিকিউশন উপরোক্ত পরিস্থিতি এবং তার শরীরের আঘাত সম্পর্কে আনসারের মিথ্যা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে সে ধর্ষণ করার জন্য সৈফুলের সাথে সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নিয়েছে। অন্যদিকে, আনসারের বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে গণধর্ষণ সম্পর্কিত প্রসিকিউশন মামলাটি সৈফুলের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য থেকে মৃত্যুর আঘাত পেয়েছে। এটিও যুক্তি দেওয়া হয় যে গ্রেপ্তারি মেমো আনসারের উপর কোনও শারীরিক আঘাত প্রকাশ করেনি এবং তিনি দাবি করেছেন যে পুলিশ হেফাজতে হামলার কারণে তিনি আঘাত পেয়েছেন।

১২৯. গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই পি. ডব্লিউ. ২৩ আনসারকে পরীক্ষা করে এবং তার বুক ও বাম বাহুতে পেরেকের আঁচড়ের ক্ষত খুঁজে পায়। আঘাতের উপস্থিতি সম্পর্কে একজন মেডিকেল অফিসারের প্রমাণ গ্রেপ্তারি স্মারকলিপিতে নোটিংকে ছাপিয়ে যায় যা একজন পুলিশ অফিসার দ্বারা তৈরি করা হয় যিনি আবেদনকারীর দেহটি পর্যাপ্ত মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেননি। এর অনুপস্থিতি গ্রেপ্তারি স্মারকলিপিতে আঘাতের ফলে আসার খুব কমই পরিণতি হবে

গ্রেফতারের সময় আনসারের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তাছাড়া, আনসার প্রাথমিক সুযোগে অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার সময় শারীরিক আক্রমণের কোনও অভিযোগ উত্থাপন করেননি। বিচারের সময় শুধুমাত্র শারীরিক আক্রমণের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে টাক প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাছাড়া, জেরায় পি.ডব্লিউ. ২৩ অস্বীকার করেছে যে আনসারের উপর এই ধরনের আঘাত আঙুলের আংটির কারণে হতে পারে, যেমনটি আসামিপক্ষের পরামর্শ ছিল। এটাও লক্ষণীয় যে শারীরিক আক্রমণের কারণে আঘাতের অভিযোগ প্রাথমিক পর্যায়ে উত্থাপন করা হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার সময় আনসার কোনও শারীরিক আক্রমণের অভিযোগ উত্থাপন করেননি। বিলম্বে বিচারের সময় তিনি ডাক্তার (পি.ডব্লিউ. ২৩) এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে প্রশ্ন তোলেন যে আক্রমণের সময় আঙুলের আংটির কারণে আঘাতের চিহ্ন থাকতে পারে। ডাক্তার এটিও অস্বীকার করেছেন।

১৩০. অতএব, আনসারের শরীরের আঘাতের বিষয়ে তার ব্যাখ্যায় আমি খুব একটা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। অন্যদিকে, তার বুকে এবং বাম হাতে নখের আঁচড়ের চিহ্নের মতো আঘাতের চিহ্নগুলি থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, ঘটনার সময় তিনি ভুক্তভোগীকে পরাজিত করতে অংশ নিয়েছিলেন।

(iv) <u>সৈফুলের স্বীকারোক্তির অতিরঞ্জিত অংশ-সহজাতভাবে অসম্ভবঃ-</u>

১৩১. প্রতিরক্ষা পক্ষ দ্বারা হাইলাইট করা আরেকটি দিক হল সৈফুলের স্বীকারোক্তি। সৈফুলের স্বীকারোক্তি আনসার সহ অন্যান্য আবেদনকারীদের অব্যাহতি দেয়। সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৪ একজন অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি দেয় যতদূর পর্যন্ত তিনি উদ্বিগ্ন গ্রহণযোগ্য যদি স্বীকারোক্তিটি না হয়

হুমকি, বলপ্রয়োগ বা প্ররোচনার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারাটি একই বিচারে অন্যের বিরুদ্ধে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিকে সমর্থনমূলক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ৩০ নং ধারায় 'অন্যের বিরুদ্ধে' শব্দটি স্পষ্ট করে দেয় যে আইনের উক্ত বিধানটি স্বীকারোক্তির একটি প্ররোচনামূলক অংশকে বোঝায় এবং সহ-অভিযুক্তের দ্বারা স্বীকারোক্তির অব্যাহতিমূলক অংশকে বোঝায় না। এই ধরনের বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার পিছনে যুক্তি স্পষ্ট। স্বীকারোক্তি প্রদানকারী যে একজন অভিযুক্ত, তাকে প্রসিকিউটর দ্বারা জেরা করা যাবে না। অতএব, সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির একটি অব্যাহতিমূলক অংশ অন্য কোনও প্রসিকিউটরের কুসংস্কারের জন্য ব্যবহার করতে পারে না যিনি নির্মাতাকে জেরা করতে অক্ষম।

১৩২. কিন্তু ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১ ধারা অনুসারে, যে তথ্যটি অন্যথায় প্রাসঙ্গিক নয়, তা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে যদি তা ইস্যু বা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির বর্জনমূলক অংশটি সাক্ষ্য আইনের ১১ ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক হতে পারে যদি এটি ইস্যু বা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

১৩৩. বর্তমান মামলায়, প্রসিকিউশন প্রমাণ করার প্রস্তাব করেছে যে ধর্ষণের সময় সাইফুল আনসার এবং অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। সাইফুলের স্বীকারোক্তির দায়মুক্তিমূলক অংশটি বিষয়বস্তুর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং যদি সত্য হয় তবে এর অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ হবে। তবে, এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে, আদালতকে স্বীকারোক্তির দায়মুক্তিমূলক অংশের সত্যতা বা নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত একজন পুরুষ অন্যদের দায়মুক্তি দেওয়ার সময় নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। এই ধরনের ক্ষেত্রে এটি খণ্ডন করার জন্য প্রসিকিউশনের উপর একটি ভারী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়

স্বাভাবিক মানব আচরণ এবং শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি রয়েছে যা স্বীকারকারীকে অন্যদের রক্ষা করার জন্য তার অপরাধ স্বীকার করার সময় প্ররোচিত করেছিল।

১৩৪. বর্তমান মামলায় কি এই ধরনের তথ্যের অস্তিত্ব রয়েছে? সৈফুলের স্বীকারোক্তির আরও গভীর তদন্ত করলে এর উত্তর পাওয়া যাবে। সৈফুল তার স্বীকারোক্তিতে স্বীকার করে যে আনসারই ছিল তার অর্থনৈতিক জীবিকার উৎস। সে তার অধীনে কাজ করত এবং জীবিকা নির্বাহ করত। নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে আরও জানা যায় যে সৈফুল ও অন্যান্য আপিলকারীদের উপর আনসারের নিয়ন্ত্রণ ছিল। এমনকি সৈফুলের স্বীকারোক্তি অনুসারে দুর্ভাগ্যজনক দিনেও সৈফুল আনসারের অধীনে কাজ করেছিল এবং তাকে ও অন্যদের খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে নিজের অপরাধ স্বীকার করা সৈফুল যে তার মনিবকে আইনের কঠোরতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল তা অসম্ভব নাও হতে পারে। তাকে হয়তো এই আশায় প্ররোচিত করা হয়েছিল যে আরও সম্পদশালী আনসার (যদি খালাস পায়) তাকে এবং তার পরিবারকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

১৩৫. এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে একটি স্বীকারোক্তি অবশ্যই সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে এবং স্বীকারোক্তির ক্ষমাশীল অংশটি বাদ দেওয়া যাবে না। এই প্রস্তাবটি সর্বজনীন প্রয়োগের নয়। যে ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির ক্ষমাশীল অংশগুলি সহজাতভাবে অসম্ভব এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সে ক্ষেত্রে প্ররোচনামূলক অংশের উপর নির্ভর করে উক্ত অংশগুলি উপেক্ষা করা যেতে পারে [১৭]।

১৩৬. সাইফুলের স্বীকারোক্তির দায়মুক্তিমূলক দিকটি আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখি। রেকর্ডে থাকা প্রমাণ থেকে জানা যায় যে আনসারের

---

[১৭] নিশি কান্ত ঝা বনাম বিহার রাজ্য, (১৯৬৯) ১ এস. সি. সি ৩৪৭ (অনুচ্ছেদ ১৪ থেকে ২৩)

৮ বিঘা প্লটের প্রবেশের চাবিকাঠি। তার স্বীকারোক্তিতে, সৈফুল দাবি করেন যে তিনি সীমানার চাবি দিয়ে শিকারকে অনুসরণ করেছিলেন এবং অপরাধ করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। 'তিনি চাবি সংগ্রহ করেছিলেন' এই এড়িয়ে যাওয়া বিবৃতিটি অনসারের কাছে চাবি রাখার রেকর্ডের প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দুর্ভাগ্যজনক দিনে, তারা ফেরিগুলিতে অর্থাৎ জলাশয়ে কাজ করত। কাজ শেষ হওয়ার পরে দাবি করা হয় যে আনসার ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গেছে। ১৩৭। এই পটভূমিতে, সৈফুলের দাবি যে আনসার চলে গেছে তা অসম্ভব, অন্যথায় তিনি ৮ বিঘা প্লটে প্রবেশাধিকার পেতেন না।

১৩৭. এই পটভূমিতে, সাইফুলের দাবি যে আনসার চলে গেছে, তা 'অসম্ভব' কারণ অন্যথায় ৮ বিঘা জমিতে তার প্রবেশাধিকার ছিল না। এই পটভূমি থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে সাইফুল 'আনসার উপস্থিত ছিলেন এবং গেট খুলতে এবং অপরাধ সংঘটনে তাকে সাহায্য করেছিলেন' তা স্বীকার না করে চাবি সংগ্রহের একটি এড়িয়ে যাওয়ার দাবি করেছিলেন। এটি আনসারের শারীরিক আঘাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা 'তদন্তের ২৪ ঘন্টার মধ্যে, অর্থাৎ ঘটনার দিন' তার উপর পড়েছিল এবং এখনও তার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, পুলিশ হেফাজতে এই ধরণের আঘাত সম্পর্কে তিনি দেরিতে মিথ্যা ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণে পরিস্থিতি 'সংলগ্ন হয়ে ওঠে' । আনসারদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অপরাধমূলক পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনসার ছিলেন দলের নেতা এবং সাইফুল তার জীবিকার জন্য সম্পূর্ণরূপে তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ৮ বিঘা জমির চাবি তার কাছে ছিল। দুর্ভাগ্যজনক দিনে আনসার সাইফুল ও ভুট্টোকে ৮ বিঘা জমির পাশের ভেড়িতে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছিল। এরপর সে তাদের এবং অন্যান্য আপিলকারীদের তার আলাঘরে মদ ও খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল। এরপর সাইফুল অপরাধটি করে।

১৩৮. কমিশন চলাকালীন আনসারের উপস্থিতি সম্পর্কে সৈফুলের বাদ দেওয়া অপরাধ সহজাতভাবে অসম্ভব এবং অন্যান্য এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ

পরিস্থিতি এবং নিচে সংক্ষেপে বর্ণিত কারণগুলির জন্য আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে নাঃ-

(ক) তার স্বীকারোক্তিতে সৈফুল নীরব ছিলেন যেখান থেকে তিনি চাবিটিতে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। আনসার চক্রান্তের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং চাবি তার কাছে থাকত। যদি আনসার সাইফুলের কাছে চাবি হস্তান্তর করতে উপস্থিত না থাকত তবে পরেরটির পক্ষে ভুক্তভোগীকে ৮ বিঘা জমির ভিতরে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে ধর্ষণ করা সম্ভব হত না;

(খ) ভুক্তভোগীর উপর আক্রমণের সময় আনসারের উপস্থিতি তার বুক এবং বাম বাহুতে পাওয়া প্রতিশোধমূলক পেরেকের চিহ্ন দ্বারা সমর্থিত হয়;

(গ) আনসারের দেওয়া মিথ্যা ব্যাখ্যা যে পুলিশ হেফাজতে হামলার কারণে আঘাত করা হয়েছিল তা বিলম্বিত এবং ডাক্তারের প্রমাণ দ্বারাও অসম্ভব, পি. ডব্লিউ. ২৩;

(ঘ) পি. ডব্লিউ. ১ দ্বারা উল্লিখিত ঘটনার পরপরই আনসারের উপস্থিতি এবং সাইফুলের সাথে তার আলোচনাও অপরাধে তার অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়;

(ঙ) পরবর্তীকালে, পি. ডব্লিউ. ৯ এবং ১০ পদচ্যুত হলে তারা আনসারকে দেহটি অপসারণের বিষয়ে অন্যান্য আপিলকারীদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে দেখেছিল।

১৩৯. এই পরিস্থিতিগুলি স্পষ্টভাবে আনসারের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে যে সাইফুলের সাথে ধর্ষণ ও হত্যা করার সাধারণ অভিপ্রায় ছিল ভুক্তভোগীর।

I. ভুট্টো, ইমামুল, ভোলা এবং আমিনের ভূমিকাঃ-

১৪০. পি. ডব্লিউ. ১-এ বলা হয়েছে যে সে তার বোনকে বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে গেছে। তার বোন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। বিকেলে সে তাকে ফিরিয়ে আনতে বাসস্ট্যান্ডে যায়। তাকে খুঁজে পায় না। তার কাকা, যার বাসস্ট্যান্ডে একটি দোকান ছিল, তাকে বলে যে তার বোন জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। সে বাড়ি ফিরে আসে। তার মা জানায় যে তার বোন বাড়ি ফিরে আসেনি। সে আবার বিষয়টি জিজ্ঞাসাবাদ করতে বাসস্ট্যান্ডে যায়। ফিরে আসার পর সে আনসারকে ৮ বিঘা জমির গেটে তালা দিয়ে থাকতে দেখে। তার পাশে সৈফুল দাঁড়িয়ে ছিল। সাইফুল আনসারকে বলছিল যে তাদের ভালো সময় কাটছে এবং তাদের বাড়ি যাওয়া উচিত। যখন পি. ডব্লিউ. ১-কে ২৭.০৯.২০১৩-এ পরীক্ষা করা হয়, তখন সে একটি সাধারণ বিবৃতি দেয় যে অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বসে তাস খেলছিল যখন সে গেটের সামনে আনসার ও সৈফুলকে দেখে। সাক্ষী অন্য আবেদনকারীদের এবং আনসার ও সৈফুলের মধ্যে কোনও প্রকাশ্য কাজ বা কথোপকথনের বিষয়ে উল্লেখ করে না যা এমন ধারণা দেবে যে তারা অপরাধ করার জন্য আনসার ও সৈফুলের সাথে সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নিয়েছে। এমনকি আনসার ও সৈফুল ছাড়া সাক্ষী যাদের দেখেছিল তাদের পরিচয়ও সন্দেহজনক। ২৭.০৯.২০১৩-এ সাক্ষী কেবল গোপাল ও ভোলার নাম সনাক্ত করতে পেরেছিল। চার মাস পর তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি ইমামুল, নুরো, গোপাল, ভোলা, আমিন ও রফিকুলকে শনাক্ত করেন। আপিলকারীরা পি. ডব্লিউ. ১-এর মতো একই এলাকায় থাকত। তিনি তাদের পরিচয় ও আচরণের সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে, সাক্ষী তার পরীক্ষার সময় ইমামুল ও আমিন আলীর নাম উল্লেখ করতে ব্যর্থ হন চার মাস পরে এগুলি অলঙ্করণের একটি স্পষ্ট উদাহরণ এবং উচিত নয়

বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়া হোক। এমনকি ভোলার ক্ষেত্রেও, সাক্ষীর বক্তব্য খুবই সাধারণ এবং অ-নির্দিষ্ট। তিনি ভোলার এমন কোনও 'প্রকাশ্য কাজ বা মন্তব্যকে দায়ী করেননি যা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে আনসার এবং সাইফুলের সাথে 'অংশগ্রহণ বা অভিন্ন উদ্দেশ্য' র ধারণা তৈরি করে।

১৪১. পি. ডব্লিউ. ১ ছাড়াও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাক্ষীরা হলেন পি. ডব্লিউ. ৯ এবং ১০। পি. ডব্লিউ. ১০ বলেছেন যে তিনি আনসার, সৈফুল, ইমামুল এবং ভুট্টোকে আলাঘরের সামনে ১টার দিকে মাতাল অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি ভোলা এবং গোপালকেও দেখেছিলেন।

১৪২. ভোলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দেন (প্রদর্শনী-৮)। তিনি বলেন যে তিনি আলাঘরে গিয়েছিলেন যেখানে সৈফুল, আনসার, ইমামুল, ভুট্টো এবং গোপাল মদ্যপান করছিলেন। তিনি তাদের সাথে মদ্যপান করেছিলেন। তারপর তিনি গোপালের সাথে জায়গা ছেড়ে চলে যান। সন্ধ্যায় তিনি কামদুনি মোরে এসেছিলেন এবং ইমামুল, ভুট্টো এবং আনসারকে রাতে কীভাবে মৃতদেহ দাফন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছিলেন। আনসার বলেছিলেন যে সৈফুল একটি অবিবাহিত মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যা করেছে। ভুট্টো তাকে এই ঘটনা কাউকে না জানানোর জন্য হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি ভুক্তভোগীর পরিচয়ও জানতে পেরেছিলেন।

১৪৩. ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সৈফুলের স্বীকারোক্তি এবং ভোলার অব্যাহতিমূলক বিবৃতি পি. ডব্লিউ. ১০-এর সাক্ষ্যকে সমর্থন করে। কিন্তু সৈফুল তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন যে এই আবেদনকারীরা এবং আনসার ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গেছে। উপরে লিপিবদ্ধ কারণগুলির জন্য, আমি আনসারের বিরুদ্ধে সৈফুলের বক্তব্যের এই অংশের উপর নির্ভর করিনি।

১৪৪. ৮ বিঘা জমির নিয়ন্ত্রণ ও দখল ছিল আনসারের, যে হল, ঘটনার স্থান। প্লটটি লক করা ছিল এবং চাবিটি ছিল

আনসারের নিকট। তার স্বীকারোক্তিতে সাইফুল স্পষ্ট করে বলেনি যে সে কীভাবে চাবি ধরেছিল। অপরাধটি করার জন্য আনসারের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া এটি সম্ভব ছিল না। সাইফুল তার জীবিকার জন্য পুরোপুরি আনসারের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং পরেরটির উপর প্রচুর প্রভাব ছিল। এটি সাইফুলকে আনসারকে রক্ষা করার জন্য তার বক্তব্যটি তৈরি করতে বাধ্য করেছিল। এই প্ররোচনামূলক কারণগুলি অন্যান্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেমন, ইমামুল, ভুট্টো, আমিন এবং ভোলা। তদনুসারে, সাইফুলের স্বীকারোক্তি যে এই আবেদনকারীরা ঘটনার আগে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গিয়েছিল তা সত্য এবং নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। ঘটনার সময় এই আপিলকারীদের উপস্থিতি এবং ধর্ষণ ও হত্যা করার জন্য সৈফুল ও আনসারের সাথে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেওয়া প্রতিষ্ঠিত হয় না।

১৪৫. প্রসিকিউশন যুক্তি দিয়েছে যে আমিন আলীর বাহু এবং কাঁধে আঁচড়ের দাগ অপরাধমূলক পরিস্থিতি যা উক্ত আপিলকারী ব্যাখ্যা করেননি। এর ফলে অপরাধে আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি প্রতিকূল সিদ্ধান্ত তৈরি হয়। আমি এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অক্ষম। ডাক্তার আমিন আলীর বাহু এবং কাঁধে আঁচড়ের দাগগুলি লক্ষ্য করেছেন। আমিন আলী দাবি করেছেন যে তিনি একটি মার্বেলের দোকানে কাজ করতেন এবং তার কাজের সময় আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ডি.ডব্লিউ. ১ পরীক্ষা করেছেন। বিচারক উক্ত বিবাদী সাক্ষীর কথা বিশ্বাস করেননি। এর উপর নির্ভর করে, প্রসিকিউশন আমিন আলীর মিথ্যা ব্যাখ্যা দাখিল করলে তার মামলা আরও শক্তিশালী হবে।

১৪৬. পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি মামলায়, প্রসিকিউশন শুধুমাত্র এর পরে অতিরিক্ত লিঙ্ক হিসাবে অভিযুক্তের দ্বারা মিথ্যা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করতে পারে অন্যান্য অপরাধমূলক পরিস্থিতিতে মার্শালিং একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান

অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায়। [১৮] রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, প্রতিরক্ষার দুর্বলতার উপর নয়। আনসারদের মতো, অপরাধে আমিন আলীর উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। পি.ডব্লিউ. ১ প্রথমবারের মতো আমিন আলীর নাম উল্লেখ করেননি যখন তিনি আনসারকে ৮ বিঘা জমির গেট তালাবদ্ধ করতে এবং সাইফুলকে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। চার মাস পর তিনি তার বক্তব্যটি অলংকৃত করেন এবং আমিন আলীর নামকরণ করেন। আনসার যখন গেট তালাবদ্ধ করছিলেন তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমিন আলীকে বিলম্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করাকে এক চিমটি লবণের মতো মনে করা উচিত। তাছাড়া, পি.ডব্লিউ. ১০ দুপুর ১:০০ টায় আলাঘরের সামনে অন্যান্য আপিলকারীদের সাথে আমিন আলীকে দেখতে পাননি। পি.ডব্লিউ. ৯ এবং ১০ সন্ধ্যায় আমিন আলীর উপস্থিতি সম্পর্কেও নীরব ছিলেন যখন অন্যান্য আপিলকারীদের গোপনে আলোচনা করতে এবং সেই স্থানের দিকে ইঙ্গিত করতে দেখা গিয়েছিল যেখানে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। আনসারদের বিপরীতে, আমিন আলীর উপর আঘাতগুলিকে 'নখের আঁচড়' হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি বরং 'আঁচড়ের আঁচড়' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি প্রসিকিউশনের মামলাটিকেও অসম্পূর্ণ করে তোলে যে ধর্ষণের সময় যখন ভিকটিম নখের আঁচড়ের আঁচড়ের কারণে আমিন আলী এই ধরনের আঘাত পেয়েছিলেন।

১৪৭. প্রসিকিউশন মামলা যে ইমামুল, ভুট্টো, ভোলা এবং আমিন আলী সাইফুল এবং আনসারের সাথে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য সাধারণ অভিপ্রায় ভাগ করে নিয়েছিলেন, ভুক্তভোগী একটি অস্থির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং এটি বলা যায় না প্রমাণিত।

---

[১৮] শরদ বর্ধিচাঁদ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (১৯৮৪) ৪ এস. সি. সি ১১৬ (অনুচ্ছেদ ১,৫১,১৫৯ এবং ১৬০)

জে. <u>প্রমাণের অন্তর্ধান ঘটানোর ষড়যন্ত্রঃ-</u>

১৪৮. অনুসন্ধানের সময় পি. ডব্লিউ. ৯ ও ১০-এর মধ্যে দেখা যায় যে, আবেদনকারীরা (আমিন আলী, নুরো ও রফিকুল ছাড়া) ৮ বিঘা জমির কাছে দাঁড়িয়ে সন্দেহজনক আচরণ করছে। পি. ডব্লিউ. ৯-এ বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল এবং গোপালকে সীমানা প্রাচীরের পিছনে কিছু দেখিয়েছে। পি. ডব্লিউ. ১০ দাবি করেছে যে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল এবং সে তাদের কাছে আসার সাথে সাথেই চুপ করে যায়। এই পরিস্থিতিগুলি দেখায় যে আমিন আলী, নুরো এবং রফিকুল ছাড়া আবেদনকারীদের মধ্যে মনের বৈঠক হয়েছিল। ঘটনার পরে তারা গোপনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল এবং ৮ বিঘা সীমানা প্রাচীরের পিছনের একটি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করছিল যেখানে ভুক্তভোগীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। উপরোক্ত প্রমাণটি সৈফুলের স্বীকারোক্তির দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে অন্যান্য আপিলকারীরা তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মৃতদেহটি পরে নিষ্পত্তি করা হবে।

১৪৯. সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি কোনও মূল প্রমাণ নয়। তবে, এটি রেকর্ডের অন্যান্য প্রমাণগুলিকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা প্রাথমিকভাবে অপরাধের উপাদানগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে। রেকর্ডের প্রমাণগুলি দেখায় যে ভুক্তভোগীকে ৮ বিঘা প্লটে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল এবং তার দেহ উক্ত প্লটের পিছনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। অপরাধের অপরাধী অর্থাৎ সৈফুলকে অন্যান্য আবেদনকারীদের সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এবং যে জায়গা থেকে দেহটি পরে উদ্ধার করা হয়েছিল সেই জায়গাটির দিকে ইঙ্গিত করতে দেখা গেছে। আপিলকারীরা আমিন আলী, নুরোর পাশাপাশি পি. ডব্লিউ. ১০ যখন তাদের কাছে আসে তখন রফিকুল চুপ করে যায়।

১৫০. অতএব, উপরোক্ত প্রমাণগুলি রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে প্রতিষ্ঠিত করে যে আপিলকারী সাইফুল, আনসার, এমামুল, ভুট্টো এবং ভোলা ঘটনার পর মৃতদেহ কীভাবে সৎকার করা হয় সে সম্পর্কে গোপনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, যা সহ-আপিলকারী সাইফুলের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি যদি কেউ পি.ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫ এর প্রমাণ বাদ দেয়, তবে সাইফুলের স্বীকারোক্তি দ্বারা নিশ্চিত হওয়া রেকর্ডে থাকা প্রমাণগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে সাইফুল, আনসার, এমামুল, ভুট্টো এবং ভোলা প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করার জন্য প্রমাণ অদৃশ্য করার জন্য একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণগুলি আমিন আলী, নুরো এবং রফিকুলকে এই ক্ষেত্রেও জড়িত করে না। অতএব, আমি মনে করি যে সাইফুলকে আনসারের সহায়তায় এবং প্ররোচনায় হত্যা এবং গণধর্ষণ করার পরে, প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। তারা এমামুল, ভুট্টো এবং ভোলার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেদের আড়াল করার জন্য প্রমাণ অদৃশ্য করার জন্য লিপ্ত হয়েছিল। তবে, এই বিষয়ে আমিন, নুরো, রফিকুলের ভূমিকা সম্পর্কে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কে. <u>রাষ্ট্রের আপিল-নুর এবং রফিকুলের খালাস/ মুক্তি ন্যায়সঙ্গত কিনাঃ-</u>

১৫১. পি. ডব্লিউ. ১-এর প্রমাণ ছাড়া সাক্ষীদের মধ্যে কেউই দুর্ভাগ্যজনক দিনে আলাঘরে বা ৮ বিঘা জমির কাছে নুরো ও রফিকুলের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেননি। এমনকি পি. ডব্লিউ. ১-ও আই. ডি. ১-এ জবানবন্দি দেওয়ার সময় এই আবেদনকারীদের কারোরই নাম উল্লেখ করেননি যারা আনসারের তালা দেওয়ার সময় বসে তাস খেলছিল। ৮ বিঘা জমির গেট এবং সাইফুল পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। চার ঘণ্টা পর

কয়েক মাস আগে তিনি এই আবেদনকারীদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্য সাজিয়েছিলেন এবং এই আবেদনকারীদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। অন্য কোনও সাক্ষী অপরাধে আপিলকারীদের ভূমিকা প্রকাশ করেননি। সাধারণ বিবৃতি যে এই অভিযুক্তরা ভুক্তভোগী সহ মহিলাদের বিদ্রূপ করতেন, তারা ষড়যন্ত্র করেছিলেন বা অন্যের সাথে ধর্ষণ ও হত্যা করার সাধারণ অভিপ্রায় ভাগ করে নিয়েছিলেন এমন একটি অনুমানে আসার ভিত্তি হতে পারে না। এই বিষয়ে বিচারকের দ্বারা সাক্ষ্যের প্রশংসা যুক্তিসঙ্গত এবং বিকৃত বলে বলা যায় না। খালাসের সমর্থনে বিচার আদালতের অনুসন্ধানগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং বিকৃত নয় এবং রেকর্ডের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হলে, আদালত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক হবে। এগুলি ছাড়াও, আমি স্বাধীনভাবে নথিতে থাকা প্রমাণের প্রশংসা করেছি এবং আমি নিশ্চিত যে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক রেকর্ড করা খালাস নুরোর পক্ষে এবং রফিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না।

এল. <u>উপসংহারঃ-</u>

i. <u>দোষী সাব্যস্তকরণঃ-</u>

১৫২. উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, আমি সাইফুল আলীকে ধারা 376A, 376D, 302 এবং 120B/201 IPC এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য এবং আনসার আলীকে 376A/120B, 376D, 302/120B এবং 120B/201 IPC এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করছি।

১৫৩. আমি এসকে দোষী সাব্যস্ত করি। এমামুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম @ ভুট্টো এবং ভোলা নস্কর @ ভোলানাথ নস্কর 120B/201 আইপিসি ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য। আমি খালাস বা মুক্তি দিলাম Sk. এমামুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম @ ভুট্টো এবং ভোলা নস্কর @ ভোলানাথ নস্কর

ভারতিয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬ঘ ধারার অধীনে অভিযোগ থেকে । আমি আমিন আলীকে তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দিচ্ছি। আমি নূর আলী @নুরো এবং রফিকুল ইসলাম গাজী @রফিক গাজী ২-এর খালাস বহাল রেখেছি।

ii. <u>শাস্তিঃ-</u>

১৫৪. বিচারক আনসার আলী, আমিন আলী এবং সাইফুল আলীকে মৃত্যুদণ্ড এবং শেখ এমামুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম @ ভুট্টো এবং ভোলা নস্কর @ ভোলানাথ নস্করকে তাদের স্বাভাবিক জীবনের শেষ পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। এমামুল, ভুট্টো এবং ভোলাকে ৩৭৬D ধারার অধীনে অপরাধ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। তাদের ২০১ ধারার সাথে পঠিত আইপিসি ধারা ১২০B এর অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছরের কারাদণ্ড।

১৫৫. এস. এমামুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম @ ভুট্টো এবং ভোলা নস্কর @ ভোলানাথ নস্কর ইতিমধ্যেই ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাভোগ করেছেন। যেহেতু তারা মূল সাজার চেয়ে বেশি সময় ধরে কারাভোগ করেছেন, তাই তাদের প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে, অনাদায়ে আরও তিন মাস সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। জরিমানা জমা দেওয়ার পর, অন্য কোনও মামলায় তাদের প্রয়োজন না হলে, বিচারিক আদালতের সন্তুষ্টি অনুসারে একটি বন্ড কার্যকর করার পর, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৭এ ধারা অনুসারে ছয় মাসের জন্য বলবৎ থাকবে।

১৫৬. বিচারিক আদালত এই হত্যাকাণ্ড এবং ধর্ষণকে পূর্বপরিকল্পিত বলে রায় দিয়েছে। ভুক্তভোগী আবেদনকারীদের উপহাস করেছিল। তাই, তারা তাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করেছিল। আদালত উল্লেখ করে অপরাধের বর্বরতার কথা উল্লেখ করেছে ভুক্তভোগীর গোপনীয় অংশে আঘাত।

১৫৭. প্রথম ইস্যুটির ক্ষেত্রে আমি অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী পি.ডব্লিউ. ১৪ এবং ১৫-কে অবিশ্বাস করেছি। অতএব, ভুক্তভোগীর কথিত অবজ্ঞার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আপিলকারীদের পূর্বের সংঘবদ্ধতা প্রমাণিত হয়নি।

১৫৮. দ্বিতীয় সংখ্যার ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের ডাক্তার যোনিতে দুটি আঘাতের কথা উল্লেখ করেছেনঃ-

"(i) ৫টা এবং ৬টায় পশ্চাদবর্তী যোনি প্রাচীরে ক্ষতবিক্ষত ½" X ¼" যোনি টিস্যু এবং পশ্চাদবর্তী ফোরচেটের ছিঁড়ে যাওয়ার প্রমাণ;

(ii) যোনির বাম পাশের উপরের অংশে ভল্ট পর্যন্ত প্রসারিত ক্ষতবিক্ষত ক্ষত ২" X ১ ½" যোনি টিস্যু।"

তিনি মতামত দিয়েছিলেন যে লিঙ্গ জোরপূর্বক প্রবর্তনের ফলে আঘাতগুলি হতে পারে। জেরা চলাকালীন তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ভুক্তভোগীর পেটের অংশে কোনও অভ্যন্তরীণ আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বাহ্যিক শ্রোণী অংশে কোনও আঘাত লক্ষ্য করা যায়নি এবং পিছনের চারচেটে, হাইমেন এবং যোনি টিস্যুতে টিয়ার গভীরতা উল্লেখ করা হয়নি।

১৫৯. অভিযোগকারীর জন্য শিক্ষিত আইনজীবী **মুকেশ এবং আরেকজন বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং অন্যান্যদের** [১৯] উপর নির্ভর করেছিলেন। অপরাধের বর্বরতার যুক্তি দেওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য। মুকেশ (উপরে)-তে ভুক্তভোগী এবং তার প্রেমিককে লোহার রড এবং লাথি দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। তারপরে, তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। তার মুখ, ঠোঁট, স্তন এবং যৌনাঙ্গ এবং শরীরের অন্যান্য অংশে কামড়ের চিহ্ন ছিল। তার পুরো অন্ত্র ছিদ্রযুক্ত এবং ছিদ্রযুক্ত ছিল। তাকে হত্যা করার জন্য তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি বের করে আনা হয়েছিল। যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে ঠোঁটে ক্ষত, যোনিতে আঘাত এবং মস্তিষ্কে রক্তের অতিরিক্ত বিস্তার লক্ষ্য করা গেছে, ডাক্তার বলেছেন মৃত্যু

---

[১৯] (২০১৭) ৬ এস. সি. সি ১

শ্বাসরোধের কারণে এবং যোনিতে আঘাতের ঘটনাগুলি জোরপূর্বক যৌন মিলনের কারণে ঘটেছিল। তিনি যোনিতে আঘাতের গভীরতা উল্লেখ করেননি - অথবা ভুক্তভোগীর পেট বা শ্রোণী অংশে কোনও আঘাতের কথা উল্লেখ করেননি। এটি দেখায় যে ভুক্তভোগীর আঘাতের তুলনা **মুকেশ** (উপরে) -এ উল্লিখিত ব্যাপক এবং নৃশংস আঘাতের সাথে করা যায় না, যা সেই মামলায় মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি ছিল। এর অর্থ এই নয় যে - একজন অসহায় মেয়ের উপর ধর্ষণ এবং হত্যার অপরাধ কোনও গুরুতর এবং জঘন্য অপরাধ নয়। রাষ্ট্র এবং অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবটি 'অগ্রসর করা হয়েছে যে অপরাধের নৃশংসতা' মুকেশ (উপরে) -এর মতো মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য তা পরীক্ষা করার জন্য আদালতকে আঘাতের প্রকৃতির সাথে এই ভয়াবহ তুলনা করার জন্য বলা হচ্ছে।

১৬০. যেহেতু **বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য** [২০] এটি আইনের একটি স্থির প্রস্তাব যে অপরাধের বীভৎস প্রকৃতি মৃত্যুদণ্ডের ন্যায্যতা প্রমাণের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে অপরাধীর সংস্কার ও পুনর্বাসনের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিকল্প সাজা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত করা হয়েছে, তবে উভয়কেই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার পরে একটি ভারসাম্য পত্র তৈরি করতে হবে। প্রশমনকারী কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময়, **বচন সিং** (উপরে) অপরাধীর সংস্কার ও পুনর্বাসনের সম্ভাবনাকে নিম্নরূপ বাতিল করার জন্য প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের উপর একটি কর্তব্য আরোপ করেছিলেনঃ-

*"২০৬. পরিস্থিতি প্রশমিত করা---------- * * * * * * * * **

*(১) **************

---

[২০] (১৯৮০) ২ এস. সি. সি. ৬৮৪

(২) **********

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিংসতায় অপরাধমূলক কাজ না করার সম্ভাবনা যা সমাজের জন্য ক্রমাগত হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

(৪) অভিযুক্তের সংস্কারের সম্ভাবনা এবং পুনর্বাসিত। রাষ্ট্র প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করবে যে অভিযুক্ত উপরের শর্তগুলি (৩) এবং (৪) পূরণ করে না।

[জোর দেওয়া]

১৬১. মাছি সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আগে আদালতকে অবশ্যই নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেঃ-

"৩৯. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই নির্দেশিকাগুলি প্রয়োগ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা এবং উত্তর দেওয়া যেতে পারেঃ

ক) যে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ড অপর্যাপ্ত এবং মৃত্যুদণ্ডের দাবি করা হয়, তাতে কি অস্বাভাবিক কিছু আছে?

(খ) অপরাধের পরিস্থিতি কি এমন যে অপরাধীর পক্ষে কথা বলা প্রশমনকারী পরিস্থিতির সর্বাধিক গুরুত্বের পরেও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই?"

১৬২. **সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ ব্যারিয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য** [২২], শীর্ষ আদালত এর প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে কেবল নিষ্ঠুর এবং জঘন্যকে উল্লেখ করে মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা অপরাধের প্রকৃতি এবং প্রাসঙ্গিক প্রশমনকারী কারণগুলিকে উপেক্ষা করা। এটি হিসাবে বিবেচিত হয় নিম্নরূপঃ-

৭১. সাধারণভাবে এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে মৃত্যুদণ্ডের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে যে, নৃশংস ও জঘন্য প্রকৃতির অপরাধে সাজা প্রদানই সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। আমাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আইনশাস্ত্র এই অর্থে দুর্বল যে, পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রশমনের বিষয়ে খুব কমই বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, আদালত কেবল অপরাধ সূচকের নিষ্ঠুরতা বিবেচনা করে আসছে। আরও কিছু কারণ থাকতে পারে যা রেকর্ড করা হয়নি।"

---

[২১] (১৯৮৩) ৩ এস. সি. সি ৪৭০

[২২] (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ৪৯৮

১৬৩. প্রশমনকারী পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি আদালতের কর্তব্যের বিশদ বিবরণ, **মনোজ এবং অন্যান্য বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য** [২৩] শীর্ষ আদালত নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি নির্ধারণ করেছেঃ-

"প্রশমনকারী পরিস্থিতি সংগ্রহের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশিকা

২৪৮. অপরাধের নিষ্ঠুরতার প্রতি প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়ায় পিছলে যাওয়া এড়াতে বিচারের পর্যায়ে প্রশমনকারী পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয় তা নিশ্চিত করার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে, যেমনটি উল্লেখযোগ্যভাবে আপিল পর্যায়ে পৌঁছানো বেশিরভাগ মামলার পরিস্থিতি।

২৪৯. এটি করার জন্য, বিচার আদালতকে অবশ্যই অভিযুক্ত এবং রাষ্ট্র উভয়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। রাজ্যকে অবশ্যই-মৃত্যুদণ্ড বহনকারী অপরাধের জন্য-যথাযথ পর্যায়ে, এমন উপাদান তৈরি করতে হবে যা আগে থেকে সংগ্রহ করা হয়, দায়রা আদালতের সামনে অভিযুক্তদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন প্রকাশ করে। এটি অপরাধ সংঘটিত করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক কাঠামোর (বা মানসিক অসুস্থতা, যদি থাকে) নিকটতা (সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে এবং বচন সিং [বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৬৮৪-এ বর্ণিত কারণগুলি (১), (৫), (৬) এবং (৭) প্রশমিত করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেবে। এমনকি (৩) এবং (৪)-এর অন্যান্য কারণগুলির জন্যও-অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরপরই রাষ্ট্রের উপর স্পষ্টভাবে রাখা একটি দায়িত্ব-এই ধরনের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন পরিচালনা করার জন্য আপিল আদালতগুলিকে তুলনার জন্য ব্যবহার করার জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করবে, অর্থাৎ কারাবাসের সময়কালে প্রাপ্ত সংস্কারের দিকে অভিযুক্তের অগ্রগতির মূল্যায়ন করার জন্য।

২৫০. এরপরে, রাজ্যকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে অভিযুক্তদের সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। একটি দৃষ্টান্তমূলক, কিন্তু সম্পূর্ণ তালিকা নিম্নরূপঃ

(ক) বয়স

(খ) প্রাথমিক পারিবারিক পটভূমি (ভাইবোন, পিতামাতার সুরক্ষা, হিংসা বা অবহেলার কোনও ইতিহাস)

(গ) বর্তমান পারিবারিক পটভূমি (বেঁচে থাকা পরিবারের সদস্য, বিবাহিত কিনা, সন্তান আছে কিনা ইত্যাদি)

(ঘ) শিক্ষার ধরন ও স্তর

---

[২৩] (২০২৩) ২ এস.সি.সি. ৩৫৩

(ঙ) সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি (শর্ত সহ দারিদ্র্য বা বঞ্চনা, যদি থাকে)

(চ) ফৌজদারি পূর্বসূরী (অপরাধের বিবরণ এবং দোষী সাব্যস্ত, সাজা দেওয়া হয়েছে, যদি থাকে)

(ছ) আয় এবং কর্মসংস্থানের ধরন (তা কোনওটিই হোক না কেন, অথবা অস্থায়ী বা স্থায়ী, ইত্যাদি);

(জ) অন্যান্য কারণ যেমন অস্থির সামাজিক ইতিহাস আচরণ, বা মানসিক বা মানসিক অসুস্থতা (গুলি), বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তির (যে কোনও কারণ সহ) ইত্যাদি।

এই তথ্য অবশ্যই বিচারিক আদালতে সাজা ঘোষণার পর্যায়ে থাকা উচিত। অভিযুক্তকেও সকল প্রশমনকারী পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য খণ্ডনমূলক প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য একই সুযোগ দেওয়া উচিত।

২৫১. পরিশেষে, অভিযুক্তের জেল আচরণ এবং আচরণ, সম্পাদিত কাজ (যদি থাকে), অভিযুক্ত নিজে যেসব কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিবরণ সম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষের (যেমন প্রবেশন ও কল্যাণ কর্মকর্তা, জেল সুপারিনটেনডেন্ট, ইত্যাদি) কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন আকারে চাওয়া উচিত। বিচারিক আদালতের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দীর্ঘ বিরতির পরে বা হাইকোর্টের নিশ্চিতকরণের পরে, যেমনটি হতে পারে, আপিলের শুনানি হলে, বিগত সময়ে অভিযুক্তের দ্বারা করা সমসাময়িক অগ্রগতি সম্পর্কে আরও সঠিক এবং সম্পূর্ণ ধারণার জন্য (পূর্ববর্তী আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত প্রতিবেদনের পরিবর্তে) জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি নতুন প্রতিবেদন (পূর্ববর্তী আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত প্রতিবেদনের পরিবর্তে) সুপারিশ করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই একটি নতুন মানসিক ও মানসিক প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা সংস্কারমূলক অগ্রগতির আরও প্রমাণ দেবে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে মানসিক অসুস্থতা, যদি থাকে, তা প্রকাশ করবে।

১৬৪. আপিলকারীদের আচরণ সম্পর্কে উপরোক্ত পদ্ধতিগত প্রতিবেদনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষকে আদালতে উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উক্ত কর্তৃপক্ষের দাখিল করা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে সংশোধনাগারে সাইফুল এবং আনসারের আচরণ সন্তোষজনক। প্রতিরক্ষা পক্ষের পক্ষ থেকে তাদের পারিবারিক পটভূমি, শিক্ষার স্তর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে যা দেখায় যে সংস্কার ও পুনর্বাসনের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপক্ষ এই দিকগুলির বিষয়ে কোনও খণ্ডনমূলক তথ্য জমা দেয়নি। তারা কেবল যুক্তি দিয়েছে যে আপিলকারীরা সমাজবিরোধী যারা মদ্যপান করত এবং ভুক্তভোগী সহ মেয়েদের উত্যক্ত করত। রেকর্ডে থাকা প্রমাণ অনুসারে, সাইফুল এবং আনসারের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা তো দূরের কথা, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়।

১৬৫. **মহম্মদ ফারুক আব্দুল গফুর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য** [২৪] মামলায় শীর্ষ আদালত **গুরুমুখ সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্যে** [২৫] প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গির থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে 'নির্দোষতার অনুমানের পুঙ্খানুপুঙ্খ নীতির উপর জোর দিয়ে যে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অভিযুক্তের ফৌজদারি ইতিহাস কেবল ফৌজদারি মামলার বিচারাধীনতার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। সুতরাং, পূর্ববর্তী মামলাগুলির বিচারাধীনতার উল্লেখ না করে খারাপ আচরণের সাধারণ বিবৃতির উপর ফৌজদারি ইতিহাসের অনুমান এবং তার ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়া নির্দোষতা এবং ন্যায্য পদ্ধতির অনুমানের মূল সত্তার পরিপন্থী হবে।

১৬৬. রাজ্য দ্বারা উদ্ধৃত অন্যান্য কর্তৃপক্ষগুলি _ প্রকৃতপক্ষে পৃথকযোগ্য। **পুরুষোত্তম দশরথ বোরাটে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য** [২৬] মামলায় 'ভুক্তভোগীকে গণধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল একজন ক্যাব চালক এবং তার সহকারী যিনি ভুক্তভোগীর সংস্থা দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন। এটি ধরা হয়েছিল যে অপরাধটি ট্রাস্টে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল এবং এটি একটি পূর্ব-ধ্যান ছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে, এই

---

[২৪] (২০১০) ১৪ এস সি সি ৬৪১

[২৫] (২০০৯) ১৫ এস সি সি ৬৩৫

[২৬] (২০১৫) ৬ এস সি সি ৬৫২

যুগান্তকারী পরিস্থিতি অনুপস্থিত। সৈফুল এবং আনসারকে ট্রাস্টের ব্যক্তি বলা যায় না এবং ষড়যন্ত্র ও পূর্ব পরিকল্পনার প্রসিকিউশন মামলাও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

১৬৭. একইভাবে, **ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য** [২৭] 'মামলায় দোষী ছিলেন ট্রাস্টের একজন ব্যক্তি, অর্থাৎ ভুক্তভোগী যে ভবনে থাকতেন তার নিরাপত্তা রক্ষী। বর্তমান মামলায় আবেদনকারী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে এমন কোনও সম্পর্ক প্রদর্শিত হয়নি।

১৬৮. পূর্বোক্ত পরিস্থিতির আলোকে, আমি মনে করি যে বিচার আদালত কেবল অপরাধের ক্ষয়প্রাপ্তির প্রসঙ্গে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করেছে। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অপরাধে ষড়যন্ত্র এবং পূর্বের কনসার্ট প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি সংস্কার ও পুনর্বাসনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার প্রমাণও দেয়নি। অন্যদিকে, সংশোধনাগারে আপিলকারীদের আচরণ সন্তোষজনক এবং এই আদালতের সামনে অন্যান্য অযৌক্তিক উপকরণগুলি যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে আপিলকারীদের সংস্কার ও পুনর্বাসনের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি স্বাভাবিক জীবনের জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিকল্প শাস্তি আরও মানবিক বিকল্প যা পুনরাবৃত্তির সামাজিক উদ্বেগের পর্যাপ্ত সমাধান করে।

১৬৯. উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, আমি মনে করি যে সৈফুল আলী এবং আনসার আলীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অযৌক্তিক এবং একই নিশ্চিত করা হয় না।

---

[২৭] (১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ২২০

১৭০. এটি নির্দেশিত হয়ঃ-

সাইফুল আলীর শাস্তি হবে:-

(i) ধারা 376A ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যার অর্থ হবে তার স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় কারাদণ্ড;

(ii) ধারা 376D ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যার অর্থ হবে তার স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় কারাদণ্ড এবং 20,000/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে অপরাধের জন্য আরও দুই মাসের কারাদণ্ড;

iii) ধারা 302 ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যার অর্থ হবে তার স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় কারাদণ্ড এবং 20,000/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ড;

(iv) ধারা 120B এবং 201 ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 20,000/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ড।

আনসার আলীর শাস্তি হবে:-

(i) ৩৭৬ক ধারার ১২০খ সহ পঠিত আইপিসির অধীনে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যার অর্থ হবে তার স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় কারাদণ্ড;

(ii) ৩৭৬ঘ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যার অর্থ হবে তার স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় কারাদণ্ড এবং ২০,০০০/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আইপিসির ৩৭৬ঘ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আরও দুই মাসের কারাদণ্ড;

(iii) অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যার অর্থ হবে অপরাধের জন্য তার স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় কারাদণ্ড এবং ২০,০০০/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে, ধারা ৩০২ সহ পঠিত আইপিসি ১২০বি অনুসারে আরও দুই মাসের কারাদণ্ড;

(iv) ধারা ১২০বি সহ পঠিত আইপিসি ২০১ অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০,০০০/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে, আরও দুই মাসের কারাদণ্ড।

১৭১. সৈফুল আলী এবং আনসার আলীর উপর আরোপিত সাজা একযোগে চলবে।

১৭২. ২০১৬ সালের ২ নং ডেথ রেফারেন্স এবং ২০১৬ সালের সি. আর. এ ১০৮, সি. আর. এ ২০১৬-র ১০৯, ২০১৬-র ১১০,২০১৬-র ১১১,২০১৬-র ১৩৩ (২০২৩-এর ১ নম্বর সিআরএএন, ২০২৩-এর ২ নম্বর সিআরএএন এবং ২০২৩-এর ৩ নম্বর সিআরএএন), ২০১৬-র ২৪০,২০১৪-র ২৭৮৯ নম্বর সিআরআর, ২০১৪-র ৩৮২৮ নম্বর সিআরএএন এবং ২০১৬-র ১ নম্বর জিএ-র নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৭৩. তদন্ত, তদন্ত এবং বিচারের সময় সাইফুল আলী, ভোলা নস্কর @ ভোলানাথ নস্কর, এস. এমামুল ইসলাম, আনসার আলী এবং আমিনুর ইসলাম @ ভুট্টোর আটকের সময়কাল ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২৮ ধারা অনুসারে তার উপর আরোপিত 'মূল সাজা' থেকে বাদ দেওয়া হবে।

১৭৪. আপিলকারী আমিন আলীকে অন্য কোনও মামলায় যদি না চাওয়া হয়, তাহলে অবিলম্বে হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, যদি তাকে আদালতের কাছে জামিন দেওয়া হয়

বিচারিক আদালতের সন্তুষ্টি যা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৭ক ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ছয় মাস ধরে কার্যকর থাকবে।

১৭৫. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবিলম্বে রায়ের একটি কপি এল.সি.আর. সহ বিচারিক আদালতেপাঠানো হোক।

১৭৬. আবেদন করা হলে, এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে প্রদান করা হোক।

আমি একমত।

(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত) **(বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি)**

পি এ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal